পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর।

অর্থাৎ

অসত্য পরিহার ও সত্যাবিষ্কার-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ।

বিশ্বপূজ্য

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর সার্ব্বভৌমের সাহায্যে

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার প্রণীত

শ্রীরামপুর "চন্দ্রোদয়" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুত গঙ্গাধর কর্ম্মকারের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১২৭৮

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর।

অর্থাৎ

অসত্য পরিহার ও সত্যাবিষ্কার-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ।

বিশ্বপূজ্য

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর সার্ব্বভৌমের সাহায্যে

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামপুর "চন্দ্রোদয়" যন্ত্রালয়ে

শ্রীযুত গঙ্গাধর কর্ম্মকারের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১২৭৮।

ভূমিকা।

পরম পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক এতদ্গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করিয়া পাঠক ও গ্রাহক মহাশয়দিগের বিদিতার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে, কএক বৎসরাবধি অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দর্শনে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ স্থানে২ সভা স্থাপন করিয়া বক্তৃতা দ্বারা—কেহ বা ক্ষুদ্র২ গ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা সর্ব্ব সাধারণের নিকট সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে আমিও কএক খানি ক্ষুদ্র২ শাস্ত্র একত্র করত নিগূঢ় তাৎপর্য্যের সহিত গৌড়ীয় ভাষায় অর্থ বিবৃতি করিয়া পরমার্থ জ্ঞানরত্নাকর নামক এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থে সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশিত আছে। কিন্তু সাধনাভাবে তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া অনেকানেক সদাশয় লোক আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এতন্নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগের বিশেষ উপকারার্থে পরমার্থ বিজ্ঞানরত্নাকর নামক এই এক খানি অভিনব গ্রন্থ বিরচন করিলাম। এই গ্রন্থে সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত ছয় খানি প্রতিকৃতির সহিত অষ্টাঙ্গ যোগসাধন বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছি। বিশেষতঃ সত্যান্বেষি জনগণের পক্ষে যে সমস্ত অসত্য বিষয় পরিত্যাগ করা বিধেয় তাহাও এই গ্রন্থের প্রথমাবধি চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। যদিও ঐ চারি অধ্যায় পাঠ করিবামাত্র কুসংস্কারাবিষ্ট জনগণ এই গ্রন্থ খানিকে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিপোষক বলিয়া স্থির করিতে সঙ্কুচিত হই-

বেন না, তথাচ ইহার পঞ্চমাধ্যায়াবধি দ্বাদশাধ্যায়পর্য্যন্ত পাঠ করিলে তাঁহারা যে এই গ্রন্থ খানিকে আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্মূলক অথচ সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্মপ্রকাশক বলিয়া জানিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

সে যাহা হউক, যাঁহারা পরমার্থ জ্ঞানরত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞানরত্নাকর এই দুই খানি পুস্তক উত্তমরূপে পাঠ করত একতান্ ভক্তিযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন, তাঁহারা প্রতি দিবস যোগসাধনের ফল প্রত্যক্ষ করিতে২ অচিরকাল মধ্যেই জগদীশ্বরকে অপরোক্ষরূপে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে পারিবেন। নিয়মিতরূপে সাধনা করিয়াও যদি কোন বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি গ্রন্থোক্ত ফল প্রত্যক্ষ করিতে নিতান্ত অক্ষম হয়েন, তবে তিনি আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে যে উপায়ে তৎকার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবেক তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। কিন্তু যিনি প্রাগুক্ত পুস্তক দুই খানি পাঠ করেন নাই, পরমার্থ-জ্ঞানাভিলাষে তিনি যেন আমার নিকট আগমন না করিয়াই আমাকে পরম বাধিত করেন। কিমধিকং নিবেদন মিতি।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।
সাং শ্রীরামপুর

পরমার্থ বিজ্ঞানরত্নাকর।

প্রথম অধ্যায়।

[সন ১২৭৪ সালের কার্ত্তিকীয় ঝটিকার কতিপয় দিবস গত হইলে পর, পর-রাজ্যের ঈশ-জেলাস্থিত মনুজ-রাজধানীর হৃদয়-টৌনহলে (দালানে) কতকগুলি বিষয়ীলোক একত্রে মিলিত হইয়া যে সকল কথোপকথন করিতেছিলেন, এবং সেই সময়ে সুবোধসিদ্ধান্ত নামক এক মহাত্মা সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন; সর্ব্ব সাধারণের উপকারজনক বিবেচনায় তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া কহিতেছি পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

বোধাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি কহিতেছেন। ও হে ভাই! যৎকালে ইয়োরোপ-দেশীয় সিবষ্টপুল দুর্গে রুসিয়াদেশের সম্রাটের সহিত ইংরাজ ও ফরাসীপ্রভৃতি নৃপতিগণ ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করেন, তৎকালে সেই স্থানহইতে শনি মহাশয় বঙ্গদেশের প্রতি যে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা এতদ্দেশে অন্ন বস্ত্রাদি সমূহ দ্রব্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল। তদনন্তর সন ১২৭১ সালের দুর্গোৎসবের পঞ্চমী তিথিতে তিনি ঘাড় তুলে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশের প্রতি

কটাক্ষপাত করাতে, দেবীপুত্ত্রের মস্তকের ন্যায় এককালে অনেক ঘর দ্বার উড়িয়া পড়িয়া যায়। সুতরাং ফাঁকেং তাঁহার সৃষ্টিনাশা দৃষ্টি অনাবৃষ্টির সহিত মাঠে পড়িয়া ধান্যক্ষেত্র শূন্য করত মন্বন্তরের সখা হইয়া কালযাপন করিতেছিল। আবার সেই পোড়া শনির দৃষ্টি উঠে যাবার সময়ে হনুমানের বাপের সহিত মিত্রতা করিয়া ঘর দ্বার বাগান বাড়ী সকলই ভাঙ্গিয়া গেল। এখন করি কি—পরিবারাদির সহিত কোথায় যাই—কি খাই—কিছুই স্থিরতা নাই; তোমরা কিছু উপায় বলিতে পার?

অবোধভট্ট নামক এক ব্যক্তি কহিলেন। উপায় আর কি? গোটা কতক দিন ভাঙ্গা ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাক, তাহার পর মহাপ্রলয়ের করাল বদনে ঘর বাড়ীর সহিত সকলকেই প্রবেশ করিতে হইবেক; তখন আর আহা উহুঃ করিতে হইবেক না।

বোধাচার্য্য। সে কি হে! তুমি ক্ষেপেছ না কি? মহাপ্রলয় এখন কি? এইত কলির সন্ধ্যাকাল, এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই; অথচ বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি সকলি রয়েছে।

অবোধভট্ট। ওহে ভাই! আমি ক্ষেপি নাই, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, ঝড়ের সময়ে তুমি নিদ্রিত ছিলে, অথবা তুমি বধির; নচেৎ গো মনুষ্য বৃক্ষাদির যে প্রলয়াবস্থা হইয়াছিল কি না তাহা জানিতে পারিতে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি একপ্রকার মুদ্রিতনয়ন হইয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছ না; এই জন্যে কহিতেছ ধর্ম্মকর্ম্মাদি সকলি আছে। কোথায় আছে? একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত হইয়া মদমত্ত হস্তির কপিত্থফল ভক্ষণের ন্যায় বেদবিধি সমুদায় গ্রাস করিয়াছে। তবে যে কোনং স্থানে কিছুং ধর্ম্ম কর্ম্মাদি দেখিতে পাও, তাহার ভিতরখানা ফাঁক, বাহিরে আড়ম্বর মাত্র। ঐ পাপে সমস্ত দ্রব্য উচ্ছিন্ন হইয়া গেল; কলা মুলা সীম বেগুণপ্রভৃতি তরি তরকারির বাজারে যেন আগুন লাগিয়াছে। আরো আশ্চর্য্য এই যে, বালককালে আমরা যে সকল বস্তুকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে

আর সে সকল বস্তুর সেরূপ ভাব নাই। তখন যে সকল দ্রব্যের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, এখন আর সে সকল দ্রব্যের সেরূপ গুণও নাই; দিন২ গুণবিহীন হইয়া দ্রব্যসমূহ অপকৃষ্ট হইতেছে। আর কতিপয় বৎসরের মধ্যেই সমস্ত দ্রব্য যে এককালীন গুণবিহীন হইয়া মহাপ্রলয় (সর্ব্বনাশ) উপস্থিত হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বোধাচার্য্য। বেশ! তবে না কি তুমি ক্ষেপ নাই? আমার বিলক্ষণরূপে এতদ্রূপ বোধ হইতেছে যে, কার্ত্তিকীয় ঝড়ের বায়ু তোমার উদরে প্রবেশ করিয়া স্বভাবের কিছু অন্যথাভাব করিয়াছে। কেননা এ কথা সকলেই জানেন যে, জগতের সমুদায় দ্রব্য ক্ষণে২ ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে কালে যে দ্রব্যের যে সকল স্বাভাবিক গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। গুড়ের মিষ্টতার পরিবর্ত্তে কি তিক্ততা, না—সুরভি কুসুমের সৌগন্ধ্যের বিনিময়ে দুর্গন্ধতা হইয়াছে? কখন না, বরং সৃষ্টির আদি কালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে২ দ্রব্যের যে সকল স্বভাবসিদ্ধ গুণ আছে তাহা অবিকল রহিয়াছে।

অবোধভট্ট। ওহে! গুড়ের মিষ্টতার পরিবর্ত্তে তিক্ততা হয় নাই বটে, কিন্তু তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, বাল্যকালে আমরা খাজুরে গুড়ের মুড়কীর যে প্রকার গন্ধাস্বাদন অনুভব করিয়াছি এক্ষণে তদ্রূপ অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ তখন অত্যল্প মুড়কী আনিয়া ঘরে রাখিলেও বহু দূর হইতে তাহার সৌগন্ধ্য গুণ অনুভূত হইত, এখন নাসিকারন্ধ্রে মুড়কী প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও তাহার বাস পাওয়া যায় না। তখন কোন পাড়ার মধ্যে ইলীশ মৎস্য রন্ধন করিলে গন্ধগুণে সে পাড়ার সকলেই জানিতে পারিত; এখন ঘরের ভিতর ইলীশ মাছ রাঁধিলে দ্বারে বসিয়াও তাহার বাস পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে স্থানে যে দ্রব্য যে পরিমাণে জন্মিত, এক্ষণে সে স্থানে সে দ্রব্য সে পরিমাণে জন্মে না। অর্থাৎ তখন যে বৃক্ষে দুই কাহণ আম্রফল হইত এখন সে বৃক্ষে এক কাহণও হয় না। তবে এ কথা কেন না বলা যা-

ইবে " যে কালেং সকল দ্রব্যই গুণবিহীন হইতেছে" বিশেষতঃ সকল দ্রব্যের আধারভূতা এই পৃথিবীও দিনং ছোট হইতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখ বালককালে যে বৃক্ষ বা বাটী যত দুর বলিয়া তোমার বোধ হইত এক্ষণে সেই বৃক্ষ বা বাটী তদপেক্ষা নিকটতর বোধ হয় কি না? কিন্তু সে বৃক্ষ বা বাটীত সরিয়া আইসে না। তবেই যেমন সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রমেং গুণবিহীন ও পৃথিবী দিনং ছোট হইতেছেন, তদ্রূপ কলিকালের পরিমাণ ন্যূন হইয়া মহাপ্রলয়ের দিন কি নিকটতর হইতে পারে না? এক্ষণে পেন্টলুনপরা সভ্যাভিমানি বাবুদিগের কথায় আর বিশ্বাস করিবেন না। সেপাহিদিগের বিদ্রোহাচরণ, আশ্বিনে ঝড়, মহামন্বন্তর ও কার্ত্তিকে ঝড় এই গুলিকে মহাপ্রলয়ের আগমনি দূত বলিয়া জানিবেন।

হে পাঠক মহাশয়গণ! অবোধভট্টের এই কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ অধিকাংশ লোকেই এককালে " বেশ! বেশ! বেশ বলিয়াছ" এই কথা কহিয়া তাহার প্রসংশা করিতে লাগিলেন। এবং কেহং কহিলেন তাইতো হে! পূর্ব্বকালে যে সকল দ্রব্যের যেরূপ সদ-গন্ধ ও মধুর আস্বাদন গুণ অনুভূত হইত, এক্ষণে তাহা নাই বলিলেই হয়। আমরা যে সকল দ্রব্যে যেরূপ সুখভোগ করিয়াছি, বোধ হয় আমাদের পুত্রপৌত্রগণ সেইং দ্রব্যে তাহার দশাংশের একাংশও সুখভোগ করিতে পারিবেক না। তবেই " অল্পকালের মধ্যে সমস্ত দ্রব্যাদি এককালে গুণবিহীন হইবেক" অবোধ মহাশয়ের এই বাক্যটি অসঙ্গত বোধ হইতেছে না। সুতরাং ভোগের অভাবহেতু অনতিবিলম্বে যে মহাপ্রলয় হইবেক তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। এইরূপে অবোধভট্টের বাক্য সভাস্থ অধিকাংশ লোকের মুখে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে এমত সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, সুবোধসিদ্ধান্ত নামক একটী সৌম্য পুরুষ তাঁহাদের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া ঐ সকল কথাবার্ত্তা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছেন। তদনন্তর কোন বুদ্ধিমান লোক সুবোধসিদ্ধান্তকে সমাদরে উপবেশন করাইয়া কহি-

লেন " মহাশয়! আপনার কোন নিগূঢ় ভাবযুক্ত কলেবর দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনিই আমারদিগের এই সন্দেহ গুলি অপনোদন করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব অবোধভট্ট মহাশয় যাহা কহিয়াছেন সেই বাক্যগুলি মীমাংসা করিয়া আপনি আমারদিগের বুভুৎসা নিবৃত্তি করুন। এতদ্বাক্য শ্রবণে সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন তাহা করিতেছি শ্রবণ করুন।"

সুবোধসিদ্ধান্ত কহিতেছেন। হে মহাশয়গণ! অবোধভট্ট মহাশয়ের কথাগুলি নিতান্ত অবোধের মত। কেননা সৃষ্টির প্রথম কালাবধি সমস্ত দ্রব্যের সদ্গন্ধাদি গুণসমুহ ক্রমে২ যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইত; তবে এত দিবস সকল দ্রব্যই গুণবিহীন হইয়া জীবগণের পক্ষে অপদার্থ হইয়া উঠিত। এবং আমাদিগের আধারভূতা এই পৃথিবীও যদি দিন২ ছোট হইতেন, তবে স্থানাভাবনিমিত্ত এত দিবস আর্য্যদিগের ভাশুর ভাদ্রবধূকেও একাসনে উপবেশন করিয়া কালযাপন করিতে হইত। বস্তুতঃ তাহা নহে, তবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে দ্রব্যাদির গুনসমূহের ভাবান্তর ও পৃথ্বীস্থ বৃক্ষাদি কিঞ্চিৎ নিকটতর বোধ হয়, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে; আমি তাহা স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

বালককালে মনুষ্যের চক্ষু জিহ্বা নাসিকাদি ইন্দ্রিয়সমূহ কোমল ত্বকদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া তৎকালে গুড়প্রভৃতি দ্রব্যাদির মধুরাস্বাদন ও সৌগন্ধ্যগুণ অনুভূত হয়, আবার যৌবনাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়াচ্ছাদিত ত্বক ক্রমে২ কিঞ্চিৎ২ স্থূল হইলেই গুড়প্রভৃতি ঐ সমস্ত দ্রব্যাদির গন্ধাস্বাদনে ক্রমে২ কিঞ্চিৎ২ ভাবান্তর বোধ হইতে থাকে। এবঞ্চ বালককালে মনুষ্যের দর্শনেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ভাবযুক্ত থাকে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত যৌবনাবস্থায় ক্রমশ বিস্পষ্ট হয়। সুতরাং বালককালে যে বৃক্ষ বা বাটী অধিক দুরস্থিত বলিয়া বোধ হয় যৌবনাবস্থায় তাহা কিঞ্চিৎ নিকটতর অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ তোমরা বালককালে খাজুরে

গুড়ের মুড়কী বা ইলীশ মৎস্যাদির যেরূপ গন্ধাস্বাদন অনুভব করিয়াছ, এক্ষণকার বালকগণও তদ্রূপ অনুভব করে; এবং পৃথিবীস্থ বৃক্ষাদিও এক্ষণে তাহারদের দূরতর বোধ হয়। আবার যৌবনাবস্থায় তাহারাও তোমাদিগের ন্যায় ভাবযুক্ত হইবে। অর্থাৎ তখন আর তাহাদিগের পূর্ব্বভাব থাকিবেক না। জগতের স্বভাবই এইরূপ দ্রব্যাদির গুণসমূহ যথাসময়ে অবিকৃত থাকে, কিন্তু মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সমূহ স্থূল হইয়া দোষযুক্ত হইলে তৎকালে সে সকল দ্রব্যে আর সেরূপ সুখবোধ হয় না।

বোধাচার্য্য। ভাল, মহাশয়! আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, জগদীশ্বর মনুষ্যগণকে ভোগসাধন ইন্দ্রিয়সমূহ প্রদান করিয়া যৌবনাবস্থায় এত শীঘ্র তাহাদের ভাবান্তর করেন কেন?

সুবোধসিদ্ধান্ত। জগদীশ্বর মনুষ্যগণকে ভোগসাধন ইন্দ্রিয়সমূহ প্রদান করিয়া অল্পকালের মধ্যে যে তাহাদের ভাবান্তর আপাদন করেন তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যগণ যদি চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে, তবে পশ্বাদির সহিত তাহাদের কোন বিশেষ থাকে না। অর্থাৎ পশুগণ যেরূপ নিরন্তর ভোগসাধন দ্রব্যান্বেষণেই কাল যাপন করে, মনুষ্যগণ যদি চিরকাল সেইরূপ থাকে, তবে পশ্বাপেক্ষা মনুষ্যের মহত্ত্ব কি রহিল? অতএব দয়াময় জগদীশ্বর মনুষ্যগণকে পশ্বাপেক্ষা মহত্ত্বসূচক অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী করিবার নিমিত্ত তাহাদের দেহযাত্রার অবিরোধে ক্রমে২ ইন্দ্রিয়বিকারদ্বারা বৈষয়িক সুখহইতে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; এইজন্যে দ্রব্যাদির গন্ধাস্বাদনে যৌবনাবস্থায় ক্রমে২ মনুষ্যের ভাবান্তর বোধ হইতে থাকে। যে ব্যক্তি সেই করুণাময় পরমপিতার এইরূপ নিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ক্রমে২ ইন্দ্রিয়সুখে বিরত হইতে২ অতীন্দ্রিয় সুখান্বেষণে যত্নবান হয়েন, তিনি অচিরে তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগদ্বারা মনুষ্যজন্ম সফল করিতে পারেন।

জগতে যিনি একবার মাত্র অতীন্দ্রিয় সুখভোগ করিয়াছেন, তিনি আর ইন্দ্রিয়সুখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান করেন না।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! অতীন্দ্রিয় সুখের স্বরূপ কি? এবং তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা আমাদিগের বিশেষ বোধের নিমিত্ত আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! সুখপদার্থ আত্মা, যাহা তৃপ্তি-রূপা অন্তঃকরণবৃত্তিতে স্ফূর্ত্তি হইলে আমি সুখী বলিয়া মনুষ্যের বোধ জন্মে। শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ স্পার্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ প্রকার বিষয়ভোগ করিলে যে সুখস্ফূর্ত্তি হয়, তাহাকে ইন্দ্রিয়সুখ কহা যায়। আর জগদীশ্বরের উপাসনাদিদ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলে মনুষ্যের হৃদয়কমলে যে বিশুদ্ধ সুখস্ফূর্ত্তি হয়, তাহাকে অতীন্দ্রিয় সুখ কহে: ফলত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগকালে আমরা যে সুখভোগ করি, তাহা প্রকৃত সুখ নহে; সে কেবল উপস্থিত দুঃখ নিবৃত্তি করা মাত্র। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যেমন ক্ষুধাপীড়িত না হইলে কেহ কখন মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিয়া সুখ লাভ করিতে পারে না; তদ্রূপ কন্দর্প পীড়িত না হইলে স্ত্রীসহবাস করিয়া কোনকালে কাহার সুখবোধ হইয়া থাকে? কখন না। তবেই, ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যে সুখভোগ করি, তাহাকে এক প্রকার দুঃখনাশ বলিলেও বলা যায়। অর্থাৎ যখন ক্ষুধারূপ দুঃখ উপস্থিত না থাকে তখন অত্যুৎকৃষ্ট মণ্ডাপ্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যও ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং তৎকালে অনিচ্ছা-পূর্ব্বক ভোজন করিলেও তদ্দারা কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ হইবার সম্ভা-বনা নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সুখ সে প্রকার নহে। ইহা প্রগাঢ় ভক্তিদ্বারা একবার প্রকাশিত হইলে যখন ইচ্ছা হয় তখনই আত্মাতে মনঃসংযোগ করিবামাত্র সুখলাভ হইয়া থাকে, এবং তাহাই মনুষ্য জন্মের প্রকৃত ফল বলিয়া শাস্ত্রে পরিগণিত আছে। এতন্নিমিত্ত যে সকল মনুষ্য পরমার্থ জ্ঞানলাভ-দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখে সুখী না

হয়েন, শাস্ত্রে তাহাদিগকে দ্বিপদ পশুবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! পৃথিবী মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত আছে সকলই ভিন্ন২। ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র সত্য এবং কোন্ শাস্ত্রমতেই বা জগদীশ্বরের উপাসনা করিলে অতীন্দ্রিয় সুখ ভোগের অধিকারী হইয়া চরমে পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়, আপনি আমাদিগকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! আর্য্যদিগের একমাত্র বেদ শাস্ত্রই সত্য রত্নাকর। ঐ শাস্ত্রহইতেই খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয়প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ফলত অতি প্রাচীনকালাবধি এই অবনীমণ্ডলে যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রচলিত আছে সেই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন২ ভাষায় ভিন্ন২ ইতিহাস লিখিত থাকিলেও তাহাদের তাৎপর্য্য ভিন্ন২ নহে। কেননা ধর্ম্মের যে ফল তাহার নাম সত্ত্বশুদ্ধি; সেই সত্ত্বগুণের কার্য্য অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, বিবেক, সত্য, সরলতা, ও আস্তিক্য ইত্যাদি দ্বারা পরিচিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমত একখানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র নাই যে, যাহাতে উক্ত ক্ষমা দয়া অহিংসা প্রভৃতির প্রতি দ্বেষ প্রকাশ আছে; বরং সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রেই ঐ সকল সাত্ত্বিক গুণকার্য্যের আবশ্যকতা ও প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে, সুতরাং সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রই সত্য। এতন্মধ্যে যে ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সে ব্যক্তি সেই শাস্ত্র সম্মত উপাসনাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু আর্য্যদিগের বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভের কোন প্রকার উপায় বর্ণিত নাই; তথাচ বিশ্বাস থাকিলে সেই সমস্ত শাস্ত্রসম্মত উপাসনাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। নচেৎ একজন বঙ্গদেশীয় লোক খৃষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া চিরকাল যদ্যপি মনেং এইরূপ তর্ক বিতর্ক করেন যে, নাসরতীয় ক্রাইষ্ট জগদীশ্বরের পুত্র, কি বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান? তবে সেই

ব্যক্তি "ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টো নচ পূর্ব্বং নচা পরং" এতন্ন্যায়ে অথবা স্বর ব্যঞ্জন মর্য্যাতিক্রান্ত অনুস্বার বিসর্গের ন্যায় তান্ত্রিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুল ভ্রষ্ট হইয়া অকূল পাপসাগরে পতিত হইয়া থাকেন; এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে এ প্রকার লোকের বড় অসদ্ভাব নাই। কেননা, যৎকালে কলিকাতায় পতিতোদ্ধারিণী নাম্নী সভা স্থাপিতা হইয়াছিল, তৎকালে এতদ্দেশীয় অনেকানেক খৃষ্টীয়ান পুনর্ব্বার স্বজাতীয় সমাজভুক্ত হইবার প্রত্যাশায় স্বীয়২ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অপিচ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, জাননগর নিবাসিনী করুণা নাম্নী একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া চরমে জাহ্নবীকূলে তনুত্যাগ করণাভিলাষে শ্রীরামপুর কালেজের বারাণ্ডায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তদনন্তর প্রাগুক্ত কালেজের তত্ত্বাবধারক পাদরি সাহেব তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া অনুযোগপূর্ব্বক সে স্থানহইতে তাহাকে দূরীকৃতা করিলে পর সেই প্রাচীনা গঙ্গালাভের নিমিত্ত অতিশয় রোদন করিয়াছিল!! এবঞ্চ এতদ্দেশীয় কোন২ খ্রীষ্টীয়ান বিপুল বিত্ত ব্যয় করিয়া আর্য্যদিগের দ্বারা সমারোহে রক্ষাকালীপূজা করাইয়া থাকেন; কেহ বা সিদ্ধপুরুষ হইবার নিমিত্ত রাত্রিকালে শ্মশান জাগান!!! ফলতঃ সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য একরূপ হইলেও এতদ্রূপ সন্দেহাকুল জনগণ কোন প্রকার শাস্ত্রসম্মত উপাসনাদি দ্বারা কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন না। তদ্ভিন্ন, যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন, সেই শাস্ত্রদ্বারা ক্রমে২ চিত্তশুদ্ধি করিতে২ পরম পদ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইতে পারিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হে মহাশয়গণ! অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে এ কারণ আমি স্বস্থানে গমন করিবার অভিলাষ করিতেছি। যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, তবে আগামী বর্ষের এই তিথিতে আমি এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক এতদ্রূপ কোন বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করি যদ্দ্বারা আপনাদিগের

মনোগত সংশয়রূপ তিমিররাশি অপগত হইয়া জ্ঞানকিরণে মানস প প্রস্ফুটিত হইতে পারিবেক।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! এতদ্বাক্য শ্রবণে সভাস্থ সকল লোকের প্রতিনিধি হইয়া বোধাচার্য্য ও অবোধভট্ট কহিলেন, মহাশয়! অদ্য আপনার সরলতা ও পাণ্ডিত্যগুণে আমরা পরম বাধিত হইলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় আগামী বর্ষে আপনার বক্তৃতা শ্রবণে সমধিক সুখী হইব। তদনন্তর সভাভঙ্গ হইল।]

ইতি পরম্পরা ভ্রমনিরাশ সহকারে ঈশ্বরাভিপ্রায় (ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতা) ব্যঞ্জক নামক প্রথম অধ্যায়।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া নিয়মিত দিবসে সভাস্থলে অধিক লোক সমাগমনপূর্ব্বক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তদনন্তর তিনি সভায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলে পর, সকলের অভ্যর্থনায় হৃদাসনে অধ্যাসীন হইয়া কহিলেন; হে মহাশয়গণ! গত বর্ষাপেক্ষা অদ্য এ স্থলে সকল প্রকার লোকের সমাগম হওয়াতে সভার অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি বিশেষ২ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া আমার মনোগত বিষয় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত একটি বক্তৃতা করিতেছি শ্রবণ করুন।]

সুবোধসিদ্ধান্তের বক্তৃতা।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে ভারতবর্ষবাসি আর্য্যগণ! সম্প্রতি আমি আপনারদিগকে কোন গুরুতর বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত একটি বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলাম। যদিও আমার বক্তৃতাটি শ্রবণ করিয়া আপনারা হয়তো আমার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত হইবেন,

নতুবা কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হইবেন না; তথাচ আমি সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের বিনিয়োগে নির্ভয়চিত্ত হইয়া মনোগত সমুদায় বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে বিরত হইব না। হরিগুণ গান করিতে করিতে যদি জিহ্বা ক্ষয় হয়, এবং অমৃত ভোজন করিতে করিতে যদি দন্ত বিগলিত হয়, হউক, তাহাতে এই শরীর ব্যতীত আমার (আত্মার) আর কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারিবেক না, বরং হরিগুণ গানে পরমানন্দ ও অমৃত ভোজনে অমরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিব।

হে প্রিয় মহাশয়গণ! বহু শতাব্দ গত হইল এই সর্ব্ব রত্নাকর ভারতবর্ষ সর্ব্বদেশীয় লোকের নিকট সভ্যদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। এবং এই স্থান হইতেই যে বিদ্যারত্ন, ধন ও শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন দেশীয় জনগণ স্বীয়২ জন্মভূমিতে গমনপূর্ব্বক বিদ্বান, ধনী ও শাস্ত্রকর্ত্তৃরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন ও অদ্যাপি হইতেছেন ইহার ভূরিং প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ভারতবর্ষ (ষোল আনার দুই চারি কড়াব্যতীত) মূর্খের সমাজ, দুঃখের আগার ও শাস্ত্রদ্ধের গহ্বরস্বরূপ হইয়াছে। যদি বলেন কেন হইয়াছে, ইহার কারণ কি? তবে শ্রবণ করুন।

আদিকালে এই স্থানে মানবজাতির প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মেদিনীর প্রথম কালাবধি এই ভারতবর্ষের প্রতি পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রচুর কৃপাদৃষ্টি ছিল এবং তন্নিমিত্তই পৃথিবীর অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এ স্থানের মানবগণ সর্ব্বাগ্রে সমধিক জ্ঞান ধন ও পরাক্রমবিশিষ্ট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে এতদ্দেশীয় সমধিক বুদ্ধিমান জনগণ একমাত্র বেদশাস্ত্র হইতে মনুষ্যজাতির মহদুপকারজনক যে সকল বিদ্যার উদ্ভাবন (পুরাণ তন্ত্রাদিদ্বারা বেদের ভাব উদ্দীপন) করিয়াছিলেন, সেই সকল বিদ্যাদেবীকে অধুনা বিদেশীয় ব্যক্তিগণ বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া অস্মদাদির বিস্ময়োৎপাদন সহকারে বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু হায়! কি দুরদৃষ্ট!! ভারতের সন্তানগণ সে দিগে নয়নপাত না করিয়া

অধুনা কেবল কাল্পনিক জাতি ও তৎসম্বন্ধীয় দলাদলি, এবং কল্পিত ধর্ম্মাচরণ ও তৎসম্বন্ধে নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন এবং সভ্যাভিমানিতায় কদাচার প্রচলিত করণ, এই তিন বিষয় লইয়াই বল বীর্য্য পরাক্রম ধন ধর্ম্ম বিদ্যা যশ ও একতাদি বিবিধ প্রকার সদ্বিষয় হইতে ক্রমশঃ প্রবঞ্চিত হইতেছেন। এদিগে প্রশাস্তা জগদীশ্বর ঐ সকল কদাচারাদি হেতু সময়ে২ ভারতসন্তানগণের প্রবোধের নিমিত্ত স্বীয় ক্রোধরূপ ঝটিকা মন্বন্তর মারকাদি দ্বারা বিবিধ প্রকার উৎপাত উপস্থিত করিতেছেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় জনগণ প্রায় পাষাণের ন্যায় এমত অচেতন হইয়াছেন যে, ঐ সকল দুর্ঘটনা কেন হইতেছে তদ্বিষয়ের কারণানুসন্ধানে একবারও মনোনিবেশ করেন না। পূর্ব্বে শত বৎসরের মধ্যে কেবল কার্ত্তিক মাহাতে একটি ঝটিকা হইয়াছিল; যাহা কার্ত্তিকে ঝড় বলিয়া এতদ্দেশীয় প্রাচীনগণের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সন ১২৪৪ সালাবধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে চারি পাঁচ বার ভয়ানক ঝটিকা হইয়াছে, এবং তদ্দারা সর্ব্ব সাধারণ জনগণের যে কিপর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে তাহা কোন অনবীনের অবিদিত নাই। এই সময়ে যদি এতদ্দেশীয় জনগণ সতর্ক না হয়েন, তবে কতিপয় বৎসরের মধ্যে কোন নৈসর্গিক উৎপাত দ্বারা বঙ্গদেশের রাজধানী ও তদন্তঃপাতি দেশসমূহ গৌড় রাজধানীর ন্যায় এককালে উচ্ছিন্নপ্রায় হইবেক।

পুরাকালে এই ভারতবর্ষের সভ্যসমাজে কেবল একমাত্র সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, দেব দেবীর উপাসনার নামমাত্রও যে ছিল না; প্রাচীন শাস্ত্রাদি পাঠ করিলে তাহার ভূরি২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় জনগণ ঈশ্বরানুগ্রহে তৎকালে স্বাধীনতার সহিত সর্ব্ব সুখ সম্ভোগে সন্তৃপ্ত ছিলেন। তদনন্তর এতদ্দেশীয় সন্ধিক বুদ্ধিবিশিষ্ট সুচতুর ভূদেবগণ স্বকীয় স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া অথবা অন্য কোন কারণেই হউক; কতকগুলি অবোধ লোকের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সহিত কল্পিত দেব দেবীর উপাসনাদ্যোতক বচন

রচনা করিয়া পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা জনসমাজে তাহা প্রচলিত করত অস্মদাদির সৌভাগ্যবৃক্ষের মূলে এককালে কুঠারাঘাত করিলেন। এবং আপনাদিগের বংশ পরম্পরায় পরমার্থ-বিষয় কোনক্রমে বিস্মৃতি না হয় তজ্জন্য ব্রাহ্মণজাতির উপনয়নকালীন গায়ত্রী শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রবঞ্চনা করিতে গেলে কাল সহকারে প্রবঞ্চিত হইতে হয়ই হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দেখুন, যে ধ্যানস্বরূপ গায়ত্রীতে পরম পরাৎপর পরমাত্মার পরতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রকীর্ত্তিত আছে, এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রতি দিবস কেহ শতবার, কেহ বা সহস্র বার গায়ত্রী আবৃত্তি করিয়াই আপনাদিগকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া মানিতেছেন। গায়ত্রীর বিষয় ধ্যান না করিয়া দিবসের মধ্যে দশ সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলেও কেবল একাগ্রচিত্ততা ব্যতীত তদ্দ্বারা আর অন্য কোন প্রকার ফললাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

সে যাহা হউক, যদবধি কর্ম্মকাণ্ডের সহিত কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি ভারতের সন্তানগণ যে দুর্বৃত্ত যবনজাতি-কর্ত্তৃক বারম্বার উপদ্রুত ও অবশেষে তাহাদিগের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। যৎকালে এই ভারতবর্ষে দেব দেবীর পূজা প্রথম প্রচলিত হয়, তৎকালে কেবল বিশেষ২ তীর্থস্থানে* এবং রাজা ও ভূম্যধিকারিদিগের স্থাপিত মন্দিরাদিতেই পূজাদি হইত। সেই সময়ে জগদীশ্বরের ক্রোধরূপ ঝটিকাদ্বারা সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া গৌড় রাজধানী ও তদন্তঃপাতি দেশসমূহ একেবারে নির্ম্মনুষ্য হয়। তাহার কিছুকাল পরে দ্বারীনাম্নী কোন আর্য্যযুবতী তদ্রূপ দুর্ঘটনাহইতে ভারত-সন্তানগণের রক্ষার নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয়

---

*পূর্ব্বে যে যে স্থানে সে যে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞ লোকদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতেন সেই সেই স্থান অদ্যাপি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এক্ষণে একমাত্র কাশীভিন্ন অন্য কোন তীর্থস্থানে তত্ত্বজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত প্রায় স্পষ্টরূপে অনজ্ঞাত হইতে হয়।

করিয়া স্থানে২ জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা অদ্যাপি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দ্বারীর জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিযাছে। তদনন্তর যখন সর্ব্ব সাধারণ জনগণের বাটীতে সেই সমস্ত কল্পিত দেব দেবীর পূজা এতদ্দেশে বাহুল্যরূপে প্রচলিতা হয়, তখন (কার্ত্তিক মাসে দুর্গোৎসবের সময়ে) জগদীশ্বর অস্মাদির পরামননের নিমিত্ত স্বীয় ক্রোধরূপ ভয়ানক ঝটিকা উত্থাপন করিয়াছিলেন; যাহা কার্ত্তিকে ঝড় বলিয়া বহু দিবসাবধি প্রসিদ্ধ আছে। তৎপরে যখন এই বঙ্গদেশে প্রাগুক্ত দেব দেবীর পূজা অতিশয় প্রবলরূপে প্রচলিতা হয়, তখনও (সন ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময়ে) জগদীশ্বর ভয়ানক বন্যাদ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের সহিত ভগবতীর প্রতিমা ও শত২ গো মনুষ্যকে ভাসাইয়া সমুদ্রনীরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার পর যখন অপ্রসিদ্ধ বারোয়ারি পূজার পদ্ধতি ও তৎসহ ঘৃণিত সখের যাত্রা প্রথম প্রচলিতা হয় তৎকালে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) জগদীশ্বর ভয়ানক ঝটিকাদ্বারা বিবিধ প্রকার উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহার দশ বৎসর পরে যখন ঐ বারোয়ারিপূজা প্রবলরূপে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিতা হয় তৎকালেও (জ্যৈষ্ঠমাসে) তিনি ঝটিকাদ্বারা অস্মদাদির নিকট স্বীয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তদবধি রাত্রি জাগরণাদি বিবিধ প্রকার স্বাভাবিক নিয়মভঙ্গজনিত রাজধানী ও তদন্তঃপাতি কতিপয় দেশে জ্বর ওলাউঠা বসন্তপ্রভৃতি রোগসমূহ মারীভয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর প্রজা ক্ষয় করিতেছে। তাহার পর সন ১২৭১ সালের ২০ আশ্বিন তারিখে (দুর্গোৎপূজার পঞ্চমী তিথিতে) জগদীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীমণ্ডপ ও দালানের সহিত কত শত প্রতিমাকে ভগ্ন করিয়া শত২ মনুষ্যের প্রাণনাশ করিয়াছেন। তৎকালে প্রকৃতিদেবী আমারদিগের কাতরতার সহিত কঠিনান্তঃকরণ দেখিয়া যে রোদন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং তাহাতেও বহু লোকের প্রাণ নাশ হইতেছে দেখিয়া দয়াময় জগদীশ্বর দয়া প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধরূপ সেই ঝটিকাকে আকাশ মধ্যে সম্বরণ করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! অস্মদ্দেশীয় জনগণ কাল্পনিক আমোদে উন্মত্ত হইয়া এমত বিচেতন হইয়াছেন যে, পূজার সময়ে কি কারণে ঐ সকল অনিষ্ট ঘটনা হয়, তদ্বিষয়ে একবারও মনোনিবেশ করেন না। এইরূপে আমারদিগের নিতান্ত অমনোযোগ দেখিয়া তিনি আমাদিগকে এককালে সমুচিত শাস্তি দিবার নিমিত্ত বিগত বর্ষের কার্ত্তিক মাসের ১৬ তারিখে (জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাক্কালে) সেই পঞ্চমী তিথিতে সেই দিগহইতে সেই ঝটিকাকে অবতরণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় কতিপয় সাধুলোকের স্তব স্তুতিতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সেই ঝটিকাকে আকাশ মধ্যে শান্তভাবে রাখিয়াছেন। এখনও যদি ভারতের সন্তানগণ বিশুদ্ধ মনে বেদ শাস্ত্র সম্মত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হয়েন, তবে তিনি অল্পকালের মধ্যে আমাদিগের স্বাধীনতার সহিত সর্ব্ব সুখ সম্বিধান করিবেন। নচেৎ অত্যল্প কালের মধ্যে আমাদিগকে ঘোরতর বিপদজালে জড়ীভূত হইয়া এককালে উচ্ছিন্ন হইতে হইবেক। অর্থাৎ জগদীশ্বর ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে ঘোরতর বিপদজালে নিক্ষেপ করিবেন। অথবা আমারদিগের পাপরাশি দ্বারা তিনি এই পর্ব্বতহীন প্রদেশে একটি বৃহৎ পর্ব্বত উৎপন্ন করিবেন। কিম্বা অন্য কোন ঘটনাদ্বারা বিলক্ষণরূপে শাস্তি প্রদান করিবেন। এতন্নিমিত্ত শিক্ষকের বেত্রান্দোলনের ন্যায় গুরুতর আঘাতের প্রাক্কালে ঝটিকা মন্বন্তর মারকাদিদ্বারা জগদীশ্বর আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন।

হে প্রিয় মহাশয়গণ! আপনারা চক্ষুঃ থাকিতে অন্ধ ও কর্ণ থাকিতে বধির হইবেন না। ছয় মাস কাল যোগ সাধন করিলে জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এতদ্রূপ বাক্য যে মহাভারতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, পরীক্ষা না করিয়া তৎপ্রতি অবিশ্বাস করিবেন না। যে প্রকারে যোগ সাধন করিলে ভগবানকে জানিতে পারা যায়, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট শাস্ত্রসম্মত বাক্যে প্রকাশ করিয়া কহিব। সম্প্রতি আমার সমুদায় বক্তৃতাটি শ্রবণপূর্ব্বক হৃদয়

ভূমিতে সত্যধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করুন। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ইতি ভারতের দুরদৃষ্টের কারণ নির্ণয় নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতিবিষয়ক।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! যে সমস্ত অভিমান ধারণ করিয়া ভারতবর্ষীয়গণ ক্রমে ক্রমে অবনত হইতেছেন, সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় যে প্রকারে তাহার কিছু২ বর্ণনা করিয়া কহিয়াছিলেন আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।]

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে বর্ণাশ্রমি মহাশয়গণ! আপনারা যে জাতি-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ভিন্ন দেশীয় জনগণকে ম্লেচ্ছ, যবন ও অন্ত্যজাদি বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন, সেই জাতিপদার্থ কে সৃজন করিয়াছে এবং তাহার আকৃতিই বা কি প্রকার? জগদীশ্বর কখন ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি-সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যে ভিন্ন২ জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার আকার ভিন্ন২, যথা—মনুষ্য, গো, অশ্ব, পক্ষী, মৎস্য, সর্প ও বৃক্ষাদি। ইহারা চিরকালই ভিন্ন২ আকারে সৃজন কর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট হইত, তবে অবশ্যই তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিত; এবং সেই জাতি আমাদিগের সুখের পরিবর্ত্তে কখনই দুঃখের কারণ হইত না। এবং কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে আমাদিগের সেই জাতি নাশ করিতেও পারিত না।

অতি প্রাচীনকালে শাস্ত্রকারেরা সাধুর সহিত অসৎ লোকের সংশ্রব নিবারণের নিমিত্ত সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ প্রধান বৈশ্য এবং তমঃপ্রধান শূদ্র এতদ্রূপে রাজনিয়মস্বরূপ এই

কল্পিত জাতির প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দেহের মধ্যে মস্তক সত্বগুণসম্পন্ন, যেহেতুক ইহাতে সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। দেহের স্কন্ধাবধি মূলাধারপর্য্যন্ত রজোগুণসম্পন্ন; যেহেতুক এতন্মধ্যে বাহু-বল অবস্থিতি করিতেছে। আর মূলাধার অবধি পদতলপর্য্যন্ত তমোগুণসম্পন্ন; যেহেতুক অপরাপর অঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ইহার আন্দোলন লক্ষিত হয় না। এই সত্বাদি গুণের ভাবানু-সারে শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মার রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার মস্তক বাহু পদাদি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রাদি জাতির জন্ম কল্পনা করিয়া-ছিলেন। পরে বেণ বা পৃথুরাজার সময়ে ঐ চারি জাতির সংশ্রবে ষটত্রিংশৎ বা তদধিক জাতির কল্পনাদ্বারা শাস্ত্রকারেরা যে খেচরান্ন পাক করিয়াছেন তাহা কেবল ক্ষুদ্র শূদ্র জাতিরাই ভোগ করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণাদি অপর তিন প্রকার শ্রেষ্ঠ জাতি বিশুদ্ধ রহিয়াছেন!!! চমৎকার বুদ্ধি! চমৎকার বিচার*!! চমৎকার, চমৎকার, অতিশয় চমৎকার!!!

যাহা হউক, এতদ্রূপ জাতি কল্পনাদ্বারা তাঁহাদিগের মনোহভিলাস সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হয় নাই, এবং হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই; কেননা, বিবিধ প্রকার কার্য্যানুরোধে অসৎ লোকের সহিত সৎ লোকের পূর্ব্বে যেমন সংশ্রব ছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ আছে এবং পরেও থাকিবেক। জগদীশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ করা মনুষ্যের সাধ্যা-য়ত্ত নহে। সুতরাং ঐ জাতিদ্বারা যে আমাদিগের মঙ্গলাপেক্ষা সমূহ ক্ষতি হইয়াছে এবং এক্ষণেও হইতেছে তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

হে মহাশয়গণ! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবিধ প্রকার জাতি প্রচলিত আছে বলিয়াই আমরা ক্রমেং বল বীর্য্য পরাক্রম একতা ও তৎসহ স্বাধীনতার সুখ হইতে ক্রমশঃ প্রবঞ্চিত হইতেছি।

*যখন বেণরাজার আজ্ঞানুসারে চারি জাতি স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিই পতিত হইয়াছেন। অতএব শাস্ত্রকারেরা যখন শূদ্রদিগের ছত্রিশ বা তদধিক প্রকার জাতি কল্পনা করিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মণাদি অপর তিন প্রকার জাতিরও শ্রেণী বিভেদ করা কর্ত্তব্য ছিল, নচেৎ শাস্ত্রমতানুসারে অধুনা কেবল শূদ্রজাতিরাই সংস্কৃত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কেননা, যেমন স্ত্রীপুরুষের রক্ত বীর্য্যে কোন প্রকার রোগ বা দোষ থাকিলে সন্তানগণ তাহার অধিকারী হয় বলিয়া আর্য্যগণ স্বীয়২ গোত্রে কন্যা পুত্রের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন; তদ্রূপ এক্ষণে ভিন্ন২ জাতি প্রচলিত থাকাতে এক২ জাতিগত (এক২ জাতির বীর্য্য গত) যে দোষ জন্মিয়াছে, জাতি পরিত্যাগ না করিলে তাহার পরিহার হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহা না হইলে আমাদিগের সন্তান সন্ততীগণ কোন ক্রমে সমধিক বল বীর্য্যের অধিকারী হইতে পারিবেক না। হে মহাশয়গণ! ব্রাহ্মণ কায়স্থ গোপাদি ভিন্ন২ জাতিরূপ শৃঙ্খলে বহুকালাবধি বদ্ধ থাকিয়া এক্ষণে এক২ জাতি এক২ গোত্রের ন্যায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ঐ জাতিদ্বারা ক্রমশ আমারদিগের মহদনিষ্টের মুল বর্দ্ধিত হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন মুসলমানদিগের স্বগোত্রে বিবাহ করিবার প্রথা আছে বলিয়া তাহাদিগের কাণা কুটে ক্লীব ও বিকলাঙ্গাদি যত দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুদিগের তত নহে; অথচ মুসলমানাপেক্ষা হিন্দুজাতির সংখ্যা প্রায় তিন গুণ অধিক।

অবোধভণ্ড। মহাশয়! পশুর মধ্যে যেমন গো অশ্ব ছাগ মেষ মহিষাদি এবং পক্ষির মধ্যে কাকাতুয়া ময়না বুলবুল ও টুনটুনীপ্রভৃতি এবং বৃক্ষ মধ্যে আম্র জম্বু কাঁটালাদি ভিন্ন২ জাতি দৃষ্ট হইতেছে; তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ গোপ গোয়ালাপ্রভৃতি জাতি ভেদ না থাকিবে কেন? পরমেশ্বর যখন পশু পক্ষি বৃক্ষাদির মধ্যে ভিন্ন২ জাতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তখন মনুষ্যগণের মধ্যেও তিনি যে তদ্রূপ ভিন্ন২ জাতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই ইহা কোনক্রমে বিশ্বাস্য নহে।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! গো মেষ হস্ত্যশ্ব মহিষাদি এবং কাক শালিক ময়না ও আম্র জম্বু কাঁটালপ্রভৃতি, পশু পক্ষী বৃক্ষাদির মধ্যে যে প্রকার ভিন্ন২ জাতি দৃষ্ট হয়, মনুষ্যগণও তদ্রূপ জরায়ুজ পশুর মত এক জাতি। অপিচ গোসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ২ আকার বৈলক্ষণ্যহেতু যেমন গুজরাটী গো, পাহাড়ে গো ও বিলাতি গো

বলিয়া তাহারা ভিন্ন২ শ্রেণীতে বিভক্ত আছে, মনুষ্যগণও তদ্রূপ ইংরাজ বাঙ্গালী কাফরি ও মগ মোগলপ্রভৃতি ভিন্ন২ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। পশুর সহিত মনুষ্যের শ্রেণীগত প্রভেদ ভিন্ন প্রকার গত প্রভেদ কোথায়? তথাচ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

আহারোনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ, সামান্য মেতৎ
পশুভির্নরাণাং। জ্ঞানং হি তেষামধিকো
বিশেষো জ্ঞানেন হীনা পশুভিঃ সমানা॥

অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি শারীরিক ব্যাপার পশুগণের যে প্রকার মনুষ্যগণেরও সেইরূপ; তবে পশুহইতে মনুষ্যের একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞানই বিশেষ। অতএব যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন তাহারা পশুর সদৃশ। ফলতঃ ছাগ মেষ মহিষাদির আকৃতি-বিশেষের ন্যায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ গোপ গোয়ালাপ্রভৃতি জাতির যদি কোন বিশেষ আকৃতি থাকিত, তবে তাহা ভগবানের সৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত এবং তাহা হইলে একজন শূদ্র উবপীত ধারণ করিয়া বিদেশে গমন-পূর্ব্বক ধনের সহায়তায় পাকে চক্রে চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারিতেন না।

হে মহাশয়গণ! যে জাতি আপনাদিগের পরম প্রিয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত আছে, সেই জাতি নিত্য২ হোটেলালয়ে, বেশ্যালয়ে, উদ্যানালয়ে, দেবালয়ে, পান্থালয়ে, ঘোষালয়ে* ও বিশেষালয়ে যমা-লয়ে গমন করিতেছে। আবার সেই জাতি রক্তবীজের ন্যায় তৎ-ক্ষণাৎ জীবন প্রাপ্ত হওত আপনাদিগের দেহে আরোহণ করিয়া আস্ফালিত হইতেছে। ছি! ছি! এ প্রকার জাতি লইয়া বজ্জাতি করিলে কস্মিন্ কালেও আমাদিগের সুমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা নাই।

---

*ঘোষপাড়া গ্রামে দোলের সময়ে ব্রাহ্মণ শূদ্র মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতীয় কর্ত্তাভজারা মজা করিয়া এক বিছানায় বসিয়া ঘোষায় ভোজন করে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন স্তূপাকারে থাকে, মুসলমানকে সেই বিছানার উপর গামছা পাড়িয়া ভাত দেওয়া হয়। আহা! কি চমৎকার বিধি! ইহারা আবার বলে আমরা এক মুনি। কিন্তু ওজন করিলে কোন কোনটর পরিমাণ দেড়মোন দুই মোন আড়াই মোন হইতে পারে। কি ভণ্ডামি।।।

ভগবান মহাদেব কহিয়াছেন যে, "যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ-জ্ঞানং ন জায়তে।" অর্থাৎ যদবধি জীবের আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য ইত্যাদিরূপে জাত্যভিমান ও কুলাভিমানাদি অন্যান্য প্রকার অভিমান বিদ্যমান থাকে তদবধি তাহার জ্ঞান জন্মে না।

হে মহাশয়গণ! আপনারা সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন; যে জাতি পদার্থ অন্য জাতির অন্ন ভক্ষণ করিলে, অথবা তাহার ঘ্রাণ লইলে, কিম্বা যে ব্যক্তি ভিন্ন জাতির অন্ন ভোজন করিয়াছে তাহার সহিত একত্রে ভোজন করিলেও লৌকিকাচারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জাতি যদি কোন সত্য পদার্থ হয়, তবে সকল লোকেরই জাতি বিনষ্ট হইয়াছে কি না? যদি আপনাদিগের বিচারে ইহাই ধার্য্য হয় যে, ম্লেচ্ছ সংসর্গে অধুনা অন্তরে জাতি পদার্থ কাহারো বিশুদ্ধ নাই; তবে উচ্ছিষ্ট মৃত্তিকাভাণ্ডের ন্যায় নষ্ট জাতিকে এককালে সকলে পরিত্যাগপূর্ব্বক সভ্যসমাজে পরিগণিত হওত বিশুদ্ধভাবে (নিরভি-মানে) পরমেশ্বরের উপাসনার অধিকারী হইয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করুন; তদ্দ্বারা ভারতের সমূহ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

জ্ঞানগুরু বিষয়ক।

হে জ্ঞানদাতা ভারতবর্ষীয় গুরু মহাশয়গণ! আপনারা কখনং "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এতন্মন্ত্রেও শিষ্যগণের প্রণাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রের সহিত আপনাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রাকৃতিক কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ অধিকাংশ গুরুই জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা অবগত নহেন। জ্ঞান কি বস্তু, ইহা আপ-নাদিগের সহস্রের মধ্যে দুই একজন যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহা-রাও রূপচাঁদের প্রলোভে স্বীয়২ শিষ্যের হৃদয়ে শ্যামচাঁদ, শিবচাঁদ নিতাইচাঁদ ও গৌরচাঁদের ফাঁদ ফাঁদিয়া ভবসমুদ্রের বাঁধ বাঁধিয়া দেন। হায়! কি দুরদৃষ্ট! যাঁহারা ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী, তাঁহাদিগের

নৌকা নাই, হাইল নাই, পাইল নাই, এবং দাঁড় ও ধ্বজীও নাই; অথচ ভবসমুদ্র পার করিবার নিমিত্ত ঝিঁকা মারিবার কোন অংশে ত্রুটিও নাই। অর্থাৎ জ্ঞান না থাকিলেও আপনারা শিষ্যগণের মস্তকে কেবল পদার্পণ করিয়াই গুরুত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এই জন্যে এতদ্দেশে একটি নূতন প্রভার্ব্ব (প্রবাদ বাক্য) প্রচলিত হইয়াছে যে, "ফলনা হাতে পায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন।" বস্তুতঃ যিনি জ্ঞানগরিষ্ঠ গুরু হয়েন, তিনি আপনাকে গুরু বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন না, এবং করিতেও পারেন না। কেননা যাঁহার সকল বস্তুতে সমভাব জ্ঞান আছে তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, এবং গুরু বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। কিন্তু তিনি যদি অন্যকে (আপন শিষ্যকে) লঘু জ্ঞানপূর্ব্বক আপনাকে গুরু বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার সকল বস্তুতে সমভাব জ্ঞান কোথা থাকে? সুতরাং গুরু আপনাকে গুরু বলিয়া কোন কালেই অভিমান প্রকাশ করিতে পারেন না; কিন্তু শিষ্যের ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করা কর্ত্তব্য।

হে ভবসমুদ্রের কাণ্ডারি মহাশয়গণ! আপনারা যখন তরীবিহীন হইয়া এই ভবসাগরের প্রবল তরঙ্গে নিপতিত হওত নিরবধি হাবুডুবু খাইয়া বেড়াইতেছেন, তখন শিষ্যগণকে যে আবার সেই পথের পথিক করিতে কোন সাহসে সাহসী হন, আমিতো তাহার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না॥

বোধাচার্য্য। মহাশয়! যখন রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয় তখন সেই রজ্জুর সহিত সর্পের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তদ্দারা যখন মনুষ্যের ভয় ও হৃৎকম্পাদি হইয়া থাকে, তখন ভবসমুদ্রের কাণ্ডারীস্বরূপ দীক্ষাগুরুর অথবা উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বাসের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিষ্যের কৃতার্থ হইবার অসম্ভাবনা কি আছে?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে মনুষ্যের যে ভয় ও হৃৎকম্পাদি হইয়া থাকে, তাহা অজ্ঞানের কার্য্য। বস্তুত

ভয়াদি হইলেও যেমন ঐ রজ্জু কখন সর্প হইয়া মনুষ্যকে দংশন বা মণি প্রদান করিতে পারে না; তদ্রূপ সাকার বস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্বাসের সহিত নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিলেও সেই সবিকার সাকার বস্তু কখন নির্ব্বিকার পরমেশ্বর হইয়া মনুষ্যকে মুক্তি ফল প্রদান করেন না। কৃত্রিম দ্রব্যকে সত্য পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলে, সেই কৃত্রিম দ্রব্যগত যে সকল দোষ আছে, তাহা অপগত হইয়া যদি সেই পদার্থ সত্য বস্তুর স্বরূপ ধারণ করিত, তবে দীক্ষাগুরু অথবা মৃত্তিকা প্রস্তর কাষ্ঠাদিকে ঈশ্বরভাবে উপাসনা করিলে ক্ষতি ছিল না। প্রত্যুতঃ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে এক ব্যক্তিকে কতকগুলি মিষ্ট আলুর সহিত যদি একখানি মানকচু গোপনে খাইতে দেওয়া যায় তবে সে ব্যক্তি মিষ্ট আলু বিশ্বাসে মান-কচুখানি মুখে দিবামাত্র মিষ্টতার পরিবর্ত্তে সেই মানকচুখানি আপ-নার বিলক্ষণ স্বভাব প্রকাশ করেই করে। কেন না করিবে? বিশ্বাস মনের ধর্ম্ম, তাহা মনেতেই থাকে; সে কি প্রকারে অন্য পদার্থের শক্তিকে অন্যথা করিতে সক্ষম হইবে?

বোধাচার্য্য। মহাশয়! পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি সকল পদার্থে সমানভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায়, তাহাতে প্রকারা-ন্তরে তাঁহারই উপাসনা সিদ্ধি হয় কি না, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হাঁ,—তিনি সর্ব্বব্যাপী বটেন, এবং সকল মায়িক পদার্থ তাঁহাতে তুল্যরূপে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহারই উপাসনা সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মায়িক পদার্থকে অমায়িক বোধে উপাসনা করিলে তাহার (মায়িক পদার্থের) স্বরূপের অপরিত্যাগ হেতু উপাসকের মনের মায়িকতা বিনাশের সম্ভাবনা কোথায়? বরং নিত্য সেই মায়িক দেবতার চরিত্রাদির অনুকরণ করিতে২ মনের মায়িকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ আর্য্য-দিগের সত্যধর্ম্মরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড বিদ্যমান থাকিতেও সামান্য ধর্ম্ম-

রূপ খদ্যোতিকাসমূহ স্বীয়২ পুচ্ছদেশের যৎসামান্য জ্যোতিঃ প্রদর্শনার্থ হাটে মাঠে ঘাটে পরিভ্রমণ করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না। অতএব হে গুরুমহাশয়গণ! এই সময়ে আপনারা আর্য্যশাস্ত্রমতে উপাস্য কে? উপাসনা কি, এবং তাহার ফলই বা কি? তাহা অগ্রে বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহার পরে শিষ্য করুন। নচেৎ কেবল গোপালায় নমঃ, বা গোবিন্দায় নমঃ, অথবা হং কং ঢংপ্রভৃতি কতক গুলি রংচঙে মন্ত্র শিক্ষা করিয়া ধনলোভে শিষ্য করিলে কস্মিন্‌কালেও ভারতবাসিগণের সুমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশে এই একটি কুপ্রথা প্রচলিত আছে যে, গুরুপুত্র অতিশয় গণ্ডমূর্খ ও কদাচারী হইলেও ভবিষ্যতে তিনি অনেকের গুরু হইবেন, অন্য কোন ব্যক্তি মহাজ্ঞানী হইলেও গুরু হইতে পারিবেন না। এতন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় অনেক গুরুর প্রথম স্থিত পঞ্চম স্বরটি অপগত হইয়াছে। এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষীয়গণ ভিন্ন দেশীয়দিগের নিকট পতঙ্গস্বরূপ হইয়া বিবিধ প্রকার যাতনা সহ্য করিতেছেন।

অবোধভট্ট। মহাশয়! আপনি নাস্তিকের ন্যায় কথা কহিতেছেন; কেনন, আমরা বিজ্ঞলোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে গুরু ভক্তি থাকিলে মন্ত্র জপ করিতে২ শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন না?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! জ্ঞানগরিষ্ঠ গুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করিলে যে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় ইহা মহাভারতের বীজস্বরূপ প্রথম আখ্যায়িকাতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে সুতরাং তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু গুরু কয় জন আছেন? ধনীর পুত্র যেমন পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহার ধনাধিকারী হইয়া ধনী হয়েন; জ্ঞানীর পুত্র তদ্রূপ জ্ঞানী হইতে পারেন না, ইহাঁকে স্বয়ং জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানী হইতে হয়। অতএব অগ্রে গুরু নিশ্চয় করুন, তৎপরে তৎপ্রতি ভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি সহকারে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ চিত্তশুদ্ধি না হইলে কোন ব্যক্তির ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। আর বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি ঈশ্বরোপাসনা না করি-

লেও হয় না; যে চিত্তশুদ্ধিতে জগদীশ্বর স্বয়ং সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন। বিশেষতঃ তোমরা কোনকালে কোন শিষ্যকে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছ? কখন না, বরং তোমাদিগের কোন২ শিষ্য দিবারাত্রি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ* বলিয়া উপাসনা করিতে২ অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও অর্থাৎ ভক্তিযোগে তাহাদিগের চিত্ত দ্রবীভূত হইলেও তোমরা যে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর না ইহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। উর্ব্বরা মৃত্তিকার ন্যায় সেই সমস্ত জনগণের চিত্তভূমিতে তত্ত্বজ্ঞান বীজ আহিত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ফলোৎপত্তি হইতে পারে। হায়, কি বিড়ম্বনা! হা ভারতবর্ষ! যে সকল ব্রাহ্মণগণের (জ্ঞানীগণের) অভ্যুদয়ে তোমার সৌভাগ্য সূর্য্য সমুদিত হইয়া দিগ দিগন্তরে ক্রমশঃ ঐশ্বর্য কিরণ বিস্তার করিতেছিল, সেই সকল ভূদেবগণের সন্তানেরা স্বার্থপরতারূপ মেঘমণ্ডল দ্বারা তোমার সৌভাগ্যসূর্য্যকে আবৃত করিয়া অমঙ্গলরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কত দিনে যে ব্রাহ্মণগণ সরল হৃদয়ে উক্ত অন্ধকার অপসারিত করিবেন তাহা সেই ত্রিকালজ্ঞ ভূতভাবন ভাবময় ভগবানই অবগত আছেন। যাহা হউক, মন্ত্রব্যবসায়ী গুরু মহাশয়গণের শ্রীচরণ সরোজে শত কোটি প্রণাম সহকারে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা সদ্গুরুর উপাসনাপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতার্থ হইয়া শিষ্যগণের মানসভূমিতে ত্বরায় সত্য বীজ রোপণ করুন; তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতের সমূহ মঙ্গল হইতে পারিবেক। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

মঠাধ্যক্ষ বিষয়ক।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে চতুষ্পাঠীধারি ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! আপনারা এই ভারতে মিথ্যা জাতি ও কাল্পনিক দেব দেবীর উপাসনা

* দিবানিশি ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিলে ভক্তিযোগে যে জগদীশ্বর স্বয়ং সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন বেদশাস্ত্রের এই বাক্য মিথ্যা নহে কিন্তু গৌরাঙ্গের সময়াবধি যে নিয়মে উহা প্রচলিত হইয়াছে তদ্দ্বারা জগতের মহদনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

প্রচলিতকারি পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছেন। অধুনা কেবল এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংস্কৃত ভাষা জানে না বলিয়াই আপনাদিগের বিদ্যার সীমা নির্ণয় করে এমত ব্যক্তি ভারতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইয়াছে। যেহেতু আপনাদিগের মধ্যে এতদ্রূপ অধিকাংশ ব্যক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন ; যাঁহারা কেবল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সংগৃহীত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের সুচীপত্র পাঠ করিয়াই জনসমাজে চতুষ্পাঠী করত এক এক জন প্রকাণ্ড ভট্টাচার্য্য হইয়া সম্ভ্রমের সহিত বিদ্যাবৃত্তি (মড়ার বৃত্তি ! !) গ্রহণ করিতেছেন। কেহ বা বহু কষ্টে ক খ অবধি বানান ফলাপর্য্যন্ত শিখিয়া পিতৃ পিতামহের অথবা মাতুল মাতামহের ন্যায়রত্ন, বিদ্যারত্ন, শিরোমণি ও চূড়ামণিপ্রভৃতি উপাধি ধারণপূর্ব্বক বিদ্যাখনি রক্ষা করিতেছেন। কেহ বা সরস্বতীর সহিত দলাদলি থাকাতে স্বয়ং শ্রীপঞ্চমী হইয়া কেবল টিকী ফোঁটার দীর্ঘতা করিয়াই সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকেন।

হে বিদ্যাপতাকি ও ধর্ম্মধ্বজি মহাশয়গণ! আপনাদিগের মলিনবর্ণ বিদ্যাপতাকা (টিকী) ঊর্দ্ধহইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্ভাগে অধোগমন করিতেছে, এবং কাল্পনিক ধর্ম্মের ধ্বজা (ফোঁটা) সম্মুখে অধোভাগ হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, কেবল আপনাদিগের ধ্বজ পতাকার এতদ্রূপ বিচিত্র ভাব অবলোকন করিয়াই বিদ্যাদেবী পশ্চাতে (ইয়োরোপাদি দেশে) পলায়ন করিয়াছেন। একেবারে মমতা পরিত্যাগ করিতে না পারিবায় বৎসরান্তে শ্রীপঞ্চমীতে মূর্ত্তিমান হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মের ধ্বজা দর্শন কবিতে চতুষ্পাঠীতে আগমন করেন। সে সময়ে ধ্বজাও আবার বিদ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া ক্রোধে আরক্তবর্ণা হয়।

সে যাহা হউক; আপনারা যদি কাল্পনিক কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে পরতত্ত্ব এবং ভূগোল, খগোল, জ্যোতিষ, পদার্থ, উদ্ভিজ্জ, প্রাণিতত্ত্ব ক্ষেত্র পরিমাণ, পাটিগণিত, ও রসায়নাদি সদ্বিদ্যাসমূহে বিভূষিত হইয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করান; তাহা হইলে কি শকুনির ন্যায়

মড়ার প্রত্যাশায় ঘড়া ও গড়ার উপর নির্ভর করিতে হয়? না—আর্দ্র আতপ তণ্ডুল শুষ্ক করিয়া কদন্ন ভক্ষণ করিতে হয়? কত শত সদাশয় লোক যে আপনাদিগের পদানত হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত নিয়ত উপাসনা করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

হে ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! যতকাল আপনারা যৎসামান্য ধনলোভে সত্য ধর্ম্মকে কাল্পনিক বস্ত্রে আবৃত করিয়া গোপন রাখিবেন, তত কাল সুবিজ্ঞ ভারত-সন্তানগণের সহিত আপনাদিগের সুমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা নাই। ভাল! কাল্পনিক উপাসনাদির অধিকাংশ পুথীই-ত আপনাদিগের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং তাহা বুঝিতে বা ভাঙ্গিতে গড়িতে কেবল আপনারাই সক্ষম। অতএব সত্যের অনুগত হইয়া সভ্যসমাজে প্রকাশ্যরূপে সত্যধর্ম্ম প্রচলিত করণার্থ কাল্পনিক জাতি ধর্ম্মাদি এককালে রহিত করিয়া স্বদেশের মঙ্গলকারিরূপে বিখ্যাত হওত পরাৎপর পরমেশ্বরের পরম প্রিয়পাত্ররূপে পরিগণিত হউন। নচেৎ ঐহিক ও পারত্রিক পথে কণ্টক রোপণ করিয়া যৎসামান্য ধন উপার্জ্জন করিলে চরমে পরমেশ সন্নিধানে সকলকেই গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবেক। আর ইহকালে আমাদিগের গুরুতর দণ্ডভোগেরই বা ত্রুটি কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমারদিগের সাধারণ্যে ধন নাই, সত্য ধর্ম্ম নাই, বিদ্যা নাই, মান্য নাই, পরাক্রম নাই, একতা নাই, স্বাধীনতাও নাই। কেন নাই? তাহা কি আপনাদিগের জানা নাই? অবশ্যই আছে। পাছে পিতৃ পিতামহের প্রবঞ্চনা-জাল ছিন্ন করিলে লুচি-মণ্ডামীন এককালে পলায়ন করে; এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া সেই জাল জালের উপর আবার ভণ্ডামীরূপ কত প্রকার ক্ষেপলা জাল চাপা দিয়া ক্রমশঃ তাহা সুদৃঢ় করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যে সকল বার-ব্রতের নাম কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই; এমত কতকং বার ব্রত ঘটিত পুথীপত্র আপনাদিগের চতুষ্পাঠীতে জন্মগ্রহণ করিতেছে। এবং যে সমস্ত বার ব্রত বহু দিবসাবধি প্রচলিত আছে তাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচনা করিয়া আপনারা বাহুল্যরূপে প্রচলিত করিতেছেন

ঐ সকল বার ব্রত প্রবলরূপে প্রচলিত করণের তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষাপেক্ষা বোধহীনা অবলাদিগের স্বর্গীয় সঙ্কল্প এক প্রকার কাঁটালি কলায়* স্থাপন করিয়া আপনাদিগের স্বুবর্ণ সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে স্বুসিদ্ধ হইতে পারিবেক। হায়! কি বিড়ম্বনা!! যদি এতদ্দেশের অধিকাংশ লোক সংস্কৃত ভাষা জানিত, তাহা হইলে কি আপনাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এতদিন তাহারা তন্ত্র মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করত স্বুপথের পথিক হইতে পারিত না?

হে পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! আপনারা বেদমন্ত্রে দেবতাদিগকে অনায়াসে প্রাণদান ও চক্ষুর্দান করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনাদিগের পুত্র কন্যা বা বন্ধু বান্ধবাদি প্রাণহীন বা নয়নবিহীন হইলেও আপনারা তাহাদিগকে যে চক্ষুঃ কি প্রাণ দান করিতে পারেন না, ইহার কারণ কি? প্রবঞ্চনা—না আর কিছু? না—মনুষ্যের প্রতি সে মন্ত্র সফল হয় না? ভাল, আমি আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকালীন যজমানকে সর্ব্বাগ্রে "অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতেহপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষং স বাহ্যাভ্যান্তরঃ শুচিঃ॥" এই যে সংস্কৃত বাক্যটী বলান, ইহার অর্থ কি? আমার বোধ হয় আপনারা ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। কেননা, যিনি শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র বিরচন করিয়াছিলেন, তিনি কেবল নারায়ণ নাম স্মরণদ্বারা যজমানের দেহ মনকে পবিত্র করণার্থ ঐ সংস্কৃত বাক্যে পুরোহিত ভট্টাচার্য্যের প্রতি আদেশ করিয়াছেন; তাহা না হইলে স্মৃ-ধাতুতে বিধিলিঙ্ বিভক্তি থাকিত না। কিন্তু আপনারা যজমানকে নারায়ণ নাম না বলাইয়া তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ শুক পক্ষির হরেকৃষ্ণ বলার ন্যায় ঐ সংস্কৃত বাক্যটি বলান। ঐ বাক্যের

*পূজাদির ফললাভের নিমিত্ত যে সঙ্কল্প করা হয় তাহার আধার কলা ও সুপারীই প্রশস্ত!!! কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন লোককে যদি বলা যায়, যে "মহাশয়! একটা কলা আর দুইটা সুপারী ভক্ষণ করিতে পারেন।" তবেই ধনঞ্জয়।

অর্থ এই শ্লে " অপবিত্র বা পবিত্রই হউক, যে ব্যক্তি পুণ্ডরিকাক্ষকে (নারায়ণকে) স্মরণ করেন তিনি সর্ব্বাবস্থায় কায়মনোবাক্যে শুচি হয়েন।"

হে মহাশয়গণ! এক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক ইহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন। পুরোহিত সংস্কৃত বাক্যে কহিলেন, " যে ব্যক্তি নারায়ণকে স্মরণ করে তাহার দেহ মনঃ পবিত্র হয়।" এবং পুরোহিতের বাক্যানুক্রমে ঐ সংস্কৃত বাক্যে যজমানেরও বলা হইল যে " যে ব্যক্তি নারায়ণকে স্মরণ করে তাহার দেহ মনঃ পবিত্র হয়।" কিন্তু পুরোহিত ও যজমানএতদুভয়েরই নারায়ণকে স্মরণ করা হইল না; ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? বিশেষত আরো আশ্চর্য্য এই যে, বহুকাল গত হইল যৎকালীন কর্ম্মকাণ্ডাদি প্রথম প্রচলিত হয়, তৎকালেই ঐ সংস্কৃত বাক্যটি বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু তদবধি একালপর্য্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ঐ সংস্কৃত বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। অথবা অনেক ভট্টাচার্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষুঃ থাকিতে না হাতড়াইলে স্বদলস্থ প্রধানেরা বাহাদুর বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না এইজন্য প্রকাশ করেন না!!!

অবোধভট্ট। মহাশয়! প্রথমে ঐ মন্ত্রটি যজমানকে বলাইয়া তাহার পরেই নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণুঃ বলিয়া নারায়ণ নাম বলাইতে হয়, ইহা কি আপনি কখন শ্রবণ করেন নাই?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণুঃ বলিয়া তিনবার নারায়ণ নাম বলাইতে হইলেই ঐ সংস্কৃত বাক্যটি যে আর যজমানকে বলাইতে হয় না, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং তাহার নিমিত্তই আমি তোমার সহিত এত বকাবকি করিতেছি; বুঝেছত—

এই প্রকার অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বহুকালাবধি গায়ত্রী জপের প্রথা প্রচলিত আছে। গায়ত্রী জপের ফল কি? কিছুই নহে; যেহেতুক সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে ধ্যান না করিয়া

কেবল "তাঁহাকেই ধ্যান করি, তাঁহাকে ধ্যান করি" এইরূপ শত সহস্র বার মুখে গায়ত্রী উচ্চারণ করিলে কি পরমাত্মা সন্তুষ্ট হইবেন? কখন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি একজন ভৃত্য তাহার প্রভুর সেবা না করিয়া দিবানিশি এক স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক "তোমার সেবা করি, তোমার সেবা করি, তোমার সেবা করি" কেবল মুখে এই বাক্য কহে, আর সেবা না করে; তবে কি তাহার প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য ভৃত্যাপেক্ষা তাহাকে অধিক সেবাকারী বলিয়া উচ্চপদ প্রদান করিবেন? কখন না, বরং সেই প্রভু কহিবেন যে, এই ভৃত্যটা পাগল হইয়াছে, ইহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করুক; এ ব্যক্তি কোনক্রমে আমার সেবা করিবার পাত্র নহে।

হে পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! এই সকল কি আপনারদিগের অনভিজ্ঞতার কার্য্য নহে? যাহা হউক, আপনাদিগের শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম সহকারে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা ভারত-সন্তানগণের প্রতি সদয় হওত মিথ্যা জাতি ও কর্ম্ম কাণ্ডের সহিত কাল্পনিক দেব দেবীর উপাসনা আপাততঃ সভ্যসমাজে এককালে রহিত করিয়া পুরাকালের ন্যায় বেদবিহিত একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করণের প্রথা প্রচলিত করুন, তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতের সমূহ মঙ্গল হইতে পারিবেক। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!



গ্রহাচার্য্য বিষয়ক।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে গ্রহাচার্য্য মহাশয়গণ! আপনারা স্বয়ং এক একটি গ্রহ হইয়া ভারতবাসিগণের মহা গলগ্রহ হইয়াছেন। কেননা আপনারা বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণরূপ প্রহরণ প্রহারে শুভ যাত্রার গঙ্গাযাত্রা বিধান করাতে দেহযাত্রার অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছে। আপনাদিগের বারোমেসে পঞ্জিকাখানি বারো বার উল্টে পালটে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও বারোটি শুভযাত্রা পাওয়া

ভার। যদ্দিও বৎসরের মধ্যে দুই চারিটি শুভযাত্রা পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও আবার পূর্ব্বে যোগিনী, পশ্চিমে ডাকিনী উত্তরে শঙ্খিনী ও দক্ষিণে প্রেতিনী বসিয়া থাকে; সুতরাং এমত শুভযাত্রায় যাত্রা করিলে অনেককে যমালয়ে যাত্রা করিতে হয়। আশ্বিনে ঝড় ও কার্ত্তিকে ঝড়ই ইহার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। যে দিবস ঝড় নাই, বাদল নাই, কোন প্রকার বিড়ম্বনা নাই, সে দিবস যেন আপনাদিগের পঞ্জিকাতে শুভযাত্রাও নাই। আবার যে দিবস ঝড় বাদল অথবা কুয়াশায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, বাটীহইতে বহির্গত হইতে পারা যায় না, সেই দিবস শুভ যাত্রা। ইহার কারণ কি? কেন! আপনারাত ত্রিকালজ্ঞ!!! গণনা পূর্ব্বক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলি বলিতে পারেন, কোন বিষয় গণনা করিতে পরাঙ্ মুখ হয়েন না; তবে কেন শুভযাত্রার দিবস এত বিড়ম্বনা হয়? না,—কোন দিবস ঝড় বাদল হয়, তাহা গণনা করিবার পুথী নাই। যাহা হউক, আমিত এ বিষয়ের কোন কর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিতেছি না। তবে বোধ হয়, যে প্রকার কোন ব্যক্তির গাভী অপহৃত হইলে আপনারা তৎক্ষণাৎ গণনাপূর্ব্বক "তোমার সেই অপহৃত বস্তুটি চালের বাতায় গোঁজা আছে" বলিয়া উত্তর প্রদান করেন, আপনাদিগের সকল প্রকার গণনাই সেইরূপ। আপনারা চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি আবরণরূপ (গ্রহণরূপ) ঢালদ্বারা ভারতবাসিগণের জ্ঞানচক্ষুঃ আবরণ করিয়া যে কত প্রকার প্রবঞ্চনা প্রচলিত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অজ্ঞলোকেরা মনে করে, যে ব্যক্তি পৃথিবীস্থ মনুষ্য হইয়া বিমানবিহারি চন্দ্র সূর্য্যের ভাবি গ্রহণ গণনা করিতে পারেন, তিনি যে পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের সমুদায় বিষয় গণনা করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

হে ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা করা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে, যেহেতুক তাহার পুথী আছে। আর যদি বা না থাকে; দুই এক বৎসর প্রতি দিবস একটি পরিমিত কাটিদ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের কিরণে তাহার (কাটীটির) ছায়া পরিমাণ

পূর্ব্বক অয়নমণ্ডল এবং বিষুবরেখার সহিত তাহার উত্তর দক্ষিণের পাতস্থল (রাহু কেতু) অবগত হইতে পারিলেই গ্রহণ গণনার পুথী প্রস্তুত করিতে পারা যায়; পরে সন্ধান বলিয়া দিলে সেই পুথীদ্বারা যে ব্যক্তির নামতা (সংখ্যা নির্ণয় করা) অভ্যস্ত আছে সে ব্যক্তি গ্রহণ গণনা করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অপহৃত দ্রব্য কোথায় আছে, কে চুরি করিয়াছে, এবং কোন দিবস কে রাজা বা দরিদ্র অথবা নীরোগ হইবেক ইহা গণনা করিবার পুথী কোথায়? জগদীশ্বর যদ্যপি মনুষ্যকে ঐ সমস্ত বিষয় নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতেন তবে মনুষ্যের তুল্য হতভাগ্য জীব এই ভূমণ্ডলে আর কেহই থাকিত না।

মহাত্মা সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও আর্য্যভট্টপ্রভৃতি সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদগণ যৎকালে জনসমাজে প্রথমে জ্যোতিগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তৎকালে তাহাতে কোন প্রকার ভণ্ডামি ছিল না; এতন্নিমিত্ত প্রাগুক্ত জ্যোতির্ব্বিদগণ সর্ব্ব সাধারণ জনগণের নিকট যথার্থ ভূদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কাল মাহাত্ম্যে সেই সকল মহাত্মাগণের দেহযাত্রা সমাপ্ত হইলে পর, যে সকল ভট্টাচার্য্যেরা প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বারা গ্রহণ গণনা করিতে পারিতেন, তাঁহারাই ঐ চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণকে ধ্বজা করিয়া কাল্পনিক দেব দেবীর উপাসনার সহিত কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার বিশেষং তিথি বার এবং শুভ যাত্রাদি ঘটিত এক একখানি পাঁজী পুথী রচনা করিয়া জনসমাজে তাহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ঐ পাজী পুথী ভারতবর্ষে সুন্দররূপে প্রচলিত আছে। কাল সহকারে খনা ও খাঁদা মহাশয়েরা জ্যোতির্ব্বিদ হইয়া টিকটিকী বা গিরগিটী লড়িলে, অথবা আরশুলা উড়িলে মনুষ্যের কিরূপ শুভাশুভ হয়, তদ্বিষয়ক কতকগুলি বিচিত্র বচন রচন পূর্ব্বক পঞ্জিকার কায়াবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ মাহাত্ম্যে এতদ্দেশীয় জনগণ খনার রচিত ঐ সকল গণার কথাকেও বেদবাক্য বলিয়া মান্য করেন!!! যে সকল বুদ্ধিমান লোকেরা এক বার মাত্র খনার বচন* পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাহার ভাব ও ফলা-

*অশুভ বার্ত্তা যে জন ভণে, তাহার মুখে যে জন শুনে ইত্যাদি।

ফল বিবেচনা করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; সুতরাং তদ্বিষয় আর বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপে যখন খনার বচন গণার পুথীমধ্যে সন্নিবেশিত হইল, তখন কোন বিদ্যাটুনটুনী ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় তাঁতকাটা বুদ্ধির প্রভাবে "ইচ্ছা মৃত্যুঃ একবিংশতি হস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ লক্ষবর্ষং পরমায়ুঃ সুবর্ণ নির্ম্মিতং ভোজনপাত্রং সত্যযুগস্য লক্ষণং" ইত্যাদি প্রকার ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগেরও লক্ষণ রচনা করিয়া পঞ্জিকার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। তাৎকালিক জ্যোতির্ব্বিদগণ অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত চতুর্যুগের লক্ষণ-প্রকাশক ঐ বাক্যগুলিকে পঞ্জিকার পুরোভাগে স্থান দান করিয়াছিলেন; তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত পঞ্জিকার প্রথমেই ঐ বাক্যগুলি অবস্থিতি করিয়া গণনা বিষয়ক সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হে ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়গণ! সত্যাদি যুগের লক্ষণ প্রকাশক ঐ বাক্যগুলি যদি সত্য হয়; তবে আপনারা বারদোষ, তিথিদোষ, গ্রহদোষ, স্বপ্নদোষ ও জলদোষপ্রভৃতি যাহা কিছু গণনা করেন সকলি সত্য। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে আপনাদিগের তিথি বার তারিখ, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ ও গ্রহগণের সঞ্চারগত ফলাফল ব্যতিরিক্ত সকল প্রকার গণনাই মিথ্যা। ভাল, এক্ষণে বুদ্ধি পরিচালনপূর্ব্বক ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাউক।

হে জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়গণ! সত্যযুগে সকল মনুষ্যই যে একুশ হাত লম্বা ছিলেন, তাঁহারা কাহার হাতের একুশ হাত পরিমিত? স্বহস্তের না—এক্ষণকার খোকার হাতের?

অবোধভট্ট। মহাশয়! তাহারা না হয় এক্ষণকার খোকার হাতের একুশ হাত পরিমিত দীর্ঘ ছিলেন; তাহাতেই বা হানি কি আছে?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! এক্ষণকার খোকার বা তোমার মত অন্য কোন বোকার হাতের পরিমাণের স্থিরতা নাই। কেননা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ময়রাণীর খোকার হস্ত অপেক্ষা ধোবানীর খোকার হস্ত অনেক ছোট বা বড়, এবং তোমার হস্তাপেক্ষা

যে কারামের হস্তও কিঞ্চিৎ ছোট বা বড়। সুতরাং খোকার অথবা মস্ত বোকার হস্তের পরিমাণ নিশ্চয় না থাকাতে তদ্দ্বারা সত্যযুগের মনুষ্য যে কত বড় লম্বা ছিলেন তাহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে না।

অবোধভট্ট। না—না না, মহাশয়! আমি ভুলিয়াছিলাম, এক্ষণে স্মরণ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন। কলিকালে যে প্রকার স্বহস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত মানবদেহ বলিয়া পঞ্জিকাতে লিখিত আছে এবং তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; তদ্রূপ সত্যযুগেও মনুষ্যগণ স্বীয়২ হস্তের একুশ হাত পরিমিত দীর্ঘ ছিলেন; ইহাতে কোন প্রকার গোলযোগ নাই।

সুবোধসিদ্ধান্ত! ওহে অবোধ! যে কোন প্রকারে হউক, ঐ বাক্যটিকে বেদবাক্য করিবার নিমিত্ত তোমার অতিশয় আগ্রহ দেখিতেছি। ভাল, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, এক্ষণকার একটি যুবা মনুষ্যের দুইটি হস্তই যদি চারি অঙ্গুলি পরিমিত* হয়, তবে তাহাকে যেমন অতিশয় কদাকার দেখায়, এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র হস্তদ্বারা যেরূপ এই জগতের কোন প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না; তদ্রূপ সত্যযুগের মনুষ্য আপন হস্তের একবিংশতি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইলে তাহাকেও সেই প্রকার কদাকার দেখাইবে, এবং তাহার সেই চারি অঙ্গুলি পরিমিত ক্ষুদ্র হস্তদ্বারাও জগতের কোন প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না। অর্থাৎ তোমার মতে সত্যযুগের মনুষ্য যদি একটি মধ্যম প্রকার তালবৃক্ষের সদৃশ উচ্চ হয়; তবে স্বহস্তের একুশ হাত পরিমিত দীর্ঘ হইলে তাহার হস্ত আমারদিগের হস্তাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র হইবেক; সুতরাং তাহাকে কদাকার ও কার্য্যাক্ষম বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে কি না তাহা তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া দেখ। বিশেষতঃ সত্যাদি যুগের যে সকল রাজা বা দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি এক্ষণে এই ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়,

*সাড়ে তিন হস্তকে একুশ ভাগ করিলে তাহার প্রত্যেক অংশ চারি অঙ্গুলি পরিমিত হয়।

তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত ; সুতরাং চারি যুগের মনুষ্যগণ সকলেই যে আপন২ হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত, ইহা সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হইতেছে। তবে কেন আপনারা সত্য যুগে ২১ হাত, ত্রেতায় ১৪ হাত, দ্বাপরে ৭ হাত ও (প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া) কলিতে ৩৷৷ হাত বলিয়া পঞ্জিকাতে প্রকাশ করতঃ সর্ব্ব সাধারণ লোকের ভ্রান্তি জন্মান। ইহা কি আপনাদিগের প্রবঞ্চনা ও অনভিজ্ঞতার কার্য্য নহে? অধিকন্তু যখন পুরাণাদি শাস্ত্রমধ্যে শত২ লোকের যুদ্ধ ও রোগাদি দ্বারা মৃত্যু বর্ণিত আছে, তখন সত্যযুগের সকল লোকেই যে ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? আর তৎকালে সকলেই যদি সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, তবে সুবর্ণাহরণ ও পাত্রনির্ম্মাণ কে করিত? যেহেতু তাহা স্বল্পায়াস সাধ্য কার্য্য নহে। অতএব হে গ্রহাচার্য্য মহাশয়গণ! আপনাদিগের শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম সহকারে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা ভদ্রসমাজে মিথ্যা জাতি ও কল্পিত দেব দেবীর উপাসনার সহিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত সমুদায় প্রবঞ্চনা এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করণার্থ ভারত-সন্তানগণের দুঃখরূপ রাহুগ্রস্ত সৌভাগ্য-সূর্য্যের মুক্তি স্থির করুন, তদ্দ্বারা ভারতের সমূহ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ইতি আর্য্যদিগের মিথ্যাভিমান প্রকাশ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

কদাচার বিষয়ক।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! যে সমস্ত কদাচার প্রচলিত থাকাতে এত-

দ্দেশীয় জনগণ রোগ শোকাদি বিবিধ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন, সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় বক্তৃতাচ্ছলে তাহারই যে কিছু২ বর্ণনা করিয়া কহিয়াছিলেন সম্প্রতি আমি তাঁহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।]

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে বর্ণাশ্রমি মহাশয়গণ! কল্পিত জাতি ও দেব দেবীর উপাসনা সম্বন্ধে কতকগুলি যে কদাচার এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় জনগণের সমূহ অমঙ্গল ঘটিতেছে। সেই সমস্ত কদাচারের পরিবর্ত্তে যাহাতে এতদ্দেশে সদাচার প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণ লোকের যত্ন করা বিধেয়। যদিও সমস্ত কদাচার গুলি বর্ণনা করিতে হইলে বৃহৎ একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে, তথাচ এস্থলে তাহার দুই একটি উল্লেখ না করাও যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না।

হে প্রিয় মহাশয়গণ! আপনারা পুণ্যোদ্দেশে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে এবং প্রতিমাপূজা ও পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে যে বিপুল বিত্ত ব্যয় করেন, তদ্দ্বারা আপনাদিগের পুণ্যের পরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকার পাপ সঞ্চিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আদ্যশ্রাদ্ধে সভা করিয়া আপনারা যে ষোড়শাঙ্গ দানীয় দ্রব্য উৎসর্গ করেন, সেই সকল দ্রব্য কেবল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র শূদ্রাদি জাতিরা কুশানির্ম্মিত মোটকটীও প্রাপ্ত হয়েন না। ফলতঃ দানোৎসর্গ কালে যখন পুরোহিত মহাশয় বেদমন্ত্রদ্বারা যজমানকে "এই সমস্ত দ্রব্য আমি ব্রাহ্মণকে দান করিতেছি" এই বাক্য বলাইয়া থাকেন; তখন সেই সমস্ত দ্রব্যে ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোন জাতির অধিকার নাই। কিন্তু এই স্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, দান কাহাকে বলে, এবং তাহার পাত্রই বা কে? যদি,—যাহার যে দ্রব্যের অভাব থাকে তাহাকে সেই দ্রব্য দান করিলে দাতার পুণ্য হইতে পারে ইহা সত্য হয়; তবে তাহার বিপরীত পাত্রকে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিলে দাতার পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ কেন না হইতে পারিবে? যে ব্যক্তির গৃহে দুই শত থালা আছে এবং তৈলপায়িকাগণ তদুপরি বিহার করিয়া সর্ব্বদা মলিন করিতেছে তাহাকে এক

খানি থালা দান করিলে দাতার পুণ্য হইতে পারে না ; বরং যে ব্রাহ্মণের ভোজন করিবার নিমিত্ত একখানি মেটে পাথরও নাই এমত অনেক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত থাকিলেও, তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ভোজনপাত্র দান না করাতে দাতার পাপ হইতে পারে কি না, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। এবঞ্চ শ্রাদ্ধ বাটীতে যে সময়ে শত২ উদরপূর্ণ ব্যক্তি শরাবপূর্ণ মিষ্টান্ন প্রাপ্ত হয়েন, তৎকালে যদি একজন বুভুক্ষিত দরিদ্র লোক কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য পাইবার আশয়ে তথায় সমাগত হয়, তবে সেই হতভাগ্য নিরন্ন দরিদ্রের ভাগ্যে অনেক স্থলেই আহারের পরিবর্ত্তে বিলক্ষণ প্রহার লাভ হইয়া থাকে ; ইহা অনেক স্থলে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভাল ! ইহাতে কি দাতার পাপ হইতে পারে না ?

অবোধভট্ট। মহাশয় ! সে ব্যক্তি অনাহূত, বিশেষত নিকৃষ্ট ; এতন্নিমিত্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত তাহাকে কিছু ভোজ্য দ্রব্য দান করা অকর্ত্তব্য, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্বস্ব গৃহহইতে ভোজন করিয়া সমাগত হইলেও তৎকালে তাহাদিগকে শরাবপূর্ণ মিষ্টান্ন দেওয়া কর্ত্তব্য ; নচেৎ লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ ! তবেই কৃত্রিম অপযশের নিমিত্ত বুভুক্ষিত মনুষ্যকে অন্নদান না করাতে, এবং কৃত্রিম যশোলাভের নিমিত্ত পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রচুর মিষ্টান্ন দান করাতে দাতার উভয়তঃ পাপ হইতে পারে কি না, তাহা তুমি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন " হে অর্জুন ! দরিদ্র দিগের উদর পূর্ণ কর, পরিতৃপ্তদিগকে ধন প্রদান করিও না" এই কথা কি তুমি কখন শ্রবণ কর নাই ?

হে মহাশয়গণ ! শ্রাদ্ধাদি যজ্ঞ সময়ে আপনারা স্বজনসমূহকে মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণানন্তর তাহাদিগকে সমারোহে ভোজনে উপবেশন করাইতে প্রায় অপরাহ্ণ হয় ; ইহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত কালে স্বগৃহে ভোজন করিয়াছে, কিম্বা যাহারা

ভোজন না করিয়া উপবাসী থাকে, তাহাদের সকলকেই তৎকালে কষ্টভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ তাহারা আপন২ গৃহে পীঠাদি কোন প্রকার আসনে উপবেশন করিয়া ভোজন করে; কিন্তু নিমন্ত্রণ স্থানে আসনাভাবে তাহাদিগকে কোন জন্তুবিশেষের ন্যায় উপবেশন করিয়া ভোজন করিতে হয়। তৎকালে তাহাদের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির একটি বিচিত্র ভাব অবলোকন করিলে হাস্যবেগ সম্বরণ করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ আসনাভাবে জন্তুবিশেষের ন্যায় উপবেশনপূর্ব্বক কেহ২ আপন বামহস্ত কোঁচড়ে পূরিয়া যেন কুঁড়াজালিতে মালা জপ করিতে থাকে।

সে যাহা হউক, একে আসন নাই, জলপাত্রের অনাটন, তাহাতে আবার একত্রে গুরুতর ভোজন করিতে২ কালবিলম্বহেতু তৎকালে তাহাদের যেরূপ কষ্টভোগ হয়; ষণ্ডামার্ক গুরুমহাশয়ের পাঠশালার দুর্দ্দান্ত ছাত্রগণ কেদেরায় বসিয়াও* তত কষ্ট ভোগ করে না।

এদিগে আবার অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ জনগণ নিমন্ত্রণক্ষেত্রে কদলীর বৃক্ষের গোলাকার পত্র ফল প্রাপ্ত হইলে দধি ছক্কার সহিত যথেষ্ট ভোজন করিতে পারেন। পরিণামে সেই ফলাহারে যে বিসদৃশ ফল ফলিবে তৎকালে তাহার ফলাফলের বিবেচনা থাকে না। সুতরাং ভোজনান্তে অনেককেই গুরুতর উদর বহনপূর্ব্বক স্বস্ব গৃহে গমন করিয়া শয্যাগ্রহণ করিতে হয়। হয়তো কোন২ ব্যক্তিকে সেই শয্যা হইতে আর উত্থান করিতে হয় না। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণও উদরের বেদনা ও অনিদ্রাদি বিবিধ প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া দুই চারি দিবসে সুস্থ হইয়া থাকে; ইহা প্রায় বঙ্গদেশের সকলেই অবগত আছেন। হায়! ঐ পাপপঙ্কে পতিত হইয়া কত শত লোক যে অকালে কাল কবলে নিপতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

হে মহাশয়গণ! এই স্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এতাধিক

*বঙ্গদেশের কোন কোন পাঠশালাতে গুরুমহাশয় ছাত্রকে দণ্ড প্রদানার্থ দুই খানি ইষ্টকখণ্ড তাহার জঙ্ঘার মধ্যে দিয়া উচ্চ করিয়া যে বসাইয়া রাখেন, তাহার নাম কেদেরায় বসা।

অর্থ ব্যয় করিয়া সমূহ লোককে কষ্ট প্রদান করেন কেন? ইহা কি সৌজন্যতা!! যদি ভোজনাসন, জলপাত্র ও উপযুক্তকালে ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিতে পারিবেন না, তবে এতাধিক স্বজনসমূহকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন কি?

অবোধভট্ট। মহাশয়! এ প্রকার প্রথা যখন পরস্পর সকল লোকের বাটীতেই প্রচলিতা আছে তখন ইহাতে দোষ নাই।

সুবোধসিদ্ধান্ত। কেন দোষ নাই? অবশ্য দোষ আছে; কিন্তু কদাচারকে সদাচার বলিয়া বোধ থাকাতে আপনারা তাহাতে দোষ দেখিতে পান না। নচেৎ যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া শত২ লোককে কষ্ট প্রদান করে, তাহাকে তাহার পাপফল ভোগ করিতে হয়ই হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐরূপ পাপে কত শত মধ্যবিৎ গৃহস্থ দরিদ্রতানীরে নিমগ্ন হইয়া একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই। অর্থাৎ সমারোহে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ বা দুর্গোৎসবাদি করিয়া ব্যয়িত টাকার সুদ গুণিতে গুণিতে পরিবারবর্গের গহনা ও বাগান বাটী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াও অনেকে এই সুখময় সংসারকে দুঃখময় বলিয়া জানিয়াছে এবং অদ্যাপি জানিতেছে।

হে মহাশয়গণ! আপনারা কল্পিত দেব দেবীর পূজাতেও পুণ্যোদ্দেশে যে বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতেও আপনাদিগের বিলক্ষণ পাপ সঞ্চিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনারা প্রতিমা দর্শনার্থে যে সমস্ত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন; তাহারা প্রত্যেকে এক টাকা, কেহ বা আট আনা, চারি আনা, কোন২ ব্যক্তি দুই আনা দর্শনী দান করিয়াও প্রতিমা দর্শন করেন। কর্ম্মকর্ত্তা বিচিত্র সমাদরপূর্ব্বক* তাহাদিগের প্রত্যেককে যে জলপানীয় দ্রব্য প্রদান করেন, তাহার মূল্য স্থানবিশেষে দুই আনাব অধিক নহে।

* যে প্রতিবাসীর বাটীতে প্রতি দিবস গমন করা যায় একটিও উচ্চ বাক্য শুনিতে পাওয়া যায় না, প্রতিমা দর্শনার্থ গমন করিলে তথায় তিন চারি স্থানে আসতে আজ্ঞা হউক শুনিতে পাওয়া যায়।

ইহাতে যে ব্যক্তি এক টাকা দর্শনীয় দিয়াছেন, তিনি দুই আনার মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে, তাঁহার অবশিষ্ট চৌদ্দ আনা কর্ম্মকর্ত্তাকে দান করা হইল। আর যে ব্যক্তি চারি আনা দর্শনীয় দিয়াছেন, তিনি না হয় ছোট২ পুত্র কন্যার সহিত ছয় আনার মিষ্টান্ন প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে কর্ম্মকর্ত্তার কোন ব্যক্তির নিকট অধিক দান গ্রহণ, এবং কোন ব্যক্তিকে বা কিঞ্চিৎ দান করাও হয়। কিন্তু অবশিষ্ট মিষ্টান্নাদি যিনি প্রতিমাকে প্রাণদান ও চক্ষুদান করিয়াছেন তিনি এবং তাঁহার স্বজাতীয়গণ প্রাপ্ত হয়েন। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ-দিগকে কিঞ্চিন্মাত্র দর্শনী প্রদান করিতে হয় না, তাঁহারা স্বাধীন ও দেব দেবীগণ তাঁহাদিগের অধীন; এ প্রকার সংস্কৃত বচনও পাওয়া যায়। যথা—

"দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনঞ্চ দৈবতং।
তন্মন্ত্রো ব্রাহ্মণাধীনং ব্রাহ্মণো মম দৈবতং॥"

তবে যে ব্রাহ্মণেরা দেব দেবীর প্রতিমাকে প্রণাম করেন; সেটা কেবল জীবহত্যার আশঙ্কায় বকের ধীরে২ পাদ নিক্ষেপ সদৃশ।

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণীনাম্বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ॥

সে যাহা হউক, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি পূজাকালীন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির নানা স্থানহইতে এতাধিক মিষ্টা-ন্নাদির সমাগম হয় যে, প্রায় তাহা রাখিবার উপযুক্ত স্থান ও ভোজন করিবার উপযুক্ত লোকও থাকে না; পাঁচ সাত দিবস পরে সেই সমস্ত লুচি বিকৃত হইয়া গেলে তদ্দ্বারা উনান ধরাণ হয়!! সুতরাং এতদ্রূপ পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর মতিচুরাদি দান করাতে দাতার কোনমতে কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

অবোধভট্ট। মহাশয়! আপনি ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন। ফলত এতদ্দ্বারা আপনার বিলক্ষণ পাপ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! ব্রাহ্মণ কে? জাতি, কি যজ্ঞ-

সূত্র, না আর কিছু? যদি বল “জাতিই ব্রাহ্মণ” তবে তাহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণ যদি জাতি হয়, তবে সকল ব্রাহ্মণেরই জাতি নষ্ট হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণের জাতি নাশ হয় বলিয়া লিখিত আছে, এক্ষণকার অনেক ব্রাহ্মণ তাহা অম্লান বদনে সুসম্পন্ন করিতেছেন। যথা মদিরা ও বিদ্যা বিক্রয়, ম্লেচ্ছ সংসর্গে দীপান্তরে গমন, ম্লেচ্ছের দাসত্ব করণ এবং মাংস ও কন্যা বিক্রয়াদি বিবিধ প্রকার অসৎ কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং শাস্ত্রমতে তাহাদিগের জাতি নষ্ট হইয়াছে। এবঞ্চ সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত যাহাদিগের ভোজ্যান্নতা আছে শাস্ত্রমতে তাহাদিগেরও জাতি নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন ইহা আমরা কস্মিনকালেও দেখিতে পাই নাই। এতাবতা বিবেচনা হইতেছে যে ব্রাহ্মণত্ব যে পদার্থ তাহা মনুষ্যকল্পিত কোন প্রকার জাতি নহে। আর যজ্ঞসূত্রকেও ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না; যেহেতু শত সহস্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যজ্ঞসূত্র থাকিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কস্মিনকালেও মান্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং যদি জাতি ও যজ্ঞসূত্র এতদুভয় পদার্থই ব্রাহ্মণত্বরূপে সুসিদ্ধ না হইল, তবে শাস্ত্রসম্মত জ্ঞানপদার্থকেই ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া স্বীকার করুন। পুরাকালে যে সমস্ত লোক তপস্যা বা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন বা জ্ঞানী হইতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন, শাস্ত্রাদিতে ইহার ভুরি২ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্যাসদেবপ্রভৃতি মুনিগণই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অধুনা কেবল প্রতারকের প্রতারণা প্রবলরূপে প্রচলিত থাকাতেই কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জ্ঞানী (ব্রাহ্মণ) হইলেও কল্পিত ব্রাহ্মণজাতি হইতে পারেন না। যদি বল ব্রাহ্মণেরা কোন ক্রমে প্রতারক নহেন। তবে তাহার উত্তর এই যে, শূদ্রেরা প্রতিমা পূজাতে যত টাকা ব্যয় করেন প্রায় তাহার সমুদায় দ্রব্য ব্রাহ্মণগণ ভোগ করিয়া থাকেন। শূদ্রের স্বাজীয় ও অপরাপর বন্ধুগণ কিছুই প্রাপ্ত হয়েন না। ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণা বিধির প্রথমাধ্যায়ে লিখিত

আছে যে, " ব্রাহ্মণ ভিন্ন যে কেহ পূজাবাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে প্রবিষ্ট হইবে তাহাকে চারি আনা আট আনা কিম্বা এক টাকা জরিমানা দিতে হইবেক;, ইহা কি প্রতারণা নহে? যাহা হউক, যাঁহারা শাস্ত্র সম্মত ব্রাহ্মণ পদের বাচ্য হয়েন, তাঁহাদিগের শ্রীচরণে আমি শতই প্রণাম করি। সেই সমস্ত ভূদেবগণের আশীর্ব্বাদে প্রবঞ্চকদিগকে প্রতারক কহিলে তদ্দ্বারা আমার কোনক্রমে পাপ হইতে পারিবেক না।

এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐ গুরুতর প্রতারণার মূল প্রকাশ করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে যখন এই ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বল বীর্য্য পরাক্রম ও ধন ধর্ম্ম বিদ্যাদি বিবিধ প্রকার অমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন; তৎকালে পাশ্চাত্য যবন ভূপতিরা লোভপ্রযুক্ত এই দেশ জয় করিবার নিমিত্ত পুনঃ২ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বরং এতদ্দেশে যে সমস্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশীল রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগের ঐক্যতা অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঐ সমস্ত যবন ভূপতিরা দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশেষে কোন চতুর যবন ভূপতি মন্ত্রণাপূর্ব্বক ভারতের ঐক্যতা বিনাশার্থ এতদ্দেশীয় মঠধারিদিগকে প্রচুরার্থ প্রদান করিয়া বশীভূত করিলেন। তাৎকালিক ভট্টাচার্য্যেরা অর্থলোভে যবন ভূপতির বশম্বদ হইয়া ভারতের একতা বিনাশ ও তৎসহ আপনাদিগের উপজীবিকা বিধানার্থ পূর্ব্বকালে ঘট, পট, নারিকেল, (বা অন্য কোন ফল) দর্পণ ও প্রদীপ, এই যে পাঁচ প্রকার দ্রব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের অমোঘ যন্ত্রস্বরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল; তাঁহারা প্রথমতঃ চালি কলা ফুল ও ধুপ ধুনার সহিত ঐ পাঁচ প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পটকে (পরমার্থ সাধনের বিশেষং ভাব প্রকাশক প্রতিমূর্ত্তি সমূহকে*) মৃত্তিকা কাষ্ঠ পাষাণাদিদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করার প্রথা প্রচলিত করিলেন। তাঁহাদিগের এতদ্রূপ গুরুতর প্রতারণার ফল এক্ষণে পৃথ্বীস্থ সমস্ত দেশীয়

* উপযুক্ত সময়ে আমি ইহার সত্যতা প্রমাণ করিব।

লোক বিলক্ষণরূপে ভোগ করিতেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যদি অজ্ঞলোকদিগের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পৌত্তলিক মত প্রচার না করিয়া অন্য কোন উপায়াবলম্বন করিতেন, তবে আর্য্যদিগের দ্বারা এত দিবস পৃথিবীর সমস্ত দেশে যে সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত হইত ইহা কোন সন্দেহ নাই।

সে যাহাহউক, তৎকালে যে সকল মহাত্মারা এতদ্রূপে পুত্তলিকাপুজা করণের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণগণ এতদ্রূপ সংস্কৃত বাক্য রচনা করিয়া শাস্ত্রমধ্যে নিহিত করেন যে, "যে সকল মূঢ়লোকেরা তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী তাহারা নাস্তিকভাবে সর্ব্ব সাধারণের যেন অনিষ্টকারী না হয়, তর্জ্জন্য বালকের পুত্তলিকা খেলার ন্যায় কোন এক বিষয়ে তাহাদিগকে নিবিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য।" এইজন্যে শাস্ত্রমধ্যে "কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা" এতদ্রূপ বাক্যেরও অসদ্ভাব নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কত শত বৎসর গত হইল কেবল মূর্খলোকের নিমিত্ত যে কাল্পনিক বিষয় প্রচলিত হইয়াছিল, কাল সহকারে কি মুর্খ কি জ্ঞানী সকলেরই সেই কল্পিত দেব দেবী আরাধ্য হইয়া উঠিলেন!! যিনি জ্ঞানবান বা বিদ্বান হইয়াছেন, কল্পিত দেব দেবীর পূজাপ্রভৃতি কিছুই মানেন না; তিনিও কদাচার ও কৃত্রিম আমোদের বশীভূত হইয়া স্বীয় বাটীতে প্রতিমা পূজাদি করেন, এবং ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফলনা ও ফলনা!!!! প্রভৃতি ভোজ্য পেয় দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক কাল্পনিক হিন্দুধর্ম্মের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। যবনী নর্ত্তকীগণ সেই শ্রাদ্ধসভাতে বিচিত্র নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া সভ্যসমূহের মনোরঞ্জন করত অবশেষে দধি ঢালিয়া শ্রাদ্ধবাটীও সুপবিত্র করেন। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে ইহা অনবগত আছেন এমত নহে। পাছে লুচি মণ্ডার ভাণ্ডারে শিয়ালিরূপ নেংটে ইন্দুরের উপদ্রব হয়, এই ভয়ে চোরের মায়ের কান্নার ন্যায় প্রকাশ করিয়া কহিতে পারেন না। না কহুন, আরো কতিপয় বৎসর এই প্রকারে পৌত্তলিক ধর্ম্মের শ্রাদ্ধের সমারোহ

বুদ্ধি থাকিলেই ইংরাজদিগের বিদ্যাকৌশলে সর্ব্ব সাধারণ লোকে জানিতে পারিবেন যে হিন্দুধর্ম্মের (পৌত্তলিক ধর্ম্মের) পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। অথবা হিন্দুধর্ম্ম নামক কোন পদার্থই ছিল না, [illegible]ব কেবল প্রতারকেরা প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক পুণ্য সঙ্কল্পের কলা দেখাইয়া চালি কলা ও লুচি মণ্ডা খাইবার উপায় স্থির করিয়াছেন।

অবোধভক্ত। মহাশয়! আমাদিগের বোধ হইতেছে আপনি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন, নচেৎ দেব দেবীর পূজার প্রতি এত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন কেন? তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! আমি যে নিমিত্ত দেব দেবীর পূজার নিন্দা করিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া কহি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ শাস্ত্রে* এবং পঞ্চম বেদস্বরূপ মহাভারত গ্রন্থে কালী দুর্গা জগদ্ধাত্রী এবং ষষ্ঠী মহাকাল পঞ্চানন্দপ্রভৃতি কোন প্রকার দেব দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার বিধান বর্ণিত নাই; সুতরাং প্রতিমা পূজার পদ্ধতি যে যবনসাম্রাজ্যের কিঞ্চিৎ প্রাক্কালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে মনুষ্যের জাবালি গৌতম পুরোরবা ও কপিলাদি যে সমস্ত নাম দৃষ্ট হয়, তাহা দেব দেবী ঘটিত আধুনিক ব্যক্তিদিগের নামের সদৃশ নহে। অতএব দেব দেবীর পূজা যে অতি অল্পকালে প্রচলিত হইয়াছে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে।

হে মহাশয়গণ! এক্ষণে কল্পিত জাতি প্রচলিত থাকাতে আমরা যে প্রকার মানসিক উন্নতি† সহকারে দিন২ অতিশয় দুর্ব্বল ও ভীরু স্বভাব হইতেছি; কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা প্রচলিত থাকাতেও

*সম্প্রতি কাশীতে একটি বিদ্বান আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে বেদের মধ্যে কোন স্থানে পৌত্তলিকতা নাই।

† মানসিক উন্নতির প্রধান কারণ মৎস্য ভক্ষণ; যেহেতুক ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ (জ্ঞান) উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

কদাচারের উন্নতি সহকারে ধর্ম্মবিষয়ে আমাদিগের সেই প্রকার দৌর্ব্বল্যতার বৃদ্ধি হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, চীনদেশ চীনের রাজ্য, ইংলণ্ড ইংরাজদিগের রাজ্য, ফ্রান্স ফরাসীদিগের রাজ্য, কাবুল যবনদিগের রাজ্য, এই প্রকার সকল দেশীয়েরাই স্বীয়২ দেশের আধিপত্য ভোগ করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালিরা বঙ্গদেশের রাজা নহেন। কেন রাজা নহেন? যেহেতু ইহারা বিপথগামী হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের কুপুত্ররূপে গণ্য হইয়াছেন। যত দিবস ইহারা কল্পিত জাতি ও প্রতিমা পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভদ্রসমাজে প্রকাশ্যরূপে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করণের পদ্ধতি প্রচলিত না করিবেন, তত দিবস ইহাদিগকে ভিন্ন দেশীয়দিগের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বিবিধ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক।

হে মহাশয়গণ! যখন চক্ষুর্দ্বারা জগদীশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিকে (সূর্য্য নারায়ণকে) প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা পুত্তলিকা পূজা করিতেছি, তখন আমারদিগের প্রতি জগদীশ্বরের এতদ্রূপ গুরুতর দণ্ড বিধান করা অসঙ্গত নহে। ভাল, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যখন বেদাদি শাস্ত্রসম্মত উপাসানাদ্বারা জগদীশ্বরকে (সূর্য্যমণ্ডলস্থিত চৈতন্য প্রতিবিম্বকে) অপরোক্ষরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন দেব দেবীর প্রতিমা গড়িয়া তাঁহার পূজা করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার প্রতিমা (সূর্য্যমণ্ডল) কি জগৎকে প্রকাশ করিয়া অন্নাদিদ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন না?

যদি বলেন শাস্ত্রকারেরা জড়প্রকৃতি অজ্ঞলোকদিগের নিমিত্ত প্রতিমা পূজার বিধি প্রচলিত করিয়াছেন; তবে তাহার উত্তর এই যে, কোন বিপক্ষ রাজার মন্ত্রণানুসারে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের প্রভুত্ব ও লাভের নিমিত্ত প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক অজ্ঞলোকের নাম দিয়া যে উহা প্রচলিত করিয়াছিলেন এ কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু এক্ষণে এই বঙ্গদেশের ভদ্রলোকেরা আর সে প্রকার অজ্ঞ নহেন। অনেকের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে, অনেকে বিদ্বান ও সভ্য হইয়াছেন,

অনেকে কল্পিত ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিলাত গমন করিতে-ছেন, অনেকে অনেক প্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া রাজাগৃ-গ্রহে উচ্চাসনে উপবেশনপূর্ব্বক স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। অতএব এই সময়ে সকলে সমবেত হইয়া ভদ্রসমাজের সংস্কার সংসা-ধন করুন; অর্থাৎ যাঁহারা অজ্ঞ নহেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রকাশ্য রূপে বেদবিহিত জ্ঞানকাণ্ডের উপাসনা প্রচলিত করুন তদ্দ্বারা ভার-তের সমূহ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

অবোধভট্ট। মহাশয়! কেহ পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ও কালী দুর্গা জগ-দ্ধাত্রীপ্রভৃতি প্রতিমা পূজা না করেন, এবং সমুদায় প্রসিদ্ধ দেবালয় গুলি শ্রীবিগ্রহের সহিত এককালে ভগ্ন হইয়া যায়; ইহাই আপনার ইচ্ছা। অতএব বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের মতের সহিত আপনার মতের বিভিন্নতা কি আছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! আমি পিতৃ মাতৃ ভক্তি প্রদ-র্শনার্থ দানাদির সহিত শ্রাদ্ধক্রিয়া করিতে নিষেধ করিতেছি না; কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল কদাচার প্রচলিত আছে তাহা পরিত্যাগ করিতে কহিতেছি। আর সূর্য্যমণ্ডল* বিদ্যমান থাকিতে কালী জগ-দ্ধাত্রীপ্রভৃতির প্রতিমা পূজা করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য; সুতরাং সভ্যসমাজে তাহা এককালে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করি-তেছি। এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের (সাধনের) ভাব প্রকাশক শ্রীবিগ্রহ সমূহ ভগ্ন করিতে কহিতেছি না. কিন্তু ভদ্রসমাজে ঈশ্বর বোধে চালি কলাদ্বারা তাহাদিগের পূজা করিতে নিষেধ করিতেছি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যাবস্থায় শাস্ত্রসিদ্ধ যে সমস্ত বিষয় প্রচলিত ছিল, সভ্যসমাজে তাহা পুনর্ব্বার প্রকাশ্যরূপে প্রচলিত করিতে এবং যে সমস্ত বিষয় সাধারণের শুভ কামনায় নূতন প্রচলিত হইয়া-ছিল, তাহা রহিত করিতে কহিতেছি। অতএব বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের মতের সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা

* আমাদিগের সৃজনকর্ত্তা জগদীশ্বর যে সূর্য্যমণ্ডলে সমষ্টিরূপে বিরাজমান আছেন ইহাই প্রতিপন্ন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

রহিয়াছে। কেশব সম্প্রদায় ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার ও গীর্জা ঘরে ঈশ্বরোপাসনাপ্রভৃতি সমুদায় রীতি নীতি উত্তম বিবেচনায় তদবলম্বনে দেশী সাহেব সাজিয়াছেন, কিন্তু আমি বেদাদি শাস্ত্র মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তারস্বরে কহিতেছি যে, যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া কেবল সমাজগৃহে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন তাঁহারা কস্মিনকালেও সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইবেন না।

হে মহাশয়গণ! আপনারা যদি অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে বিজ্ঞসমাজে প্রকাশ্যরূপে সত্যধর্ম্মোপাসনার প্রথা প্রচলিত করিতেন তাহা হইলে কোন এক ভদ্র ব্যক্তিও খ্রীষ্টীয়ান বা আধুনিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতেন না। এবঞ্চ মহাত্মা রামমোহন রায় যৎকালে কলিকাতায় ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়া পৌত্তলিক মতের বিরুদ্ধে সত্যধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশক গ্রন্থাদি বিরচন করেন, তৎকালে দেব দেবীর প্রতিমাগুলি যে কি পদার্থ ও সত্যধর্ম্মের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ কি আছে, এবং কোন প্রয়োজনের উদ্দেশে শাস্ত্রকারেরা যে উহার পূজা করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি যদি প্রতিমাগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের নিকট সত্যধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে এত দিবস কেহ আর কণ্ঠা তুলিয়া ঘণ্টা বাজাইত না, এবং তিনিও বর্ণাশ্রমিদিগের নিকট কখন নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইতেন না। এবং তাঁহার স্থাপিত সভার শাখা অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সভ্য ও বিজ্ঞাভিমানিতায় ধরাকে শরা জ্ঞান করিতেছেন তাঁহারাও সাধারণের নিকট অনাদৃত হইতেন না।

হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রকারেরা আর্য্যদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত যে সমস্ত আচার ব্যবহার প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুধাবন করিয়া যদি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তবে সুখের সীমা থাকে না। কিন্তু অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত আর্য্যেরা সুপথ ভুলিয়া কুপথে গমনপূর্ব্বক বিবিধ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন; সুতরাং মুনি ঋষি

প্রণীত সেই সমস্ত আচার ব্যবহার এক্ষণে থাকা না থাকা দুই তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি আপনাদিগের বিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত এ স্থলে তাহার দুই চারিটী বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন।

বিবাহের সম্বন্ধ।

বিবাহের পূর্ব্বে বর অথবা কন্যা দর্শনার্থ (উপযুক্তানুপযুক্ততা নিশ্চয় করণার্থ) শাস্ত্রকারেরা দুই একটী জ্ঞানী লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার যে বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন, তদনুসারে সকলেই দুই একটী ব্রাহ্মণ লইয়া গমন করেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞ কি অবিজ্ঞ তাহা বিবেচনা করেন না; ব্রাহ্মণ হইলেই হইল। সুতরাং সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণেরা বর কন্যার ভাবি সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটী কথাও উত্থাপন করিতে পারেন না, কেবল দক্ষিণা পাইলেই হইল। এতাবতা ভাবি বৈবাহিক দ্বয়ের মত স্থির হইলেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। হায়! বর কন্যার যোগ্যাযোগ্যতা নিশ্চয় না করিয়া বিবাহ দেওয়াতে যে কত প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিবাহ।

বিবাহকালীন পুরোহিত মহাশয় যে সকল মন্ত্র বলান তাহার অর্থ কেহই বুঝিতে সক্ষম হয়েন না। অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তা কি বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন, এবং বরই বা কি প্রতিজ্ঞা করিয়া কন্যার কর গ্রহণ করিলেন, এতদ্বিষয় তাঁহারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। সুতরাং সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর্য্যদিগের ঐ উদ্বাহ কার্য্যটী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। হায়! বর কোন্২ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া কন্যাকে গ্রহণ করিলেন তাহা জানিতে না পারাতে সংসারে যে কত প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পঞ্চামৃতাদি।

কন্যা গর্ব্ভবতী হইলে পঞ্চম মাসে তাঁহার দেহকে কিঞ্চিৎ লঘু করি-

বার নিমিত্ত কিছু দিবস তাহাকে নীরস ভাজা দ্রব্য সেবন করাইবার বিধি আছে। কিন্তু তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীপ্রভৃতি পরিচারকগণ সে বিষয়ে অযত্নপূর্ব্বক পঞ্জিকার মতে এক দিবস কণ্টকগুলি বিবিধ প্রকার ভাজা ভাজিয়া প্রতিবাসি লোকের গর্ত্তশোধন করিয়া থাকেন। পরে আট নয় মাস পূর্ণ হইবার সময়ে সহজে প্রসূত হইবার নিমিত্ত কিছু দিবস গর্ত্তবতীকে যে ইচ্ছানুরূপ পঞ্চামৃত (দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি) ভোজন করিতে দিবার বিধি আছে, পরিচারকেরা সে বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া পঞ্জিকার মতে এক দিবস যথেষ্ট ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণানন্তর প্রতিবাসিনী রমণীগণকে সাধপূর্ণ করিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন। হয়তো গর্ব্ভিণী সে দিবস অসুস্থা আছেন, তাঁহার মুখে দধি ঘৃতপ্রভৃতি একত্র করিয়া একবার স্পর্শ করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল। হায়! এই সকল কদাচারের নিমিত্ত প্রসূতীর গর্ত্তযন্ত্রণা যে কত গুণ বৃদ্ধি হইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

অন্নপ্রাশনে কুটুম্বিতা।

শাস্ত্রকারেরা সত্তের সহিত অসৎ লোকের সংশ্রব নিবারণের নিমিত্তই ভদ্রাভদ্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে এক এক জাতির একং দলে ভদ্র অভদ্র চোর জুয়াচোর মিথ্যাবাদী প্রতারক ও কুষ্ঠাদি বিবিধ প্রকার রোগাক্রান্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল লোক একত্রে ভোজন করিলে তদ্দারা ভদ্র লোকের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা এই দলাভিমানি বাঙ্গালিরা কিছুমাত্র অবগত নহেন। এমন কি, ইহারা সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কুটুম্ব লোকের কোলে আপন শিশু সন্তানকে অর্পণ করিয়া তাহার নিকট যৌতুক গ্রহণ করিতে দিতেও ভীত হয়েন না। হায়! মহাপাপী লোকের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া কত সাধুলোক যে সত্ত্বভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়েন তাহার ইয়ত্তা নাই।

বালকের বিদ্যাশিক্ষা

পঞ্চম বর্ষে বালকের হাতে খড়ি দিয়া একজন ঘোরতর মূর্খ ও কদাচারি গুরুমহাশয়ের নিকটে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। গুরু

মহাশয় নিজে ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতে তৈলক্ষ্যনাথ লিখিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার নিকট বালকের বিদ্যাভ্যাস করা দূরে থাকুক কেবল কতকগুলি কুসংস্কার শিক্ষা করা হয় মাত্র। বিশেষত গুরুমহাশয় কেবল দাগা দাগিয়া দিয়া দণ্ডহস্তে যমরাজের ন্যায় এক স্থানে বসিয়া থাকেন, বালকেরা সেই দাগা দেখিয়া শিক্ষা করিতে২ ক্রমে২ বিলক্ষণ দাগাবাজ হইয়া উঠে। পরে শিশুবোধক পুস্তকস্থিত কলঙ্ক ভঞ্জন নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিলক্ষণরূপে লম্পটতাচরণ ও আপনার কুকর্ম্মসমূহ অপরের নিকট কি প্রকারে গোপন করিতে হয় বালকেরা তাহার প্রকরণ শিক্ষা করিয়া একেবারে অবিদ্যার বশীভূত হইয়া থাকে। হায়! ঘোরতর মূর্খের নিকট সুকুমারমতি বালকগণের অমূল্য সময়রত্ন নষ্ট হওয়াতে যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনারা ভদ্রসমাজে কল্পিত জাতি ও দেব দেবীর উপাসনা এবং তদঙ্গীভূত কদাচার গুলি এককালে রহিত করিয়া পুরাকালের ন্যায় বেদবিহিত সদাচার সম্বলিত একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করিতে সত্বরে যত্নবান হউন; তদ্দ্বারা ভারতের সমূহ সুমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ইতি কদাচার প্রদর্শন নামক চতুর্থ অধ্যায়।



পঞ্চম অধ্যায়।



সত্যধর্ম্ম বিষয়ক।

[সুবোধসিদ্ধান্তের বক্তৃতাদ্বারা বিজ্ঞসমাজে উপধর্ম্মের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবায়, সত্যধর্ম্মের মর্ম্ম জানিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি

বোধাচার্য্য যে প্রশ্ন কহিতেছেন পাঠক মহাশয়েরা তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

বোধাচার্য্য। মহাশয়! শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণ তন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অনেক প্রকার বিদ্যমান আছে; কিন্তু ঐ সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এক প্রকার নহে। অতএব কোন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, আপনি আমাদিগের বিশেষ বোধের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অনেক প্রকার হইলেও তাহার তাৎপর্য্য অনেক প্রকার নহে। কেননা একমাত্র সত্য বস্তুকে লক্ষ করিয়াই মুনি ঋষিগণ পুরাণাদি বিবিধ প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সেই এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী সনাতন পুরুষকে প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া স্বীয়২ বুদ্ধি বিদ্যার ক্ষমতানুসারে যে ভিন্ন২ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন; স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদিতে কোন প্রকার বৈষম্য দৃষ্ট হইবেক না। মনুষ্যগণের স্বভাব এক প্রকার নহে, কেহ সত্ত্বগুণাবলম্বী, কেহ রজোগুণসম্পন্ন, কাহারও বা তমোগুণের আধিক্য আছে; সুতরাং সকল প্রকার লোকের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যদি এক প্রকার প্রবৃত্তি-শাস্ত্র প্রণীত থাকে, তবে তদ্দ্বারা অনেককে ধর্ম্মের অমৃতময় ফলের পরিবর্ত্তে বিষফল ভোজন করিতে হয়। এই কারণ বশতঃ শাস্ত্রকারেরা কেবল অজ্ঞলোকদিগের* চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের সহিত পৌত্তলিক মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র দুই প্রকার, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি শাস্ত্রসম্মত উপাসনাদ্বারা জড়প্রকৃতি লোকের চিত্তশুদ্ধি হয়; আর

*জগদীশ্বর মনুষ্যকে নির্ম্মলরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সুতরাং প্রথমাবস্থায় সকল মনুষ্যই নিষ্পাপী বা জ্ঞানী ছিলেন। সেই সময়ের কথাগুলি বেদবাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তদনন্তর রজোগুণের প্রাবল্যহেতু ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণ কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া অজ্ঞাননীরধিতে নিমগ্ন হওত অজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বাইবেল শাস্ত্রে মনুষ্যের এই পাতনাবস্থা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে এবং আর্য্যদিগের সনাতন ধর্ম্মের আবরণস্বরূপ উপধর্ম্মদ্বারা তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

নিবৃত্তি (অধ্যাত্ম) শাস্ত্রসম্মত উপাসনাদ্বারা সুবোধ লোকের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং জড়প্রকৃতি মনুষ্যগণকে ক্রমে২ বৈষয়িক সুখহইতে বিরত করিয়া নিত্যসুখে সুখী করণার্থ তাহাদিগের স্বভাবানুসারে মুনি ঋষিগণ শাস্ত্রমধ্যে যে ভিন্ন২ উপাসনা প্রচার করিয়াছেন তাহা বড় অসঙ্গত নহে। ফলতঃ সুচতুর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রভুত্ব ও লাভের নিমিত্ত ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদির স্থানে২ কতকগুলি কল্পিত বাক্য রচনা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে যদ্যপি দূষিত না করিতেন, তাহা হইলে কোন প্রকার গোলযোগ থাকিত না। আর যদি বা গোলযোগ থাকে; তাহাতেই বা হানি কি আছে? যাঁহাদিগের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারা কাচ-মধ্যস্থিত অত্যুজ্জ্বল হীরকের ন্যায় সকল প্রকার শাস্ত্রহইতে অমূল্য জ্ঞানরত্ন গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন। বিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি কৃত্রিম বাক্যরূপ ভস্মাচ্ছাদিত থাকিলেও অনুশীলনরূপ বায়ুদ্বারা সন্ধুক্ষিত হইয়া আপনার বিমল প্রভা প্রকাশ করেই করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও ধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তিবৃত্তির আতিশয্য আছে, তিনি সকল প্রকার শাস্ত্রহইতে সত্য রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন।

হে মহাশয়গণ! এক্ষণে সত্যধর্ম্ম কাহাকে কহা যায় ও তাহার ফলই বা কি? এবং তাহার অনুষ্ঠানই বা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা সমুচিত দৃষ্টান্তের সহিত স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। শ্রুতিসিদ্ধ এই সত্যধর্ম্ম (তত্ত্বজ্ঞান) পূর্ব্বে ছিল এক্ষণে আছে এবং চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবেক। যে কোন ক্ষমতাপন্ন লোক ইহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রণালী স্থাপন করিয়াছেন বা করিবেন তাহা চিরদিন প্রচলিত থাকিবেক না। যেহেতুক তাহা ভ্রান্তিযুক্ত মনঃকল্পিত ও ভিন্ন শাস্ত্রের অসংলগ্ন ভাব বিমিশ্রিত। কিন্তু বেদশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা বিবেকজাত, মনঃকল্পিত নহে; ইহা আমি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আমি কেবল শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া অথবা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই সত্যধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি না; কিন্তু বহুকালাবধি আর্য্য শাস্ত্রের মতানুসারে দিবানিশি ঈশ্বরোপাসনা করিয়া যে ফললাভ করিয়াছি, বেদশাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণার্থ তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই ব্যাপক কালের মধ্যে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক একদিবসও নিদ্রা প্রার্থনা অথবা কাহারো সহিত বৃথালাপদ্বারা অধিক সময় নষ্ট করি নাই। বরং প্রথমং ঈশ্বরারাধনাকালে আমার কর্ণ মধ্যে কোন প্রকার শব্দ প্রবিষ্ট হইলে একাগ্রচিত্ততার অভাব হইত বলিয়া আমি তুলার সহিত মধূচ্ছিষ্ট মিশ্রিত করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় এক প্রকার বদ্ধ করিয়াছিলাম, এবং অদ্যাপি আমার কর্ণ বদ্ধ আছে। সর্ব্ব সাধারণ জনগণের কোন বিশেষ উপকারার্থ আমি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি ঈশ্বরেচ্ছায় সেই ব্রত উদ্যাপন করিতে পারিলে পুনর্ব্বার কর্ণ মুক্ত করিব; নচেৎ যে ভাবে আছি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিব।

হে মহাশয়গণ! আর্য্যদিগের একমাত্র বেদশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডই সত্যধর্ম্ম; এবং পরমার্থ জ্ঞানরত্নাকর গ্রন্থে উত্তরগীতা ও রামগীতা প্রভৃতি যে একাদশখানি ক্ষুদ্রং শাস্ত্র স্বরূপার্থের সহিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই সত্যধর্ম্মের সারসংগ্রহ অথচ মর্ম্ম প্রকাশক বলিয়া জানিবেন। ফলত ঐ কএকখানি জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের ন্যায় অলৌকিক ভাবে বর্ণিত আছে। সম্প্রতি আমি আপনাদিগের বিজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সমস্ত বিষয় লৌকিক ভাবে সংক্ষেপ করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

পরব্রহ্মের বিবরণ।

ব্রহ্মপদার্থ অনন্ত অপরিমিত নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র। সেই চৈতন্য পদার্থ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্যে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও কস্মিনকালে বিকারপ্রাপ্ত হয়েন না। অপিচ তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের

মূল কারণ হইলেও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম বহির্ভূত হয়েন। তথাচ ব্রহ্মতর্কে –

সমস্ত ভেদরহিতং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
সর্ব্বানুস্যূত মদ্বৈতং শুদ্ধং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ ॥

অর্থাৎ যিনি দেহ দেহীপ্রভৃতি সমস্ত ভেদরহিত ও সত্বা জ্ঞান আ-নন্দস্বরূপ এবং সর্ব্ব কার্য্যে অনুগত ও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম বহি-র্ভূত ; সেই ব্রহ্মকে জ্ঞানিগণ জানেন।

ফলতঃ যেহেতু ব্রহ্মপদার্থ চৈতন্যস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) অতএব তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই ; তবে যে তাঁহাকে সত্তা ও আনন্দরূপে ভিন্ন করা যায়, সে কেবল অভাব ও দুঃখপদার্থের ব্যাবৃত্ত্যর্থ ; নতুবা চৈতন্য পদার্থের বিশেষার্থ নহে। বস্তুত একমাত্র চৈতন্যই সত্তা ও আনন্দস্বরূপ হয়েন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে বস্তু চৈতন্য বা তৎ প্রকাশিত নহে তাহার সত্তা নাই, এবং যে পদার্থ চৈতন্যবিহীন, অর্থাৎ যে পদার্থের জীব-চৈতন্য নাই, সেই পদার্থের আনন্দও থাকে না। সুতরাং একমাত্র চৈতন্যপদার্থই যে সত্তা ও আনন্দরূপে প্রকাশিত হয়েন, ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐ চৈতন্যপদার্থের কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত ক্রিয়ার সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। অর্থাৎ নাট্যশালাস্থিত দীপ যেপ্রকার নর্ত্তক ও দর্শকপ্রভৃতি সকল পদার্থকে অবিশেষরূপে প্রকাশ করে, একমাত্র চৈতন্যপদার্থ সেই প্রকার বুদ্ধি মনঃ শরীর ঈশ্বর ও জীবাদি সমুদায় পদার্থকে প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ। যেহেতু জীবের অজ্ঞানাবস্থায় তিনি সত্তা রূপে সমুদায় পদার্থের আশ্রয়, অতএব তাঁহার নাম ব্রহ্ম। যে বস্তু যাহার আশ্রয়, সে তাহা অপেক্ষা বৃহৎ হয়। এই কারণ বশত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপাতি দিক কাল আকাশাদি যে সমস্ত ব্যাপক পদার্থ আছে তদপেক্ষাও তিনি ব্যাপক, অথচ তিনি বিক্রিয়াযুক্ত সমস্ত কার্য্যের অন্তর্ব্বাহ্যে সমানভাবে থাকিয়াও স্বয়ং অবিক্রীয়। অর্থাৎ

আকাশাদি সমুদায় পদার্থের যে সত্তা আছে তাহা একরূপ ভিন্ন কদাপি অন্য রূপ নহে; যদি বিক্রিয়াযুক্ত হইয়া অন্য রূপ হইত, তবে জীবের জ্ঞানাবস্থায় এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র ব্রহ্মরূপে কদাচ প্রকাশিত হইত না। এতন্নিমিত্তই বেদশাস্ত্রে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, অর্থাৎ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় অন্য কোন পদার্থ নাই; তিনি একমাত্র।

অবোধভট্ট। মহাশয়! ব্রহ্মজ্ঞানীরা অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, কিন্তু অন্নত একটি নহে। সংসারে যখন কোটিং অন্ন থাকা দৃষ্ট হইতেছে তখন অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে কোটিং ব্রহ্ম থাকা স্বীকার করিতে হয়। তবে কেন আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী হওত "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি" বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! আমি কেবল অন্নকে বা স্বর্ণকে ব্রহ্ম কহিতেছি না, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত পদার্থ আছে সকলই ব্রহ্ম। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের অতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ নাই। যদি তুমি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে সক্ষম হও, তবে আমি তোমার নিকট সমুদায় দ্বৈত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারি।

অবোধভট্ট। মহাশয়! তবেত দেব দেবীর প্রতিমাগুলিও আপনার মতে ব্রহ্ম পদার্থ হইলেন; তবে কেন ব্রহ্মকে এক বলিয়া দেব দেবীর পূজা করিতে নিষেধ করিতেছেন? তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! তোমার ন্যায় পূর্ব্বাপর বিবেচনাক্ষম ব্যক্তির সহিত এতদ্রূপ সামান্য বিষয়ে বাদ বিতণ্ডা করিতে হইলে শত বর্ষেও আমার বক্তৃতার শেষ হইবেক না। অতএব সমুদায় পদার্থ যে ব্রহ্ম এবং তিনি যে দ্বিতীয় রহিত একমাত্র, ইহার কোন নিগূঢ় বৃত্তান্ত আমি তোমাকে কহিতেছি. তুমি সেই বিষয় শ্রবণ করিয়া এতদ্রূপ সামান্য বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

যে প্রকার একটি কণামাত্র অশ্বত্থ বীজহইতে মৃত্তিকা জলাদির

সাহায্যে শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অত্যন্ত সূক্ষ্মতম বিশ্ববীজ ব্রহ্মপদার্থ হইতে এই সমুদায় বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে। কণামাত্র অশ্বত্থ বীজহইতে অভিন্ন হইয়াও একটি অশ্বত্থবৃক্ষ যে প্রকার ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়; সেই প্রকার বিশ্ববীজ ব্রহ্মপদার্থ হইতে অভিন্ন হইয়াও এই সমস্ত জগৎ বিলক্ষণ রূপে দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইবামাত্র এই সমস্ত জগৎ একমাত্র ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েন, তাঁহারা সমুদায় দ্বৈতপদার্থের কল্পিত নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত একমাত্র ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন। বিশেষত এই সমস্ত দ্বৈত বস্তুর কল্পিত নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইলেও তন্মধ্যে যখন একাকারে আকারিত দুইটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এই সমস্ত দ্বৈত বস্তুর মূল কারণ ব্রহ্ম পদার্থ যে একমাত্র তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ একটি তিন্তিড়ীবৃক্ষে লক্ষাধিক পত্র থাকিলেও, একাকারে আকারিত দুইটি পত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, এক সাঁচে নির্ম্মিত দ্রব্যও দুইটি সমানাকারে আকারিত হয় না, ইহা আমি উত্তম কাচের সাহায্যে ছাপার অক্ষরদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সুতরাং যখন এক একটি দ্রব্য অথবা তাহার এক একটি সূক্ষ্মতম পরমাণু সকলই ভিন্ন২ আকারে আকারিত রহিয়াছে তখন এই সমস্ত জগৎ দ্বৈতরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা যে প্রকারান্তরে এক পদার্থ (একমেবাদ্বিতীয়ং) ইহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইল।

হে মহাশয়গণ! সর্পের আস্যদেশে যে প্রকার কিঞ্চিৎ হলাহল থাকে, সেই প্রকার ঐ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম পাদার্থের এক দেশে* তাঁহার তটস্থা শক্তি প্রকৃতি অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ প্রকৃতি স্থানস্থিত (সর্ব্বব্যাপী) চৈতন্য পদার্থকেই পরমাত্মা কহা যায়।

---

* ব্রহ্ম পদার্থের আদি অন্ত মধ্য বা পূর্ব্ব পশ্চিম অথবা ঊর্দ্ধাধঃ কোন দেশ নাই, তবে যে এস্থানে তাহার একদেশে প্রকৃতি আছে বলিয়া কথিত হইল, সে কেবল পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ।

আর প্রকৃতিস্থান ভিন্ন অনন্ত অপরিমিত চৈতন্য পদার্থ পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন; ইহাই পরব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিশেষার্থ।

শাস্ত্রে যে অসত্তা, অজ্ঞান ও দুঃখস্বরূপ বলিয়া প্রকৃতির স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাকেই অভাব বা দুঃখ পদার্থের ব্যাবৃত্ত্যর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অর্থাৎ যে প্রকার অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকার পদার্থ না থাকিলে জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতি যে একটি পদার্থ, ও দুঃখ না থাকিলে সুখ যে একটি পদার্থ, এবং অভাব না থাকিলে ভাব যে একটি পদার্থ তাহা কাহারো বোধগম্য হইত না; সেই প্রকার জড় স্বরূপ প্রকৃতি না থাকিলে চৈতন্য যে একটি পদার্থ তাহা কাহারো বোধগম্য হইতে পারিত না। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রকৃতিকেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়কারিণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে, যথা সত্ত্ব, রজ ও তমঃ। এতন্মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশ ধর্ম্ম, রজোগুণ প্রবৃত্তিধর্ম্ম, তমোগুণ অপ্রকাশধর্ম্ম। প্রকৃতির সত্ত্বাদি এই তিন গুণ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপদার্থকে আশ্রয় করিয়া বিবিধ প্রকার নাম রূপ ধারণপূর্ব্বক বিবিধ প্রকার জগৎ প্রসব করিতেছেন *। এই আমি আপনাদিগের নিকট পরব্রহ্ম এবং তাঁহার তটস্থা শক্তিরূপ প্রকৃতির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম। অতঃপর পরমাত্মার বিবরণ কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

পরমাত্মার বিবরণ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অস্যার্থঃ। কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইলে নীলবর্ণ কটাহের ন্যায়, গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত উপরিভাগে যে অর্দ্ধাংশ আকাশমণ্ডল দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর নিম্নভাগে † ঠিক ঐ প্রকার অর্দ্ধাংশ আকাশমণ্ডল

* চৈতন্য ও জড় এতদুভয় পদার্থেরই ক্রিয়া নাই, কিন্তু তদুভয়ের কোন বিশেষ সংযোগহেতু ক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

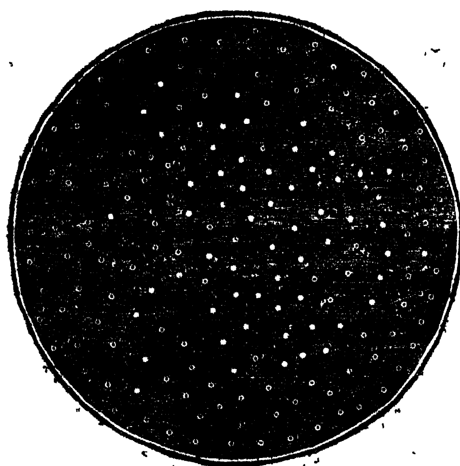
† পৃথিবীর নিম্ন বা ঊর্দ্ধভাগ নাই, অতএব দণ্ডায়মান ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর নিম্নভাগে।

আছে। এতদুভয় অর্দ্ধাংশ আকাশমণ্ডলকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার কহা যায়। ঐ প্রকার অখণ্ড মণ্ডলাকার পরমাত্মা সমুদায় চরাচর বস্তুর অন্তর্ব্বাহ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যে গুরুদেব কর্ত্তৃক ঐ পরমাত্মার শ্রীপাদপদ্ম দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বিবিধ প্রকার সদুপদেশদ্বারা আমার (জীবাত্মার) সহিত ঐ পরমাত্মার ঐক্যতাজ্ঞান সম্পাদন করিয়া আমাকে জ্ঞানদান করিয়াছেন, ভবসমুদ্রের কাণ্ডারি স্বরূপ এতদ্রূপ শ্রীগুরুদেবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন-জ্ঞানে নমস্কার করি।

হে মহাশয়গণ! পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপদার্থের যে প্রদেশে তাঁহার তটস্থা শক্তি (প্রকৃতি) অবস্থিতি করিতেছে, সেই প্রদেশকে যখন সচেতনাচেতন সমুদায় পদার্থের প্রবর্ত্তকত্তা শক্তির সহিত ব্যপদেশ করা যায়, তখন তিনি (ব্রহ্মপদার্থ) পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত হয়েন। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতায়াং—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ॥

অস্যার্থঃ। এই সংসার মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর নামক দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মা আদি স্থাবরান্ত প্রাণিসমূহের শরীর ও তৎকারণ পৃথিব্যাদি ভূত সকল ক্ষর (নশ্বর) পুরুষ, এবং কূটস্থ অর্থাৎ জীবোপাধি যাহা দেহনাশ হইলেও নষ্ট হয় না, তাহা অক্ষর (অবিনশ্বর) পুরুষ বলিয়া উক্ত হয়। ঐরূপ ক্ষর ও অক্ষর এতদুভয় পুরুষহইতে ভিন্ন, অথচ তদপেক্ষা উত্তম পুরুষ; যিনি লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবসমূহের বুদ্ধিকে ও অজীব বস্তুর স্বভাবকে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন তিনিই পরমাত্মা নামে খ্যাত হয়েন।



উপরিভাগে যে অখণ্ড মণ্ডলাকারের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতেছ তাহাকেই অনন্ত ও অপরিমিত ব্রহ্মপদার্থের একদেশস্থিত প্রকৃতি সংযুক্ত পরমাত্মা* বলিয়া জ্ঞাত হও। এবং ঐ অখণ্ড মণ্ডলাকারের মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র২ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে সেইগুলিকে এক একটি সূর্য্য বা নক্ষত্র বলিয়া জানিবেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট অখণ্ড মণ্ডলাকার পরমাত্মার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম। অতঃপর খণ্ড মণ্ডলাকার জগদীশ্বরের বিবরণ প্রকাশ করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

জগদীশ্বরের বিবরণ।

সুবোধসিদ্ধান্ত। যিনি অনন্ত অপরিমিত বিশুদ্ধ চৈতন্য পদার্থ অথচ পরব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; তিনিই প্রকৃতি-প্রবর্ত্তকতা শক্তির সহিত ব্যপদিষ্ট হইলে পরমাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন। আবার ঐ ব্রহ্মপদার্থই স্বীয় শক্তি প্রকৃতির সহিত ব্যপদিষ্ট হইলে জগদীশ্বর বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকেন। তথাচ শ্রীভাগবতে—

* সাধকগণের বোধ সুলভের নিমিত্ত পরমাত্মার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইল। বাস্তবিক উহাই সমষ্টি জগদীশ্বরের প্রতিকৃতি।

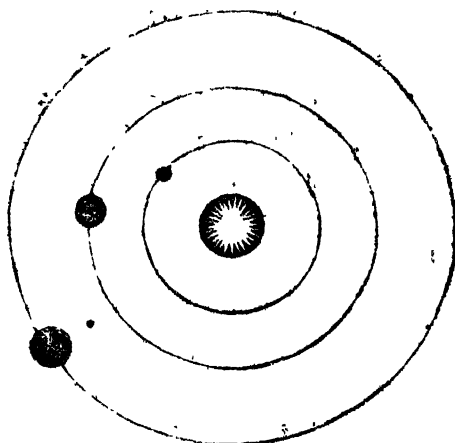
বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ যে তত্ত্বকে অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিধান করেন, তাহা ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান বলিয়া খ্যাত হয়েন।

এই ঈশ্বরই স্বীয় মায়াতে অবরুদ্ধ হইয়া জগৎ সৃজন করিয়াছেন, পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জগৎ সৃজনের কোন সম্বন্ধ নাই। তথাচ ব্রহ্মতর্কে—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্মেত্যেক শ্রুতৌ শ্রুতং।
তদেব প্রকৃতের্যোগাদীশ্বরঃ কুরুতে জগৎ ॥

অর্থাৎ সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ অথচ অন্তরহিত যে ব্রহ্মপদার্থ শ্রুতিতে খ্যাত আছেন; তিনিই প্রকৃতির যোগহেতু ঈশ্বর হইয়া জগৎ সৃজন করেন।



উপরিভাগে যে খণ্ড মণ্ডলাকারের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতেছ তাহার ঠিক মধ্যভাগে সূর্য্যমণ্ডল। ঐ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে জগদীশ্বর বিরাজমান * আছেন; এবং এতদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থ জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও

* বেদান্ত মতানুসারে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় অন্যান্য শাস্ত্রে ইনিই পরমাত্মা বলিয়া বর্ণিত আছেন। ফলত আমি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি-

উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণি জাতির দেহমধ্যে কারণ শরীররূপে (শিবলিঙ্গাকারে) অবস্থিতি করিয়া সত্ত্ব রজস্তমোগুণের তারতম্যানুসারে তাহারদিগের শরীরের সহিত যথাযোগ্য সম্বন্ধ নির্ম্মাণপূর্ব্বক জীবগণকে সুখ দুঃখ ভোগ করাইতেছেন। সূর্য্যমণ্ডলের বহির্ভাগে যে মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বুধগ্রহের গমনীয় পথ। তাহার বহির্ভাগে শুক্রগ্রহের গমনীয় বর্ত্ম, এবং তৎপশ্চাতে যে মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতেছে তাহাকেই পৃথিবীর গমনীয় পথ বলিয়া জানিবেন। পৃথিবীর পার্শ্বদেশে যে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, তাহা চন্দ্রমণ্ডল। আকর্ষণসূত্রে পৃথিবী যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও সেই সূত্রে পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। চন্দ্র প্রায় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ও ১২ সেকেণ্ডে এক বার পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ পরিভ্রমণ করে। ঐ সময়ের মধ্যে চন্দ্রের পশ্চিমহইতে পূর্ব্বদিগে গমনানুসারে যে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ হয় তাহাকেই চান্দ্রমাস কহা যায়। সূর্য্যমণ্ডলের বহির্ভাগে যে প্রকার বুধ শুক্র ও পৃথিবীর গমনীয় পথ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ পৃথিবীর বহির্ভাগে ক্রমশঃ মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিপ্রভৃতি গ্রহগণের গমনীয় পথ আছে। পৃথিবী ও সূর্য্য এতদুভয়ের মধ্যভাগে যে সোম শুক্র ও বুধগ্রহ আছে, তাহাদিগের সহিত পৃথ্বীস্থ জীবগণের শারীরিক সম্বন্ধ, এবং পৃথিবীর বহির্ভাগে মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিপ্রভৃতি যে সমস্ত গ্রহগণ আছে, তাহাদিগের সহিত জীবগণের সুখ দুঃখ বিষয়ক কোন বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বেদশাস্ত্রে যাহা নির্ণীত আছে তাহা অযথার্থ নহে; ইহা আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

যদি কেহ অজ্ঞতা-দেবীর ক্রোড়ে উপবেশনপূর্ব্বক আবদ্দার করিয়া এতদ্রূপ আপত্তি উপস্থিত করেন যে, দূরস্থিত গ্রহাদির সহিত

য়াছি যে, বিশুদ্ধ পরমাত্মা চৈতন্যাতিরিক্ত তাঁহার প্রতিবিম্বরূপে ঈশ্বর চৈতন্য সূর্য্যমণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন। এবং জীবগণের কারণ-দেহের সহিত তাহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

পৃথিবীস্থ জীবগণের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে আমি তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি যে, যদি তাঁহার বিশুদ্ধ জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) থাকে, তবে তিনি বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের সঞ্চারগত ফলাফলের বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম হয়েন, তবে আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পরমাণুর সহিত সমুদায় পরমাণুর কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা সামান্য বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। যাহা সামান্য বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। চন্দ্র পৃথিবীহইতে ন্যুনাধিক ২,৩৭,৮৪০ দুই লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আট শত চল্লিশ মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু ঐ চন্দ্রের সহিত এতদবনীস্থ সমুদ্রের যে প্রকার সম্বন্ধ আছে, জীবগণের দেহের সহিতও সেই প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের আকর্ষণদ্বারা সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া নদ্যাদিতে যে প্রকার বন্যা আগতা হয়; জীবগণের দেহমধ্যেও সেই প্রকার জল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সর্ব্ব সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারুন বা না পারুন, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী এবং যাঁহাদিগের একশিরা কুরণ্ড বাত ও শ্লীপদপ্রভৃতি শ্লেষ্মাঘটিত কোন প্রকার স্থায়ি রোগ আছে তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রাক্কালাবধি সরস দ্রব্য ভোজন করিতে নিষেধ করণার্থ নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বীশাক, একাদশীতে অন্ন, দ্বাদশীতে পূতিকা ও তৎপরে মাসকলাই প্রভৃতি শ্লেষ্মোৎপাদক দ্রব্যসমূহ অভক্ষ্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক নব্য সভ্যাভিমানিরা শাস্ত্রের এতদ্রূপ তাৎপর্য্য বোধগম্য করিতে না পারিয়া উন্মত্তের প্রলাপ বাক্য বলিয়া উপহাস করেন!!!

অবোধভক্ত। মহাশয়! পৃথিবী হইতে চন্দ্র যে দুই লক্ষ মাইল অন্তরে আছে তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস্য হইতে পারে? কেহত পৃথিবী হইতে দড়ি ধরিয়া চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিমাণ করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলের দূরতা বিষয়ে আপনি যাহা ব্যক্ত

করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন বিজ্ঞ লোক বিশ্বাস করিবেন না।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! তুমি নিতান্ত অবোধের ন্যায় কথা কহিতেছ, এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ করিয়া নীরব হও। আমি এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একটি ত্রিকোণ যন্ত্রদ্বারা বহুদূরস্থিত একটি বৃক্ষ দর্শন করিয়া যদি কহি যে ঐ বৃক্ষটি ৫০ হস্ত উচ্চ, এবং এস্থান হইতে দুই মাইল ৮ হাত ৪ অঙ্গুলি অন্তরে আছে। পশ্চাৎ তুমি দড়ি ধরিয়া এস্থান হইতে সেই বৃক্ষ পর্য্যন্ত পরিমাণ করিলে যদি তাহা সত্য হয়, তবে সেই ত্রিকোণ যন্ত্রদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের স্থূলতা ও দূরতাবিষয়ে আমি যাহা নিশ্চয় করিব, তাহা কেন বিশ্বাস করিবে না? তুমি বিশ্বাস না করিলে করিতে পার; কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ত্রিকোণতত্ত্ব গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন। ঐ ত্রিকোণতত্ত্ব গ্রন্থ ইংরাজ বাহাদুরেরা স্বজাতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া ট্রিগণ ম্যাটারি (ত্রিকোণতত্ত্ব) নাম প্রদান করিয়াছেন! এক্ষণকার কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবিষয়ে তাঁহাদিগের সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

সে যাহা হউক, এক্ষণে সোম শুক্র ও বুধগ্রহের সহিত জীবগণের যে শারীরিক সম্বন্ধ আছে তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। জীবগণের সূক্ষ্মং ধমনী ও অস্থিমধ্যে তৈলের ন্যায় যে এক প্রকার পদার্থ আছে, যাহাকে মেদোধাতু কহা যায়, সেই বস্তু বুধগ্রহের পরমাণুদ্বারা বিরচিত হইয়া শরীরস্থ রস-ধাতুদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং চৈতন্য সহকারে তাহাই জীবগণের বুদ্ধি বা চিত্ত বলিয়া কথিত হয়। ঐ মেদোধাতু বিকৃত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই মনুষ্যের বাতুলতা অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। মেদোধাতু মনুষ্যর অস্থিমধ্যেও থাকে বলিয়া সাধারণ লোকে কহিয়া থাকে যে, "ঐ লো-র হাড়েং বুদ্ধি আছে"। অপিচ জীবগণের দেহমধ্যে যে শুক্রধাতু আছে, তাহা শুক্রগ্রহের পরমাণুদ্বারা বিরচিত হইয়া শরীরস্থ রস-ধাতুদ্বারা বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ শুক্রহইতেই জীবগণের কাম উত্তেজিত হয়, এবং তাহাই বীজস্বরূপ

হইয়া জীবগণের উত্তরোত্তর বংশ রক্ষা করিতেছে। শাস্ত্রে চৈতন্য সহকারে শুক্রধাতু জীবগণের অহঙ্কার বলিয়া কথিত আছে। এবঞ্চ জীবগণের শিরোমধ্যে (মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে) যে দীর্ঘীভূত মস্তিষ্ক আছে, যাহাকে কোনং তন্ত্রশাস্ত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চন্দ্রমণ্ডলের পরমাণুদ্বারা বিরচিত ও শরীরস্থ রস-ধাতুদ্বারা বিবর্দ্ধিত হয়। চৈতন্য সহকারে ঐ মস্তিষ্ক জীবগণের মন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। চন্দ্রমণ্ডলের পরমাণুদ্বারা মনুষ্যর মন বিরচিত হইয়াছে বলিয়া আর্য্যদিগের অনেকের নামের অন্তে চন্দ্রশব্দ প্রযুক্ত করিবার বিধি রহিয়াছে। মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি গ্রহ-গণের পরমাণু বিশেষ মনুষ্যের দেহমধ্যে আছে কি না, তাহা বহু দিবস সমাধি সাধন করিয়াও জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। ঈশ্বরেচ্ছায় তদ্বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিলে সর্ব্ব সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইব না। ফলত, যখন শনিপ্রভৃতি গ্রহগণের সঞ্চার গত কালের সহিত মনুষ্যের শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হই-তেছে, তখন ঐ সমস্ত গ্রহগণের পরমাণু যে জীবগণের দেহমধ্যে নাই, এমত কথা কোনক্রমেই বলা যাইতে পারে না। এই আমি আপনা-দিগের নিকট জগদীশ্বরের বিবরণ কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম, সম্প্রতি জীবাত্মার বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন।

জীবাত্মার বিবরণ।

জীবের অন্তঃকরণে (মনোবুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিতে) যে চৈতন্য প্রতিবিম্ব আছেন তাঁহাকেই জীবাত্মা বলিয়া জানিবেন। তথাহি বেদান্তশাস্ত্রে—

কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসরেণ সযুজ্যতে॥

অর্থাৎ সর্ব্বাধারভূত কূটস্থ চৈতন্যস্থিত কল্পিত বুদ্ধিতে সেই কূটস্থ চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব তিনি যেহেতু প্রাণসমূহকে ধারণ করিতেছেন, অতএব তিনি জীবশব্দে উক্ত হয়েন, এবং তিনিই সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

স্বরূপতঃ জীবাত্মা পরমাত্মাহইতে অভিন্ন, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র*। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় যত দিবস তিনি অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত থাকেন, তত দিবস তিনি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণরূপে নিরূপিত হয়েন†। কোন২ শাস্ত্রে জীবাত্মাকে যে প্রাদেশ, তাল, গোকর্ণ বা বিতস্তি প্রমাণ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও অযথার্থ নহে। কেননা যৎকালে দীক্ষাগুরুর অনুগ্রহে জীবাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া পরমাত্মার সহিত তাঁহার ঐক্যরূপ সাধনানুষ্ঠান করা যায়, তৎকালে সেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত জীবাত্মা ক্রমে২ প্রাদেশ তাল গোকর্ণ এবং তদনন্তর দেহপ্রমাণ হইয়া ক্রমে২ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন অথবা তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়েন; ইহা সাধক মাত্রেই অবগত আছেন। অন্তঃকরণ মধ্যে জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার আর কোন প্রকার বিশেষ আকার উপলব্ধি হয় না।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! জীবাত্মাকে যদি অন্তঃকরণ মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তবে তাঁহার কোন প্রকার আকার উপলব্ধি হয় না কেন? এই বিষয়ে আমাদিগের গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সংশয়টি অপনোদন করুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! জীবাত্মা দেহের ভিতর অন্ধকারে আছেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু জগদীশ্বর মনুষ্যের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একটি ক্ষুদ্র জীবের দেহকে জ্যোতির্দ্বারা এমত বিভূষিত করিয়াছেন যে, সেই ক্ষুদ্র জীবের আত্মাটিকে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার কোন আকৃতি উপলব্ধি হয় না। ওহে বোধাচার্য্য! আমি তোমাকে সেই জীবাত্মাটি দর্শন করাইতেছি, তুমি তাহার কোন প্রকার

---

* প্রতিবিম্বস্বরূপ বটে, কিন্তু প্রতিবিম্ব নহে, ইহা চিনি মিছরি গুড়অনুভূতির আস্বাদন বিশেষের ন্যায় বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিতে পারা যায় না।

† জীবাত্মা নিরাকার হইলেও প্রকৃতি সম্বন্ধহেতু অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণরূপে দেহমধ্যে বিদিত হইয়া থাকেন।

আকার নিশ্চয় করিতে পার কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। রাত্রিকালে একটি জ্যোতিরিঙ্গণ কীটকে হস্ততলে রাখিয়া তাহার গুহ্য-দেশে যে জ্যোতি আছে সেই জ্যোতির মধ্যভাগে নিরন্তর যে ধপ২ করিতেছে; তাহাই ঐ কীটের জীবাত্মা। এক্ষণে তুমি যদি ঐ ক্ষুদ্র কীটের জীবাত্মার কোন প্রকার আকৃতি দর্শন করিতে পার, তবে তুমি আপনার দেহমধ্যে জ্ঞানজ্যোতির্দ্বারা স্বয়ং প্রকাশিত জীবাত্মারও কোন প্রকার আকৃতি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে। বাস্তবিক জীবাত্মা পরমাত্মা জগদীশ্বর ও পরব্রহ্ম-ইহাঁরা সকলেই নিরাকার একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্য পদার্থ। তবে কেবল উপাধিস্থিত বলিয়া জীবাত্মা ও জগদীশ্বর এতদুভয় পরিমিত চৈতন্য (জলমধ্যস্থিত প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায়) পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। তথাচ বেদান্তশাস্ত্রে—

জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশোভ্রখে তয়োঃ।
আধারৌতু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ॥
এবমানন্দ বিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োর্ব্বশৌ।
তদধিষ্ঠান কুটস্থ ব্রহ্মণী তু সুনির্ম্মলে॥

অর্থাৎ যেমন জলাকাশ ও মেঘাকাশ এতদুভয় আকাশ পদার্থ জল ও মেঘরূপ উপাধিদ্বয়ের অধীন, এবং তদুভয়ের আধারভূত যে ঘটাকাশ ও মহাকাশ তাহারা নির্ম্মলরূপে অবস্থিত হয়। তদ্রূপ আনন্দময়রূপ ঈশ্বর ও বিজ্ঞানময়রূপ জীব ইহারা মায়া ও বুদ্ধির অধীন হয়, কিন্তু তদধিষ্ঠানভূত কুটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য ইহারা উভয়েই নির্ম্মলরূপে চিরদিন সমানভাবে আছেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! আপনি যে ঘটাকাশ জলাকাশ মেঘাকাশ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, আমারাত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অতএব জলাকাশাদি কাহাকে কহে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! যেমন একমাত্র সর্ব্বব্যাপী আকাশ পদার্থ উপাধিভেদে ঘটাকাশ মহাকাশ জলাকাশ ও মেঘা-

কাশ নামে প্রসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য পদার্থ চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া আছেন। যথা—কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্য, জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার আকাশ - বেদান্ত মতানুসারে বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ করুন।

ঘট-মধ্যস্থিত পরিচ্ছিন্ন (বিভিন্ন) আকাশের নাম ঘটাকাশ।

অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি আকাশের নাম মহাকাশ।

ঘট-মধ্যস্থিত জলেতে মেঘ নক্ষত্রাদির সহিত প্রতিবিম্বিত যে আকাশ তাহাকে জলাকাশ কহা যায়।

উপরে মহাকাশমধ্যে যে মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয়, তাহা জলের পরিণাম বিশেষ; সুতরাং তাহাতে (মেঘমধ্যে) যে আকাশের প্রতিবিম্ব অনুমান করা যায়, সেই প্রতিবিম্বিত আকাশের নাম মেঘাকাশ। এই আমি আপনাদিগের নিকট শাস্ত্রমতে চারি প্রকার আকাশের বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম। অতঃপর একমাত্র চৈতন্য পদার্থ পূর্ব্বোক্ত আকাশের ন্যায় যে ভাবে চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া আছেন তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন।

কূটস্থ চৈতন্য।

জীবগণের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাবস্থিত সর্ব্বব্যাপী (ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপী) চৈতন্য পদার্থ কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে আছেন বলিয়া তাঁহাকে কূটস্থ চৈতন্য কহা যায়। এই কূটস্থ চৈতন্য ঘটমধ্যস্থিত নির্ম্মল আকাশের ন্যায় দেহঘট-স্থিত * বিশুদ্ধ চৈতন্য পদার্থ; অর্থাৎ পরমাত্মা।

জীবচৈতন্য।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ চৈতন্য-স্থিত কল্পিত বুদ্ধিবারিতে সেই কূটস্থ চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব আছেন, তিনি জীব চৈতন্য শব্দে কথিত হয়েন। এই জীব চৈতন্যকে ঘটমধ্যস্থিত প্রতিবিম্বিত জলাকাশের ন্যায় বুদ্ধিবারিস্থিত চৈতন্য প্রতিবিম্ব বলিয়া জ্ঞাত হও। ফলতঃ

---

* মনুষ্যের হস্ত পদ পরিত্যাগ করিলে দেহটি ঠিক ঘটের মত দেখায় বলিয়া অনেক শাস্ত্রে "দেহঘট" এই শব্দটি প্রসিদ্ধ আছে।

যে প্রকার ঘটমধ্যস্থিত প্রতিবিম্বিত জলাকাশদ্বারা বিশুদ্ধ ঘটাকাশের তিরোভাব হয়। অর্থাৎ ঐ প্রতিবিম্বিত আকাশেতে বিশুদ্ধ ঘটাকাশ লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আর ভিন্নরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না; তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় জীব চৈতন্যদ্বারা দেহস্থিত কূটস্থ চৈতন্যের তিরোভাব হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ কূটস্থ চৈতন্য দেহের সর্ব্বাবয়বে সমভাবে থাকিলেও অজ্ঞানাবস্থায় কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়েন না। ইহাকেই শারীরক ভাষ্যাদিতে অন্যোন্যাধ্যাস (-একের বিষয় অন্যে আরোপিত) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ঈশ্বরচৈতন্য।

সূর্য্যমধ্যে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব আছেন তিনিই ঈশ্বরচৈতন্য। এই ঈশ্বরচৈতন্য পূর্ব্বোক্ত মেঘাকাশের ন্যায় অস্পষ্টরূপে সূর্য্যমণ্ডলে ও কিঞ্চিৎ বিস্পষ্টরূপে জীবগণের আনন্দময় কোষ বা কারণশরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। অজ্ঞানাবস্থায় জীবগণ যে প্রকার ভিন্ন২, ঈশ্বরও সেই প্রকার ভিন্ন২। এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য, এবং এক একটি সূর্য্য এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগারূঢ় (পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত) হইয়া কহিয়াছেন যে, "আমার বিরাটদেহের একং লোমকূপে একং ব্রহ্মাণ্ড আছে।" ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় জীবগণের যে প্রকার বহুত্ব স্বীকার করা যায়, সেই প্রকার জগদীশ্বরেরও বহুত্ব স্বীকার করুন। অর্থাৎ যেমন এক একটি দেহ এক একটি জীবাত্মার অধীন তদ্রূপ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এক একটি জগদীশ্বরের অধীনে থাকিয়া সুশাসিত হইতেছে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ নাই; আমি সমাধিদ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের নিকট এই প্রথম প্রকাশ করিলাম।

ব্রহ্মচৈতন্য।

জ্ঞানাবস্থায় জীবাত্মা যে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যরূপে (ব্রহ্মরূপে) অবস্থিতি করেন, তাহাকেই মহাকাশের ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্য

বলিয়া অবগত হইবেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট চারি প্রকার আকাশের ন্যায় চারি প্রকার চৈতন্যের বিশেষ বর্ণনা করিলাম।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! আপনি যে জগদীশ্বরের বহুত্ব কীর্ত্তন করিলেন. তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, যেহেতুক সকল শাস্ত্রে একমাত্র ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বর্ণিত আছেন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! আমি জীব বা জগদীশ্বরকে অনেক বলিয়া কীর্ত্তন করি নাই। জীব, জগদীশ্বর, পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম ইহাঁরা সকলেই একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যপদার্থ। কিন্তু যত দিবস পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞাননীরধিতে নিমগ্ন থাকিয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে না পারেন, তত দিবস তাঁহার জীবগণকে যে প্রকার ভিন্ন২ বলিয়া বোধ থাকে, কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইলে জগদীশ্বরও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীতির বিষয় হয়েন। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইবামাত্র জীব ঈশ্বর পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম ইহাঁরা একমাত্র চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। জগৎ একটি নহে; প্রত্যেক সূর্য্য বা নক্ষত্র এক একটি জগতের কেন্দ্রস্থল। যে সকল জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভে এক প্রকার কৃতকার্য্য হয়েন, তাঁহারা বিদেহকালীন জগদীশ্বর হইয়া নূতন জগৎ সৃজন করেন। এই জন্যে শাস্ত্রে কথিত আছে যাহারা এই পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে অক্ষম হয়েন, তাঁহারা সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন। এবং সেই কারণ বশত অতি প্রাচীন কালাবধি চৌদ্দভুবন বলিয়া একটি কথা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। প্রথম সৃষ্টিকালে এতাধিক গ্রহ নক্ষত্র ছিল না দিন২ গ্রহ নক্ষত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এতন্নিমিত্ত পূর্ব্বকালাবধি ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ লোকে গ্রহ নক্ষত্রগণকে মৃত সাধু মনুষ্যের কোন প্রকার স্বর্গীয় চিহ্ন কহিয়া থাকেন। সামান্য মনুষ্যের মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ তিনি আকাশমণ্ডলে প্রেতাবস্থায় পরমাণুপুঞ্জ জড়িত হইয়া অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে তাঁহার ঊর্দ্ধগমনের নিমিত্ত তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি করিবার বিধি আছে। তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডল-

স্থিত জগদীশ্বর যখন তাহাকে পাপ পুণ্যের ফল ভোগার্থ অন্য যোনিতে নিক্ষেপ করেন, তৎকালে সেই পরমাণুপুঞ্জ পৃথিবীর নিকটস্থ হইলেই সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহারই নাম তারা খসিয়া পড়া। ইহা অতি প্রাচীন কালাবধি ভারতবর্ষের অবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন।

এক্ষণে আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি ইহার অধিপতি সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজিত আছেন, ইহা আমি শাস্ত্রবাক্যদ্বারা (মহাভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি প্রবন্ধদ্বারা) উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিব, এবং ঐ জগদীশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যেমন সূত্রধরেরা (পুত্তলানাচ ওয়ালারা) কাষ্ঠপুত্তলিকার মস্তকে এক খাই সূত্র বদ্ধ করিয়া তাহাকে আপন ইচ্ছামত নৃত্য করায়, তদ্রূপ সূর্য্যমণ্ডলস্থ জগদীশ্বর পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবগণের কারণ দেহকে দিবানিশি যে নর্ত্তন করাইতেছেন, যাহাকে কোন২ শাস্ত্রে মায়াচক্র ভ্রমণ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার উপায় বিধান করিয়া জগদীশ্বরকে দর্শন করাইব। সম্প্রতি সূর্য্যমণ্ডল হইতে জগদীশ্বর যে প্রকারে পৃথিব্যাদি এই জগৎ সৃজন করিয়া জীবগণের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাহা শাস্ত্র সম্মত বাক্যে স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

ইতি সারতত্ত্ব বিবেক নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৃষ্টি বিষয়ক।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রক্রিয়া না কহিয়া কেবল এই জগতের যে সৃষ্টি-বিবরণ বর্ণনা

করিয়া কহিয়াছিলেন আমি তাহা কহিতেছি আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন।]

সুবোধসিদ্ধান্ত। অনেক শাস্ত্রে এতদ্রূপ বর্ণনা আছে যে জগদীশ্বর প্রথমত জীবসমুহ ও তৎপরে আকাশাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত ভূত সকল সৃজন করিয়া তাহার পর এককালে সমুদয় গ্রহ নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমি একথা কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। কেননা পৃথিবীর সহিত দূরস্থিত নক্ষত্রগণের তুলনা করিতে হইলে পৃথিবী এককালে ক্ষুদ্র হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। দূরস্থিত কেবল একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের পরিমাণ তালকে তিল করার ন্যায় অল্প ধরিয়া যদি তাহাকে হিমালয় পর্ব্বতের তুল্য ক্ষুদ্র করা যায়, তবে সেই পরিমাণে পরিমিত হইলে পৃথিবী একটি বাটীর সদৃশ হইতে পারে না; সুতরাং জগদীশ্বর অগ্রে এতাধিক একটি ক্ষুদ্র গ্রহের সৃষ্টি করিয়া পশ্চাতে যে এককালে বৃহৎ২ নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসাধারে স্থান প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ পৃথিবী যখন শূন্যমধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণে অবস্থিতি করিতেছে তখন অগ্রে সূর্য্যের সৃষ্টি না হইলে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়া যে কোন আধারে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার উত্তর করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না। যাহারা মনে করে যে পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন গ্রহাদিতে মনুষ্য সদৃশ শ্রেষ্ঠ জীব নাই, তাহারাই নক্ষত্রগণকে ক্ষুদ্র বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু আমি সমাধিদ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে, এই পৃথিবীতে হস্ত পাদ চক্ষু কর্ণ নাসিকাহীন একটি কিঞ্চুলুক হইতে একটি মনুষ্য যেমন শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ মনুষ্য অপেক্ষা অন্য জগতে এমত শ্রেষ্ঠ জীব আছেন যে, সেই জগতে মনুষ্য গমন করিলে তিনি সেই স্থানের কিঞ্চুলুক সদৃশ নিকৃষ্ট জীব হয়েন। ফলত যাহারা প্রাচীন সংস্কার বশত নক্ষত্রগণকে মৃত মনুষ্যের চক্ষু বা এক একখানি থালার ন্যায় ক্ষুদ্র বিবেচনা করে, সেই ক্ষুদ্রদৃষ্টি লোকেরাই প্রাগুক্ত শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে সূর্য্যমণ্ডল-স্থিত জগদীশ্বর যেরূপে কেবল

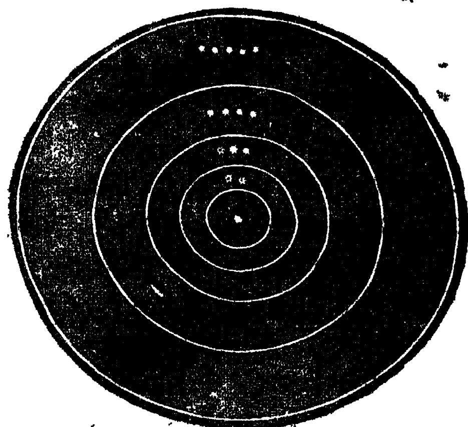
এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন* তাহা অনুমানের সহিত শাস্ত্রবাক্যের ঐক্যতা রাখিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন। সৃষ্টি বিষয়ক প্রবন্ধ যিনি যাহা রচনা করিয়াছেন সকলই অনুমানমূলক; যেহেতুক জগদীশ্বর কাহাকেও সাক্ষী রাখিয়া জগৎ সৃজন করেন নাই এবং অদ্যাপি তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সূর্য্যমণ্ডলকে এই জগতের সত্ত্ব রজস্তমোগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি বলিয়া জানিবেন। ঐ প্রকৃতিহইতে জগদীশ্বরের (চৈতন্য পদার্থের) অধিষ্ঠান নিমিত্ত প্রথমতঃ যে মহত্তত্ত্ব জাত হয়, তাহাই (রজস্তমো মিশ্রিত) সত্ত্বপ্রধান বুধগ্রহ। তদনন্তর প্রকৃতি হইতে যে অহঙ্কার তত্ত্ব জাত হয়, তাহাকে (তমঃ সত্ত্বমিশ্রিত) রজঃপ্রধান শুক্রগ্রহ বলিয়া জানিবেন। তাহার পর প্রকৃতি হইতে যে অন্তঃকরণতত্ত্ব জাত হয়, তাহাই (রজঃ সত্ত্বমিশ্রিত) তমঃ প্রধান চন্দ্রমণ্ডল। তদনন্তর প্রকৃতি হইতে এক মাত্র শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশ জাত হয়। আকাশ পদার্থ শূন্য বা কোন প্রকার দৃশ্য বস্তু নহে; যেহেতু শূন্য শব্দের অর্থ অভাব অর্থাৎ কিছুই নহে; অতএব যাহা কিছুই নহে, তাহার শব্দগুণ থাকিবার এবং তাহা হইতে বায়ু উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজেরা যে পদার্থকে অদৃশ্য গ্যাস বলেন, তাহাই আকাশপদার্থ। আকাশ হইতে যে বায়ু জাত হয় তাহাতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ আছে। বায়ুও দৃশ্য পদার্থ নহে। ইংরাজেরা দূরস্থিত পর্ব্বতাদিকে নীলবর্ণ দেখায় বলিয়া বায়ুর যে নীলবর্ণ রূপ স্বীকার করেন, তাহা বায়ুস্থিত জলীয় পরমাণুর বর্ণমাত্র। বায়ুহইতে যে তেজঃ পদার্থ জাত হয় ইহাতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ আছে। তেজ হইতে যে জল জাত হয় তাহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারিটি গুণ আছে। এবং জলহইতে যে পৃথিবী জাত হয়, তাহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এতন্মধ্যে আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের

* ইহা আদিম সৃষ্টি নহে, কেবল আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহারই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে।

রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ গুণ স্বভাবসিদ্ধ ; তবে যে পৃথিবীর পঞ্চ গুণ বলিয়া কথিত হইল, তৎসমূহ তাহার পূর্ব্বং কারণ হইতে আগত গুণমাত্র।

যে ভাবে আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্তের সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথিত হইল সেই ভাবে বুধ শুক্রাদি গ্রহগণেরও আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে জানিবেন। আকাশ বায়ু তেজঃ প্রভৃতি ভূতসমূহ যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করুন।



সূর্য্যমণ্ডলস্থিত জগদীশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত ঐ পঞ্চভূতদ্বারা জীবগণের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অর্থাৎ—

আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে জীবের শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয়, এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহারা প্রশান্ত। অর্থাৎ ইহাদিগের অবয়বে শব্দাদি বিষয় সংলগ্ন হইলেই মন গুণগ্রাহক হইয়া থাকেন ; হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহারা স্থানান্তরে চালিত হইয়া বিষয় প্রকাশ করে না।

অপিচ আকাশের রজোগুণহইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্তেন্দ্রিয়-তেজের রজোগুণহইতে পাদেন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় এবং পৃথিবীর রজোগুণহইতে উপস্থেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহারা মনোদ্বারা চালিত হইয়া বিষয় প্রকাশ (গ্রহণ) করে এবং সেইজন্য ইহাদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়।

এবঞ্চ কাম ক্রোধ লোভ মোহ লজ্জা এই পাঁচটি আকাশের তিন গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐরূপ ধারণ চালন ক্ষেপণ সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি আলস্য এই পঞ্চ তেজের গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। শুক্র শোণিত মজ্জা মল মুত্র এই পঞ্চ জলের গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। এবং অস্থি মাংস নখ ত্বক লোম এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত উৎপন্ন হইলে পর তদ্দ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্ব্বিধ জীব জাত হইল। বস্তুতঃ প্রকৃতির রজোগুণ ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং সত্বগুণ বিষ্ণুরূপে সমুদায় জীবগণকে প্রতিপালন ও তমোগুণ রুদ্ররূপে সকলকে সংহার করিয়া থাকেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহাঁরা তিন জনে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তবে জগদীশ্বর যে কে? ইহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! যেমন মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদির সহিত দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী চৈতন্যপদার্থ জীব বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সহিত বৃহব্রহ্মাণ্ড (সৌর জগৎ) ব্যাপী চৈতন্য পদার্থ জগদীশ্বর বলিয়া কথিত হয়েন। অর্থাৎ যেমন প্রত্যেক জীবদেহে মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদির সহিত আছে তদ্রূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্ব[illegible]ছেন। অবিদ্যাদ্বারা দেহমধ্যে যেমন জীবাত্মা পৃথকরূপে কল্পিত, তদ্রূপ মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে জগদীশ্বরও পৃথকরূপে কল্পিত আছেন। মনোবুদ্ধি

অহঙ্কারাদি পদার্থ যেমন জীবাত্মাহইতে অভিন্ন তদ্রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও জগদীশ্বরহইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবেন। বুঝেছত—

পূর্ব্বোক্ত প্রতিকৃতির এক চিহ্নযুক্ত স্থান পৃথিবী, দুই চিহ্ন জল, তিন চিহ্ন তেজঃ, চারি চিহ্ন বায়ু ও পাঁচ চিহ্ন আকাশমণ্ডল। মৃত্তিকাপেক্ষা যে পরিমাণে জল অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পরিমাণে জলাপেক্ষা তেজঃ, তেজোপেক্ষা বায়ু ও বায়ুাপেক্ষা আকাশ পদার্থকে মহৎ বলিয়া জানিবেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! আপনি তেজঃ পদার্থকে স্বল্প স্থানব্যাপী বলিয়া বর্ণনা করিলেন, কিন্তু আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের নিকট পর্য্যন্ত যত ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারা যায়, ততই তেজের আধিক্য অনুভূত হইতে পারে। যেহেতুক সূর্য্যের কিরণই তেজঃপদার্থ। অপিচ বুদ্ধিমান ইংরাজেরাও কহিয়াছেন যে, বুধগ্রহের নিকট যদি পৃথিবীর কোন জীব গমন করে তবে সেই জীব তৎক্ষণাৎ ভস্ম এবং জল লইয়া গেলেও বাস্প হইয়া যায়। অতএব আপনি তেজঃপদার্থকে স্বল্প স্থানব্যাপী বলাতে অধিকাংশ লোক আপনার কথায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! অধিকাংশ লোক আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যদি নিন্দা করে তবে আমার সৌভাগ্য। যেহেতুক জগতের অধিকাংশ নিকৃষ্ট ও স্বল্পাংশ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি একটি আম্র বা জম্ববাদি কোন বৃক্ষে অধিক পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয় তবে তাহার মধুরাস্বাদন থাকে না, স্বল্প হইলেই মিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং স্বল্প পরিমিত সুবোধ ব্যক্তি (বিজ্ঞগণ) আমার বক্তৃতার তাৎপর্য্য বোধগম্য করিয়া মনোনীত করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। যাহা হউক, এক্ষণে তেজের বিষয় আমি সতেজে কহিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যের কিরণ তেজঃপদার্থ নহে,* তবে কিরণমধ্যে যেপর্য্যন্ত তেজের সত্তা আছে সেইপর্য্যন্ত তাহার আধিক্য বোধ হইয়া থাকে। কাচা-

* পরমার্থ জ্ঞান-রত্নাকর গ্রন্থের পরিশিষ্ট পাঠ করিয়া উত্তমরূপে বুদ্ধি পরিচালন কর।

দির সাহায্যে বহু স্থানব্যাপী কিরণসমূহকে স্বল্প স্থানব্যাপী করিতে পারিলেই তদ্দ্বারা তেজঃপদার্থ বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়। কিরণ পদার্থ, তেজাদি সমুদায় ভূত প্রকাশক। বিবেচনা করিয়া দেখ, তেজঃপদার্থ যদি ঊর্দ্ধদিগে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে থাকিত, তবে এক ক্রোশ উচ্চ সমুদায় পর্ব্বতশৃঙ্গ তুষারাচ্ছাদিত থাকে কেন? বরং পর্ব্বতশৃঙ্গ বরফাচ্ছাদিত না হইয়া পৃথিবীমণ্ডল চিরকাল নীহারমণ্ডিত থাকিত। অপিচ কোন সময়ে কএক জন ফরাসী ব্যোমযান আরোহণপূর্ব্বক প্রায় তুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যোমযানস্থিত জল, দুগ্ধ তৈলপ্রভৃতি সমুদায় তরল দ্রব্য অতিশয় শীতল হইয়া ইষ্টকের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল; ইহা এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং অধিক ঊর্দ্ধে যে তেজঃপদার্থ অধিক পরিমাণে নাই. তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণীকৃত হইল।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! পৃথিবীর অভ্যন্তরে-ত তেজঃপদার্থ আছে; ইহা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। তবে পৃথিবীর উপর জল ও জলের উপর তেজ আছে ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! সূর্য্য নারায়ণদেব হইতে পৃথিবী পর্ব্বত বৃক্ষ ও জীবদেহ প্রভৃতি যত প্রকার জড় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে. সেই সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরেও জল বায়ু তেজঃপ্রভৃতি ভূতসমূহ ঠিক পূর্ব্বোক্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিতেছে। ইহাকেই শাস্ত্রকারেরা পঞ্চভূতের পঞ্চীক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, ইহার সত্যতা প্রমাণার্থ সত্যধর্ম্মের (ষটচক্রগ্রন্থে!) মর্ম্মানুসারে আমি তোমার আপন দেহের তেজাদি ভূত সকল উপর্য্যুপরি যে ভাবে বর্ত্তমান আছে তাহার সত্তা স্থির করিয়া দিতেছি। তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সংশয়চ্ছেদন কর।

ওহে বোধাচার্য্য! পৃথিবী জল তেজঃ প্রভৃতি ভূত সমূহ উপর্য্যু-

পরি যে ভাবে সমস্ত দ্রব্যে অবস্থিতি করিতেছে জীবগণের দেহমধ্যেও ঠিক যে সেই ভাবে থাকিয়া দৈহিক কার্য্য পরিচালন করিতেছে ইহা আপনারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে সৃষ্টিবিষয়ে আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইবেক। অতএব তদ্বিষয় প্রকাশ্যরূপে কহিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

জীবদেহের মৃত্তিকা।

মনুষ্যের গুহ্য-সমদেশে যে মূলাধার চক্র আছে তন্মধ্যে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মাত্মক এক শিশু আছেন; তৎ সাহায্য গুহ্যদ্বার দিয়া মৃত্তিকাস্বরূপ মল নির্গত হয়।

ঐ জল।

মূলাধার চক্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ লিঙ্গসমদেশে সাধিষ্ঠান নামক লিঙ্গচক্রে জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণ দেবতা আছেন, তৎসাহায্যে লিঙ্গদ্বার দিয়া জলস্বরূপ মূত্র নির্গত হয়।

ঐ তেজঃ।

লিঙ্গচক্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মণিপুর নামক নাভিচক্রমধ্যে যে অগ্নি-দেবতা আছেন, তৎসাহায্যে মনুষ্যের ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ হইয়া থাকে।

ঐ বায়ু।

নাভিচক্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অনাহত নামক হৃদয়পদ্মে যে বায়ু দেবতা আছেন, তৎসাহায্যে জীবের নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

ঐ আকাশ।

হৃদয়পদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ কণ্ঠসমদেশে বিশুদ্ধ পদ্মে যে আকাশমণ্ডল আছে, সেই আকাশদেবের (ইন্দ্রের) সাহায্যে কণ্ঠ হইতে বাক্যোদ্গম এবং জীবের চিত্ত স্থিরীকৃত হয়।

ঐ চন্দ্রমণ্ডল।

বিশুদ্ধ পদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে* দ্বিদল পদ্মমধ্যে অর্থাৎ উভয় ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে যে স্থান হইতে দীর্ঘীভূত

* ঠিক ভ্রূমধ্যে অথচ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে।

মস্তিষ্ক উৎপন্ন হইয়াছে সেই স্থানে (বা তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নদেশে) চন্দ্র দেবাত্মক মন অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ মনের সাহায্যে জীব দর্শন শ্রবণ ও অনুমানাদি দ্বারা বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

ঐ শুক্রমণ্ডল।

ভ্রূযুগলের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ করোটিমধ্যে (মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে) যে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে তাহাকেই শুক্রদেবাত্মক অহঙ্কার বলিয়া জানিবেন। এই মস্তিষ্ক অধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের রগ ঢিলা হইয়া থাকে।

ঐ বুধমণ্ডল।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ করোটিমধ্যে (মস্তকের পুরোভাগে) যে বৃহন্মস্তিষ্ক আছে তাহাকেই বুধদেবাত্মক বুদ্ধি বলিয়া অবগত হইবেন। এই মস্তিষ্কের আধিক্য বশতঃ যাহার ললাট দেশ উন্নত হয়, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়া থাকেন।

ঐ প্রকৃতি পুরুষ বা সূর্য্যমণ্ডল।

ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক যে প্রকার দুই অংশে বিভক্ত, বৃহন্মস্তিষ্কও সেই প্রকার দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ উভয় যুগ্ম মস্তিষ্কের গ্রন্থি স্থানের নিকট দুইটি পরম রমণীয় স্থান * আছে। ঐ দুই স্থানকে শৈবগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুনিকেতন, এবং তত্ত্বজ্ঞানি মুনিগণ ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রকৃতি পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত মহাভারত শাস্ত্রে বেদব্যাস যে প্রকার জরাসন্ধের দেহকে দুই অংশে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও মস্তিষ্কাদির সহিত সকল মনুষ্যের দেহ সেই প্রকার দুই অংশে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দুই অংশ দেহের মধ্যে দক্ষিণাংশ পুরুষ বামাংশ স্ত্রী, আবার প্রকারান্তরে পশ্চাদংশ পুরুষ ও পুরোবর্ত্তি অংশ স্ত্রী বলিয়া নিশ্চিত হয়। এই আমি আপনাদিগের নিকট এতদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থ পৃথিব্যাদি ভূতগণ ও চন্দ্র শুক্র বুধপ্রভৃতি গ্রহ-

* মস্তিষ্কমধ্যে জীবের মনোবুদ্ধিরূপ দুইটি সূক্ষ্মদেহের গ্রন্থিস্থান।

গণ উপর্য্যুপরি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহা ষটচক্র গ্রন্থের মর্ম্মানুসারে জীবদেহের সহিত-ঐক্য করিয়া বিশেষরূপে বর্ণনা করিলাম। জীবগণের দেহমধ্যে বাহ্য পদার্থসমূহ যথা স্থানে সন্নিবেশিত আছে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা এতদ্দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতি সংক্ষেপে সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।



সপ্তম অধ্যায়।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! জীবগণের দেহ স্থূল সূক্ষ্ম কারণভেদে যে ভাবে তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া আছে; সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় বক্তৃতাচ্ছলে তাহারই যে কিছুং বর্ণনা করিয়া কহিয়াছিলেন সম্প্রতি আমি তাহা কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

স্থূল দেহের বিবরণ।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট মনুষ্যের স্থূল দেহ যে কি প্রকার, তাহা জন্মান্ধ ব্যতীত আপনারা সকলেই দর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তদ্বিষয় এস্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই*। তথাচ শাস্ত্রকারেরা এই স্থূল দেহকে যে এক প্রকার বৃক্ষ বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ক একটি গীত শ্রবণ করুন।

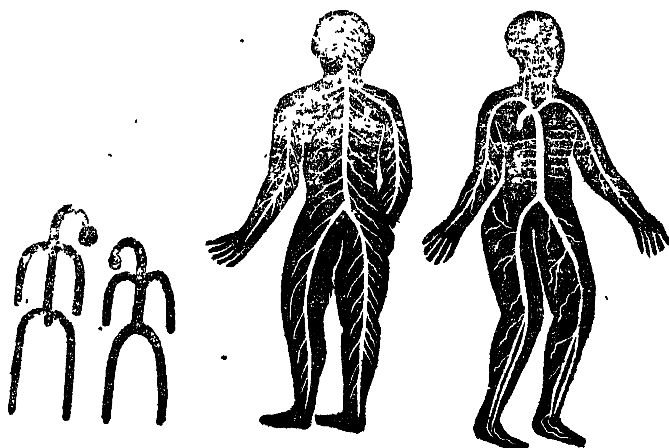
বাউলের সুর।

চৌদ্দ পোয়া বৃক্ষ এটি।
গড়েছেন শ্রীভগবান দেখিতে কি পরিপাটি॥
এ গাছের মাথা মুল; মুল শিকড় শিখাচুল,

* এতদগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "নৃদেহ নির্ণয়" নামক প্রবন্ধে এতদ্বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার কল্পনা আছে।

কর পদ চারি ডালে রয়েছে পাতা কুড়িটি ॥ ১ ॥
শ্রীকেশব রায়ে বলে ; এ গাছের মধ্যস্থলে ;
ভাবের বোঁটাতে ঝুলে ; আত্মারূপ ফল আছে দুটি ॥ ২ ।
সাধন-আকর্ষী ধরে ; যদি কেউ পাড়তে পারে ;
তার তারে তারে তারে ; যেটি খায় তার সমান দুটি ॥ ৩ ॥
ভক্তি প্রেমের সোপান ধরে , এ গাছে উঠলে পারে ;
ফল পাবে নিজ করে, তখন আর রবে না দুটি ॥ ৪ ॥

সূক্ষ্ম দেহের বিবরণ ।



সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! উপরে দুইটি প্রতিমূর্ত্তির মধ্য দেশে* যে শুক্লবর্ণ রেখা দর্শন করিতেছেন, তাহাই মনুষ্যের ধমনী বা স্নায়ুনির্ম্মিত সূক্ষ্মদেহের স্থূলাবয়ব। ঐ দুই দেহমধ্যে অন্তঃকরণ অবস্থিতি করিতেছে। ফলত মনুষ্যের স্থূল দেহমধ্যে (সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে) মনোবুদ্ধির আবাসস্বরূপ ঐ যে দুইটি দেহ রহিয়াছে; তাহার একটি দেহের মুল ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এবং অন্যটির মুল বৃহন্মস্তিষ্ক হইলেও হৃদপিণ্ড বলিয়া জানিবেন। যে দেহটি ছোট মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেইটি মেরুদণ্ডের ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মুলাধার

* একটি মনুষ্যের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে।

পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে ও তাহা হইতে চারিটি বড়২ শাখা উৎপন্ন হইয়া হস্ত পদে গমনপূর্ব্বক অঙ্গুলিপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক পঞ্জরাস্থির মূলদেশে ঐ দেহ হইতে একং গোছা শাখা উৎপন্ন হইয়া দেহের সর্ব্বাবয়বে গমন করিয়াছে। এই দেহমধ্যে যে চৈতন্য প্রতিবিম্ব আছেন তাঁহাকেই জীবের মন বলিয়া অবগত হইবেন। আর যে দেহটি হৃদপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেটিও মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং তাহাহইতেও চারিটি বড়২ শাখা উৎপন্ন হইয়া হস্ত পদে গমন করত অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। এই দেহমধ্যে যে চৈতন্য প্রতিবিম্ব আছেন, তাঁহাকেই জীবের বুদ্ধি বলিয়া অবগত হইবেন। ঐ উভয় সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব হইতে ৭২০০০ দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রসবিকা নাড়ী (সূক্ষ্মং ধমনী) উৎপন্ন হইয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হওত স্থূল দেহের ন্যায় অবিকল আকারবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এবং ঐ ৭২০০০ বায়াত্তর হাজার প্রসবিকা নাড়ী হইতে লক্ষ২ সূক্ষ্ম নাড়ী উৎপন্ন হইয়া দেহের চর্ম্মোপরি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে; মনুষ্যগণ তাহা চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন না। সেই সমস্ত সূক্ষ্মং ধমনীর এক একটি মুখ এক একটি লোমকূপ। একটি অশ্বত্থপত্র জলে পচিলে পর সূক্ষ্মং শিরা দ্বারা সেই পত্রের অবয়ব যে প্রকার দৃষ্ট হয়; মনুষ্যের সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্মং ধমনীসমূহ সেই ভাবে স্থূল দেহের অবয়ব রক্ষা করিতেছে।

বিবাহকালে বরণ করিবার সময়ে বরের কোলে কন্যা উপযুক্তা হইলে যে ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, স্থূল দেহমধ্যে ঐ দুইটী সূক্ষ্ম দেহের স্থূলাবয়ব অবিকল সেই ভাবে দণ্ডায়মান আছে। অর্থাৎ বড় দেহটীর হৃদয়স্থানে ছোট দেহটীর মস্তক রহিয়াছে, এতন্নিমিত্ত বরণের সময়ে কন্যা বরের হৃদয়স্থান পর্য্যন্ত উন্নতা হইলেই সর্ব্ব সাধারণ লোক কহিয়া থাকেন যে "বর কন্যা বেশ মানিয়েছে বা উপযুক্ত সংঘটন হইয়াছে।" এবঞ্চ পুরোহিত মহাশয় বরের উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত যে প্রকারে কন্যার বস্ত্রে গ্রন্থি দিয়া তদুভয়ের ঐক্যতা সম্পাদন করেন, সেই প্রকার হৃদপিণ্ড হইতে দুইটি মোটা২ শির উৎপন্ন

হইয়া মস্তকে গমনপূর্ব্বক গ্রন্থির ন্যায় হওত ঐ দুই সূক্ষ্ম দেহের ঐক্যতা সম্পাদন করিয়াছে। এতন্নিমিত্ত কন্যা বরাপেক্ষা অনেক ছোট হইলেও বরের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া পরিগণিতা হয়। আর কন্যার বস্ত্রের সহিত একখণ্ড বস্ত্রমধ্যে হরীতকী বিভীতকীপ্রভৃতি যে প্রকার কতক গুলি ফলমূল বদ্ধ থাকে সেই প্রকার হৃদপিণ্ডের নিকট যে ফুসফুসী (বায়ুবাধার বা হৃদয়পদ্ম) আছে তন্মধ্যে কতকগুলি গুটিকা রহিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ভোগকালীন (খোলাতে খই ফুটিবার মত) সেই ছোট২ গুটিকাগুলি আনন্দ মাখা হয়। ইহা ধারণা মন্ত্রীর সাহায্যে সুষুপ্তি রাজ্ঞীর প্রথমাবস্থা অবগত হইতে পারিলেই সুন্দররূপে বোধগম্য হইতে পারিবেক। বস্তুতঃ হৃদপিণ্ডের সহিত বায়ুবাধারের (হৃদয়পদ্মের) যে সংযোগ ও তন্মধ্যে যে কতকগুলি গুটিকা আছে তাহার অববোধার্থ শাস্ত্রকারেরা প্রাগুক্ত পুঁটলীটি কন্যার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন।

হে মহাশয়গণ! এক্ষণে আর্য্যজাতির বৈবাহিক আচার ব্যবহারের কিঞ্চিৎ নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন কি না? এই প্রকারে শাস্ত্রোদিত প্রায় সমস্ত আচারবিষয়ক কোন না কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছেই আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার আধুনিক সভ্যাভিমানি দিগের চক্ষুশূল হইয়াছে। ইহারা ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারকে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বিবেচনায় ইংরাজি বস্ত্র পরিধান, কমোডে মলত্যাগ, কাগজদ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন, টেবিলে অন্নভোজন ও পুত্র কন্যাদিগের বৈবাহিক কার্য্যে ইংরাজীমতে আচার ব্যবহার করিতেছেন। এমন কি, আমি রাজধানী কলিকাতার কোন ক্ষুদ্র স্থানের একটি ক্ষুদ্র গলিমধ্যে কএকটি যুবককে আটপৌরে ইজার পরিধান করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু ঐ কএকটি যুবক আর্য্যসন্তান কি গোমেষ ডিক্রুজের সন্তান তাহা জ্ঞাত নহি। যাহা হউক, এতদ্রূপ সভ্যাভিমানি যুবকেরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, যে আর্য্যদিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার সকলই উত্তম।

এমন কি, ইংরাজেরা যদি বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক অপানদেশ উত্তোলন করিয়া মরুৎক্রিয়া সম্পাদন করেন, তবে ইহারা মার্জ্জিত বুদ্ধির তেজস্বিতায় অবশ্যই কহিবেন যে, ইহা সদাচার বটে; যেহেতুক উর্দ্ধদেশে অপানবায়ু পরিত্যাগ করিলে কোন প্রকারে গন্ধানুভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইংরাজেরা যে অদ্যাপি তদ্রূপ আচরণ করেন নাই, ইহা কেবল সভ্যাভিমানিদিগের দুরদৃষ্ট বলিয়া জানিবেন। সম্প্রতি ইহারা পুত্রকন্যাদিগের বিবাহকালীন প্রাচীন রীত্যনুসারে তাহাদিগকে শোলানির্ম্মিত টোপর ও পাতিময়ুর প্রদান করিতেও লজ্জিত হয়েন; কিন্তু ইংরাজদিগের সুন্দর সুন্দরীরা আদরপূর্ব্বক শোলানির্ম্মিত টোপর (টুপি) ও পাতিময়ুর সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেছেন। বিবিরা এক্ষণে ধুচুনী বা সাজীর মত সেকেলে টুপি মাথায় দিয়া কবরী আচ্ছাদন করিতে বুঝি লজ্জা বোধ করেন, এতন্নিমিত্ত অনেকেই আর্য্যদিগের বিবাহিতা কন্যার ন্যায় মস্তকের পুরোভাগে বস্ত্রনির্ম্মিত পাতিময়ুর সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেছেন। সাহেবেরা বহু পরিশ্রমে সংস্কৃত পাঠ করিয়া শাস্ত্রাদি হইতে উত্তমং রত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক জগতের অশেষ বিধ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এ দিগে সভ্যাভিমানিরা সংস্কৃত ভাষাকে ম্যাজিক ওয়ার্ড (কুহকবাক্য) বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। ছি! ছি!

সে যাহা হউক, স্নায়ুনির্ম্মিত ঐ দুই সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে প্রথমটির অভ্যন্তরে যে মজ্জা ধাতু আছে, সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য সহকারে তাহাই মনুষ্যের মন বলিয়া কথিত হয়। এবং দ্বিতীয় সূক্ষ্ম দেহটির অভ্যন্তরে যে মেদোধাতু (অথবা অনির্দ্দেশ্য বর্ণবিশিষ্ট কোন ধাতু) আছে চৈতন্য সহকারে তাহাকেই জীবের বুদ্ধি বলিয়া জানিবেন। মনোবুদ্ধির আবাসস্বরূপ ঐ দুইটি সূক্ষ্ম দেহের আকৃতি আর্য্যজাতিরা সিন্দুর দ্বারা অঙ্কিত করিয়া বৈদিক-মতে খাতা, কড়িকাষ্ঠ ও লক্ষ্মীপ্রভৃতি দেব দেবীগণের পূজা করিয়া থাকেন। আর্য্যেরা যে ভাবে ঐ দুইটি দেহের আকৃতি সিন্দুরদ্বারা অঙ্কিত করেন তাহাই পূর্ব্বোক্ত প্রতিকৃতির প্রথমে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইংরাজেরা মনকে বিশুদ্ধ চৈতন্য

পদার্থ বলেন, কিন্তু আমরা তাহা কোনক্রমে স্বীকার করিতে পারি না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক জন ভদ্রলোক স্বীয় বৈঠকখানায় উপবেশনপূর্ব্বক বিবিধ প্রকার জ্ঞানজনক বাক্যদ্বারা অনেকের চিত্ত বিনোদন করিতেছিলেন, এমত সময়ে অভ্যাস বশতঃ তিনি দুই তিন চষক মদ্যপান করিয়া প্রলাপ বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার পূর্ব্বের দেবভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পশুভাবের আবির্ভাব হইল। অতএব যখন মদ্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন করিলে তাহার পরমাণুর সহিত অন্তঃকরণের পরমাণু বিমিশ্রিত হইয়া মনুষ্যের মন বিকৃত হয়, ইহা প্রতিদিবস অনেকের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তখন আর্য্যশাস্ত্রে মনুষ্যের অন্তঃকরণ চিজ্জড় মিশ্রিত বলিয়া যে বর্ণিত আছে তাহাই যথার্থ। চৈতন্যপদার্থ অবিক্রীয়, সমবায় সম্বন্ধে তাহাতে কোন প্রকার পরমাণু মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মনুষ্যের মজ্জাধাতুতে মদ্যাদির পরমাণু বিনিশ্রিত হইয়া যে অন্তঃকরণের ভাবান্তর আপাদান করে তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইল।

শাস্ত্রে জীবের সূক্ষ্মদেহকে সপ্তদশাবয়ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি। এতন্মধ্যে শ্রোত্র ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পাদ আস্য গুহ্য লিঙ্গ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হয়। এবঞ্চ প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই পঞ্চ প্রকার বায়ু পঞ্চ প্রাণ বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, পায়ুস্থিত বায়ুর নাম অপান, সমস্ত শরীরব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান; কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং উদরস্থ দ্রব্যের পরিপাককারী বায়ুর নাম সমান। এই সপ্তদশাবয়ব সূক্ষ্ম শরীরকে কোন২ শাস্ত্রকার লিঙ্গদেহ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক; ইলেকট্রিক ট্যালিগ্রাফের কার্য্যকর্ত্তা যেমন এক স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক বিদ্যুদ্ধর্ম্মি তারের দ্বারা নানা স্থানের সম্বাদাদি আদান প্রদান করিতেছেন; তদ্রূপ জীবের মনঃ প্রাগুক্ত সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিতি করিয়া সূক্ষ্মাং

ধমনীর মধ্যস্থিত বিদ্যুদ্দ্বারা দেহের সর্ব্বাবয়বের শুভাশুভ বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতেছেন। কিন্তু জড় উপাধি থাকাতে সেই মন আপনি যে কি প্রকার তাহা সহজে জ্ঞাত হইতে পারেন না।

পরমার্থ জ্ঞানরত্নাকর গ্রন্থের পরিশিষ্টে মনকে জ্ঞাত হইবার কারণ যে একখানি মানসিক ক্রিয়ারূপ দর্পণের নাম উল্লেখিত হইয়াছে সেই মানসিক ক্রিয়াদ্বারা মস্তিষ্ক আলোড়ন করিলে মন আপনি আপনাকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন। মস্তিষ্কের ঐরূপ আলোড়ন ক্রিয়াকে ইংরাজ ব্যবচ্ছেদকেরা পলসেশন অথবা কঙ্কসন কহিয়া থাকেন। আমি সেই মানসিক ক্রিয়ারূপ দর্পণখানি নূতন আবিষ্কার করিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করা অবিধেয়।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! আপনি যখন হৃদয়ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অকাতরে সত্যরত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তখন ঐ মানসিক ক্রিয়ারূপ দর্পণখানির বিষয় প্রকাশ করিতে বাধা কি আছে?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! তাহা প্রকাশ করিয়া কহিতে যে বাধা আছে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যে প্রকার শরীরের কোন বেদনাস্থানে তীব্রতর ঔষধ (তেকাঁটাসিজের আটাপ্রভৃতি) প্রদান করিলে তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু যে স্থানে বেদনা নাই সেই স্থানে উক্ত ঔষধ প্রদান করিলে সদ্য ক্ষত হইবার সম্ভাবনা থাকে; তদ্রূপ যে সকল যুবকের মস্তিষ্ক কোমল আছে, অর্থাৎ যাহাদিগের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম করে নাই, তাহারা ঐ মানসিক ক্রিয়াদ্বারা মস্তিষ্ক পরিচালন ক্রিয়াতে রত থাকিলে তদ্দ্বারা তাহাদিগের কোন প্রকার পীড়া জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যাহাদিগের বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বা চত্বারিংশৎ বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই। অতএব যাহার ইচ্ছা হইবেক তিনি কলিকাতার শোভাবাজারস্থ পুস্তকালয়ে আমার নিকট আগত হইলেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন। কিন্তু যদি কেহ সেই মানসিক ক্রিয়াদ্বারা একবার মস্তিষ্ক নির্ম্মল

করেন, তবে চোরেরা তাঁহাকে চোর, জুয়াচোরেরা জুয়াচোর, মিথ্যাবাদিরা মিথ্যাবাদী, মুর্খেরা মুর্খ, বিদ্বানেরা বিদ্বান, পাগলেরা পাগল এবং জ্ঞানিরা তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া জ্ঞান করিবেন। অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনাদ্বারা মস্তিষ্ক নির্ম্মলীকৃত হইলে জীব স্বয়ং একখানি নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ হইয়া বিবিধ প্রকার জনগণের স্বভাবের প্রতিমূর্ত্তিধারী হয়েন। অন্য মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও সর্ব্ব সাধারণ লোক তাদৃশ প্রকার জ্ঞান করিয়াছিলেন। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে—

মাল্লনামশনি নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা,
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজ পতের্ব্বিরাড়
বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগীনাং বৃষ্ণীণাং পরদেব-
তেতি বিদিতোরঙ্গং গতঃ স্বাগ্রজঃ॥

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজের সহিত কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি মল্লগণের দৃষ্টিতে বজ্র ও অসাধারণ জনগণের দৃষ্টিতে নরশ্রেষ্ঠ এবং কামার্থিনী নারীগণের দৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান কন্দর্প ও শ্রীদামাদি বয়স্য গোপসকলের দৃষ্টিতে স্বজন (বন্ধু) ও অসৎ রাজাগণের দৃষ্টিতে শাসনকর্ত্তা এবং পিতা মাতার দৃষ্টিতে শিশু ও ভোজপতির দৃষ্টিতে মৃত্যু (যম) ও অন্যান্য অজ্ঞলোকের দৃষ্টিতে বলহীন বালক ও যোগিগণের দৃষ্টিতে পরতত্ত্ব (পরমেশ্বর) এবং বৃষ্ণিগণের দৃষ্টিতে পরম দেবতা এইরূপ ভিন্ন২ ভাবে বিদিত হইয়াছিলেন।

পরমার্থ সাধনদ্বারা চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হইলে নানা প্রকার ভাবযুক্ত মনুষ্যেরা যে তাঁহাকে আপনা২ মনের ভাবানুসারে দর্শন করে তাহা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। অর্থাৎ আজি কালি কেহ২ তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ান, কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা বিদ্বান, কেহ বা গৌরাঙ্গ, কেহ বা যিশুখ্রীষ্ট, কেহ বা ধর্ম্মবিপ্লবকারী বলিয়া বিবে-

চলা করিতেছেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট সূক্ষ্মদেহের বিবরণ এক প্রকার সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম; এক্ষণে কারণ দেহের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন।



কারণদেহের বিবরণ।

সুবোধসিদ্ধান্ত। মনুষ্যের স্থূলদেহ যে প্রকার আকারবিশিষ্ট সূক্ষ্মং ধমনীর সহিত সূক্ষ্মদেহও সেই প্রকার আকারবিশিষ্ট বটে; কিন্তু কারণদেহ সে প্রকার নহে। ইহার আকৃতি অবিকল শিবলিঙ্গ অথবা যিশুখৃষ্টের ক্রুশসদৃশ; অথচ স্থূল সূক্ষ্মদেহের অভ্যন্তরে দিবা নিশি নৃত্য করিতেছেন। বেদমতে চৈতন্য সহকারে মায়াময় এই কারণদেহ ব্যষ্টি জগদীশ্বর বলিয়া কথিত হয়েন। এই দেহের আকৃতি শিবলিঙ্গ কি যিশুখৃষ্টের ক্রুশসদৃশ তাহা উত্তমরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। কোনং শাস্ত্রে এই কারণদেহকে বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ, মায়া বা আনন্দময় কোষ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। ফলত আমরা ধ্যানদ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে, যে শক্তিতে জীবের কারণদেহ দিবানিশি নৃত্য করিতেছেন সেই শক্তির সহিত সূর্য্যমণ্ডলের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এতন্নিমিত্ত ব্যাসদেব মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের অনেক স্থলে প্রথম ও শেষ রাত্রিতে সমাধি সাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কেননা প্রথম ও শেষ রাত্রিতে জীবদেহের সহিত পৃথিবী ও সূর্য্যের পূর্ব্ব পশ্চিমদিগে সমসূত্রপাত থাকে; সাধকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে গতিহেতু কম্পাশযন্ত্রের (দিক্ নিরূপণ যন্ত্রের) কাঁটার সহিত উত্তর দক্ষিণদিগের যে প্রকার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে; তদ্রূপ সূর্য্যের পূর্ব্বাভিমুখে গতিহেতু জীবের কারণদেহের সহিত পূর্ব্ব পশ্চিমদিগে সূর্য্যের সেই প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে।

যাঁহারা ইংরাজীভাষায় খগোল বিবরণ উত্তমরূপে পাঠ করেন নাই, তাঁহারা সূর্য্যের গতি শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইবেন না। ৩৬০ অংশে বিভক্ত রাশিচক্রের মধ্যে সমুদায় গ্রহগণের সহিত সূর্য্য ৬৬।৮ ষটষষ্টি বৎসর আট মাসে এক অংশ গমন করেন; ইহাকেই অয়নাংশ কহা যায়। যৎকালে আর্য্যদিগের জ্যোতিগ্রন্থ প্রথম বিরচিত হইয়াছিল তৎকালে ১ বৈশাখ ও ১ কার্ত্তিক তারিখে দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান হইত। এতন্নিমিত্ত ১ বৈশাখ আর্য্যদিগের নূতন বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তদবধি একাল পর্য্যন্ত সূর্য্য ২০ অংশ গমন করাতে কুড়ি দিন পশ্চাৎ পড়িবায় অধুনা চৈত্র ও আশ্বিন মাসের ১০ তারিখে দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান হইতেছে। আবার সূর্য্য এক অংশ গমন করিলে (আর কতিপয় বৎসর পরে) চৈত্র ও আশ্বিন মাসের ৯ তারিখে দিবা রাত্রির পরিমাণ সমান হইবেক; ইহা ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা উত্তমরূপে অবগত আছেন।

সে যাহা হউক, প্রকৃতির সহিত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের দিবানিশি সঙ্গম হইতেছে বলিয়া শাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে, কারণদেহ বিষয়ে সম্প্রতি তাহাই যথার্থ বলিয়া জ্ঞাত হউন। জীবদেহে প্রকৃতি (কারণদেহ) ভগবতীর যোনিস্বরূপ, এবং পুরুষ মহাদেবের লিঙ্গস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।

রাত্রিকালে একটি জ্যোতিরিঙ্গণ কীটের আলোকময় কারণদেহ দর্শন করিলেই তাহা শিবলিঙ্গ সদৃশ কি না? এবং প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গম হইতেছে কি না? তাহা উত্তমরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। বিশেষতঃ ষটচক্রগ্রন্থে মূলাধার চক্রে যে যোনিলিঙ্গ এবং মহাদেব পশ্চিমাস্য হইয়া দিবানিশি বিহারসুখ অনুভব করিতেছেন বলিয়া বর্ণনা আছে তাহাও অযথার্থ নহে।

যিনি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইবেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে আপনার মূলাধার চক্র ধ্যানদ্বারা কারণদেহের ঐ নৃত্যক্রিয়া (প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গম ক্রিয়া) জ্ঞাত হইতে যত্নবান হউন। ঐ নৃত্য ক্রিয়াদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণকার্য্য, নিশ্বাস প্রশ্বাস, রক্তের গতিবিধি

এবং তৎসাহায্যে জীবের গমনাগমন ও বাক্য কথনাদি সমুদায় দৈহিক কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। ইংরাজ ব্যবচ্ছেদকেরা কারণ দেহের ঐ নৃত্যক্রিয়াকে জার্কিং বলিয়া নাম প্রদান করিয়াছেন।

এবঞ্চ মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বিরচিত অনেক গীতের মধ্যেও ঐ তত্ত্ব প্রকাশিত রহিয়াছে। আমি আপনাদিগের বিজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত এস্থলে তাহার দুই চারিটী গীত কহিতেছি শ্রবণ করুন। যথা—

হৃদয়কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল,*
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা—
মা আমার অন্তরে আছ।
তুমি পাষাণমেয়ে বিষম মায়া কত কাচে কাচাও কাচ॥
উপাসনাভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে কোথা বাঁচ॥ †
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥

---

* যিনি প্রকৃতির আন্দোলনক্রিয়া অবগত হইয়া আত্মানন্দ ভোগ করেন তিনি জীবন্মুক্ত সুতরাং তাঁহাকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

† সাধক যৎকালে সমাধিস্থিত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন তৎকালে তাঁহার আত্মানন্দ (প্রকৃতির নৃত্যক্রিয়াজনিত সুখ বোধ) রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ হইয়া থাকে।

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
অবুঝবুঝি গিরিসুতা, পড়লে শুনলে দুধিভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম. আত্ম জনার কর গতি॥
উড়েং বেড়েং বেড়য়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চারি ফলে স্থিতি॥
রামপ্রসাদ বলে ফলাগাছে, ফল পাবি মন শোন যুক্তি।
ওরে. বসে মূলে * কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতিং॥

এবার কালী কুলাইব।
কালী কসে কালী বুঝে লব॥
কালী ভেবে কালী হয়ে কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চলে যাব॥
সে যে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি হৃদিপদ্মে নাচাইব॥
কালীপদের পদ্ধতি যা মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা, সে কটাকে কেটে দিব॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কতগো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল-চুরি † তবু কালীং বাত না ছাড়িব॥

তক্তার দোলনায় উপবেশন করিয়া দুলিলে যেরূপ সুখানুভূত হয়, কারণদেহের নৃত্যদ্বারা যদিও সাধকের সেই প্রকার সুখানুভব হয়

* মস্তকে অবস্থিতি করিয়া।

† প্রকৃতির নৃত্যক্রিয়াতে যত বেগ দেওয়া যায় সে সমস্ত তাহাতেই লুপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতির নৃত্যের সহিত সেই বেগের পুনরাবৃত্তি কার্য্য লক্ষিত হয় না।

বটে তথাচ কোতরা গুড় ও মিছরী এতদুভয় এক পদার্থ হইলেও তদুভয়ের আস্বাদনে যে বৈলক্ষণ্য আছে; তক্তার দোলনা ও প্রকৃতির নৃত্যক্রিয়া জনিত সুখেরও সেই প্রকার বিভিন্নতা বুঝিতে পারিবেন। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ঐ সুখকে অতীন্দ্রিয় সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে হেতুক তাহা শ্রোত্র ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, এবং মন বা বুদ্ধিও সেই সুখকে প্রকাশ করিতে পারেন না; সে সুখ জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন; সুতরাং তাহাকেই জ্ঞানপদার্থ বলিয়া অবগত হইবেন। অর্থাৎ ঐ সুখপদার্থই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। এতন্নিমিত্ত অনেক শাস্ত্রে প্রকৃতিকেই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের কারণ-স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের কারণদেহ দিবানিশি উচ্চলিত হইলেও ঐ সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে সর্ব্বদা অচল বলিয়া জানিতে পারা যায় এবং শাস্ত্রেও (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে) সেইরূপ কথিত আছে। যথা –

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহী ন্যস্ত সমাধিনা।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥

অর্থাৎ সমাধিদ্বারা জীবের কারণদেহ স্বয়ং উচ্চলিত হইলেও (ঊর্দ্ধাধোভাবে নৃত্য করিলেও) সাধক সেই সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে নিশ্চল বলিয়া জ্ঞাত হয়েন, ইহাই (যথার্থ) সমাধিসিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ।

আর্য্যশাস্ত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপনের যে বিধি বোধিত হইয়াছে ও মোক্ষপ্রদ বারাণসীক্ষেত্রেই যে তাহার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় এবং ইংরাজদিগের প্রত্যেক গীর্জ্জামন্দিরের উপরিভাগে শিবলিঙ্গ সদৃশ যে ক্রুশ যন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, যে মনুষ্য যোনিলিঙ্গস্বরূপ প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহার মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। নচেৎ কাশীতে মৃত হইলেই অথবা গীর্জাঘরে প্রার্থনা করিলেই যে মনুষ্যের মোক্ষ লাভ হয় তাহা নহে।

বোধ হয় পৌত্তলিক মত প্রচারিত হইবার সময়ে কোন সিদ্ধ পুরুষ

বারাণসী ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তত্তত্ত্ব ব্যাখ্যাদ্বারা মনুষ্য গণকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতেন; এতন্নিমিত্ত কাশীক্ষেত্র মোক্ষপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অবোধভট্ট। মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে আপনি পৌত্তলিক মতের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেছিলেন; আবার এক্ষণে শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। অদ্য অধিক পরিমাণে বিজয়া সেবন করিয়াছেন কি না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। মন্দ নয়!! তবে না কি অবোধের বোধ নাই? ওহে অবোধ! আমার বিলক্ষণরূপে এতদ্রূপ বোধ হইতেছে যে, তুমি যোনি লিঙ্গের নাম শ্রবণে সমধিক সুরসিক হইয়া পূর্ব্ব-কথা বিস্মৃত হইয়াছ। কেননা পূর্ব্বে চতুর্থাধ্যায়ে আমি কহিয়াছি যে, শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের যন্ত্রস্বরূপ যে কএক খানি প্রতিমূর্ত্তি (ছবি) প্রসিদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের জীবিকার নিমিত্ত প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক চালি কলা ফুল দিয়া সেই গুলির পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন, ইহা তোমার [illegible] হয় কি? যদি স্মরণ না থাকে, তবে এই অবধি স্মরণ করিয়া রাখ, আর্য্যশাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণার্থে আমি আরো কএক খানি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিব, তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি আমাকে পৌত্তলিক বিবেচনা করিও না।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! কারণদেহের অববোধার্থ শাস্ত্রকারেরা যে শিবলিঙ্গ স্থাপনের বিধি দিয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত ইংরাজেরাও যে গীর্জ্জামন্দিরে ও গলায় গাঁথিয়া ক্রূশযন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, তাহা সুন্দররূপে বোধগম্য হইতেছে কিন্তু কালীমূর্ত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য যে কি প্রকার তাহা আমারদিগের বোধগম্য হইতেছে না, অতএব তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া আপনি আমাদিগের সংশয়াপনোদন করুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ; এক্ষণে আমি তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিতেছি তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। কালীর পদতলে সদাশিব যে ভাবে শয়ন করিয়া



আছেন, সাধক কারণদেহকে (ব্যষ্টি জগদীশ্বরকে) জ্ঞাত হইয়া অবিকল সেই ভাবে শয়নপূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য রূপ সাধনানুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ মহাদেবের ঊরু ও উরঃস্থলে যে ভাবে কালীর উভয় পদ স্থাপিত আছে; সাধক অণ্ডাকার মায়া-চক্রকে (কারণদেহের নৃত্যক্রিয়াকে) সেই ভাবে রাখিয়া সবিকল্প আনন্দ ভোগ করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে আনন্দ ভোগে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। শুক্লপক্ষে নটবর মহাদেবের এবং কৃষ্ণপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নটবর প্রতিমূর্ত্তিই প্রশস্ত। কারণদেহের নৃত্য-ক্রিয়ার অববোধার্থ বলিয়া মহাদেব কালী শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গপ্রভৃ-তির নৃত্যক্রিয়া শাস্ত্রাদিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এই আমি আপনাদিগের নিকট কালী ও শ্রীকৃষ্ণের নটবর প্রতিমূর্ত্তির বিশেষ তত্ত্বের সহিত কারণদেহের বিবরণ প্রকাশ করিয়া কহিলাম। অতঃ-পর ধ্যান ধারণা সমাধিপ্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনদ্বারা যে প্রকারে জীবাত্মা ও জগদীশ্বরকে জানিতে পারা যায় তাহা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন। অধুনা যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা এতদ্বিষয় জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগকে সমুদায় পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিলেও তাঁহারা এ বিষয় অকপট হৃদয়ে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না; সুতরাং ফল প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া অনেকেই শাস্ত্রবাক্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি সে প্রকার লোক নহি; প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক থাল ঘড়া গড়া অথবা গাডু কি লাড্ডুর প্রত্যাশা করি না, সুতরাং বহুকালাবধি দিবানিশি যোগসাধন করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছি; সরল হৃদয়ে তাহা সুবোধ অথচ ভক্তলোকের নিকটে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

ইতি দেহতত্ত্ব প্রকাশ নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

[হে পাঠক মহাশয়গণ! সাধনাভাবে এতদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যে তাহার ফললাভ করিতে পারেন না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কেন পারিবেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে যে——

শাস্ত্রাণ্যধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যস্তু ক্রিয়াবান পুরুষঃ সবিদ্বান।
সুবীর্য্যমপ্যৌষধ মাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করত্যরোগং॥

অর্থাৎ যেমন কোন বীর্য্যশালি ঔষধের নাম করিবামাত্র রোগির রোগ নষ্ট হয় না, কিন্তু সেই ঔষধ রোগিকে সেবন করাইতে হয়; তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই মনুষ্য পণ্ডিত হইতে পারেন না; বরং মূর্খ হইয়া থাকেন; কিন্তু সেই শাস্ত্রানুযায়ি কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মানুসারে সাধনা করিলে তাহার ফল লাভ করিয়া পণ্ডিত হয়েন।

হায় কি দুরদৃষ্ট! হে পাঠক মহাশয়গণ! মহারত্নস্বরূপ এতদ্রূপ সংস্কৃত কবিতা থাকিতেও অস্মদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বিদ্বান হইয়াও যে জ্ঞানী হইতে পারেন না এবং যাঁহারা বিজাতীয় ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া (বিঃ এঃ) উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও যে কেবল অঙ্ক ও ভূমিপরিমাণ বিদ্যাব্যতীত অন্য কোন বিদ্যার ফল কহিতে পারেন না; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়! যাহা হউক, সম্প্রতি যে প্রকারে সাধনা করিলে অত্যল্প দিবসের মধ্যে জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইতে পারা যায় সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় বক্তৃতাচ্ছলে তাহা যে প্রকারে বর্ণনা করিয়া কহিয়াছিলেন, সম্প্রতি আমি তাহা কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! যম, নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ যে প্রকারে

সাধন করিতে হয়, তাহা আমি শাস্ত্রমতে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া কহিতেছি। কিন্তু তন্মধ্যে যে দুইটী অত্যাশ্চর্য্য কৌশল আছে তাহা কোন শাস্ত্রকার প্রকাশ্যরূপে বর্ণনা করেন নাই, সুতরাং এস্থলে আমিও তাহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া কহিব না। যিনি সেই কৌশল এক দিবসে জ্ঞাত হইয়া এক পক্ষের মধ্যে যোগসাধনের ফল প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষী হইবেন, তিনি কলিকাতার চিৎপুর রোড বাঁদা বটতলার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর লাহার পুস্তকালয়ে প্রতি সোমবাসরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবেক।

যম।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ, যমাঃ।

অর্থাৎ অহিংসা (কায়মনোবাক্যদ্বারা পরপীড়া পরিবর্জ্জন) সত্য (যথার্থ ভাষণ) অস্তেয় (পরস্ব হরণ না করণ) ব্রহ্মচর্য্য (অষ্টাঙ্গমৈথুন বর্জ্জন - যথা—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানির্বৃত্তি) ও অপরিগ্রহ (সমাধি অনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত বস্তু মাত্রের অসংগ্রহ) এই পাঁচ প্রকার আচারকে যম বলিয়া কথিত আছে। কায়মনোবাক্যে পূর্ব্বোক্ত ঐ পঞ্চ যমানুষ্ঠানদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত না হইলে যোগসাধনের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না।

নিয়ম।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি, নিয়মাঃ।

অর্থাৎ শৌচ (মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ ও ভাবশুদ্ধিদ্বারা অন্তরশৌচ) সন্তোষ (অদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্টি ও অলাভে অবিষাদ) তপস্যা (পরিমিত ভোজন অথবা মনের একাগ্রতা) অধ্যয়ন (উপনিষদাদি গ্রন্থ পাঠ) ও ঈশ্বরে প্রণিধান (মানসোপচারে জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করণ)। এই পঞ্চ নিয়ম পালন না করিলে যোগসাধনে সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

আসন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি, আসনানি।

অর্থাৎ পদ্ম স্বস্তিক ভদ্রাসনাদি কোন প্রকার আসনে হস্ত পদাদির সংস্থান বিশেষকে আসন কহা যায়। যে প্রকারে হস্তপদাদি সংস্থান করিয়া যোগসাধন করিতে হয়, তাহার কৌশল জানিতে পারিলে এক পক্ষের মধ্যে যোগসাধনের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। এতদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্যেরা হস্তপদাদি সংস্থানের যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বোধ হয় সাধনাভাবে বেদান্তের টীকাকার মহাশয়ের ভ্রমপ্রমাদবশত ঐ রূপে হস্তপদাদি সংস্থান করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাণায়াম।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ, প্রাণায়ামাঃ।

অর্থাৎ রেচক-পূরক-কুম্ভকরূপ প্রাণদমন করিবার উপায়কে প্রাণায়াম কহা যায়। এতন্মধ্যে ক্রমেং বামনাসা পুটহইতে দক্ষিণ নাসাপুটে অথবা দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বাম নাসাপুটে নিশ্বাস বায়ুর বহির্নিঃসরণকে রেচক কহা যায়। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণবায়ুর অন্তঃ প্রবেশন পূরক বলিয়া কথিত হয়। আর অন্তঃপ্রবিষ্ট বায়ুর নিরোধকে কুম্ভক কহা যায়। তথাচ শাস্ত্রে—

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং মুঞ্চেদ্দক্ষিণয়ানিলং।
যাবৎ শ্বাসং সমাসীনঃ কুম্ভয়েত্তং সুষম্নয়া॥

অর্থাৎ যোগী পদ্মাসনাদি কোন প্রকার আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বামদিগের ইড়ানাড়ী দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিগের পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা সেই বায়ুকে পরিত্যাগ করিবেক এবং যতক্ষণ সেই বায়ুকে দেহমধ্যে রাখিতে পারা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে সুষুম্না নাড়ীতে নিরোধ করিয়া রাখিবেক।

বস্তুতঃ যৎকালে যোগী যোগাভ্যাস করেন তৎকালে তিনি স্থূলফ-

দ্বারা স্বকীয় গুহ্যদেশ নিপীড়ন করিয়া প্রাণধারণাতে মূলাধারচক্র হইতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপনপূর্ব্বক সুষুম্নামার্গ দিয়া স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্‌চক্র ভেদক্রমে সহস্রদল পদ্মমধ্যে পরমাত্মার সহিত তাঁহাকে যোজনা করেন; তাহাতে সেই যোগির চিত্ত নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় অচল হইয়া পরমানন্দ রসপান করিতে থাকে; ইহাই প্রাণায়ামের চরম ফল। সগর্ভ ও অগর্ভ ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার। এতন্মধ্যে প্রণবের সহিত বাম নাসিকায় বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক সুষুম্না নাড়ীতে স্তম্ভিত করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা পরিত্যাগ করার নাম সগর্ভ. আর প্রণব উচ্চারণ না করিয়া প্রাগুক্ত প্রকার রেচক পূরক-কুম্ভক-দ্বারা প্রাণনিরোধকে অগর্ভ কহা যায়। প্রাণায়ামদ্বারা কিঞ্চিৎ জিতশ্বাস না হইলে ধ্যান ধারণা সমাধি সাধন করিতে২ বিবিধ প্রকার রোগ জাত হইয়া থাকে।

প্রত্যাহার।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং, প্রত্যাহারঃ।

অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় হইতে শ্রোত্র ত্বক চক্ষুঃ জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিবারণ করাকে প্রত্যাহার কহা যায়।

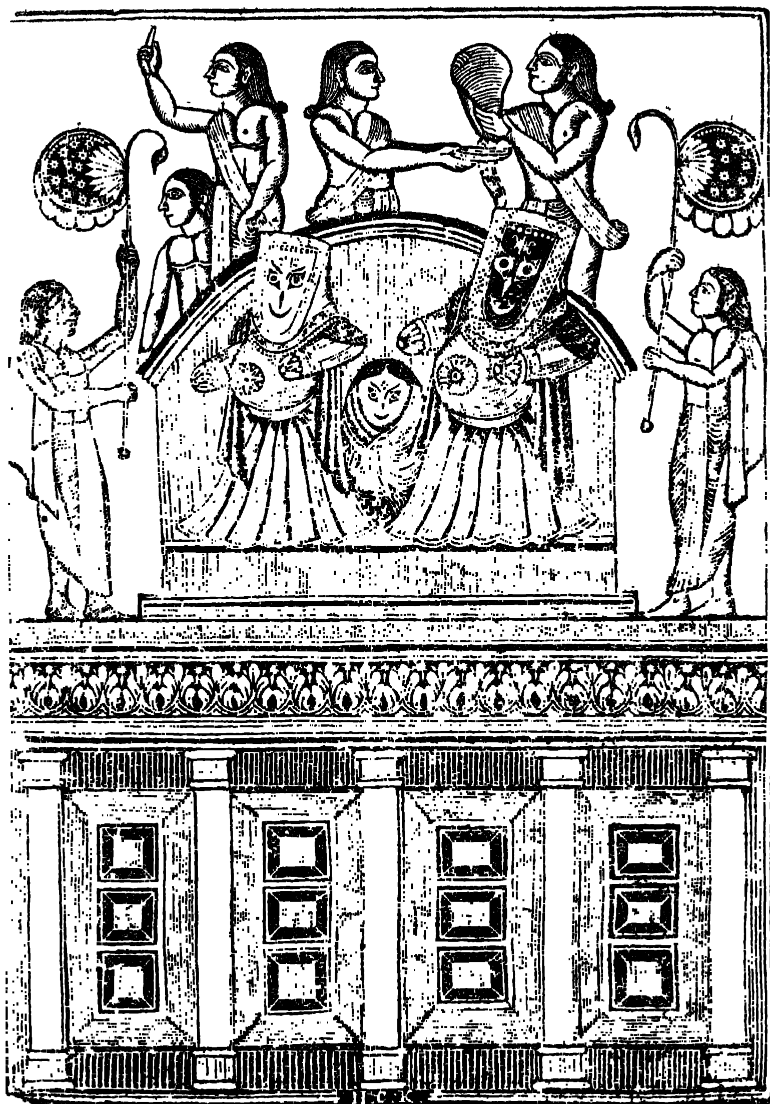
বিষয়হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে স্থির করিয়া রাখিবার একটি চমৎকার কৌশল গুরু পরম্পরায় এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। যিনি উপযুক্ত গুরুর নিকট সেই কৌশল অবগত হইতে পারেন তিনি অচির-কালমধ্যে যোগসাধনের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন; নচেৎ যোগসাধনকালে তাঁহার অন্তঃকরণ পুনঃ২ বিষয়ে প্রধাবিত হইয়া অনর্থক সময় নষ্ট করে।

ধ্যান।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! বালককালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতে অনেকেই কখ লিখিয়া থাকেন, কিন্তু "কখর মধ্যে দুইটি ব লিখিবার প্রয়োজন কি?" ইহা যে কোন বালক কস্মিন্-

কালে গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে না, তাহার কারণ এই যে, তৎকালে তাহাদিগের তাদৃশ বোধশক্তির অভাব থাকে। পরন্তু সেই সমস্ত লোক জ্ঞানবান হইয়া মাহেশগ্রামে যখন জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে গমন করেন, তখন জগন্নাথকে ফুল কলা কিনিয়া দেন; কিন্তু "জগন্নাথের পেটে মুখে একাকার ও গলা নাই কেন?" একথা যে অদ্যাপি কোন জগন্নাথ ভক্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন না, ইহার কারণ কি? বালকের ন্যায় বোধহীনতাকে তাহার কারণ কহিতে পারিবেন না। তবে এই একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, "বিশ্বকর্ম্মা যেমন কারিগর তাহা জগন্নাথেই জানা আছে"। এই প্রবাদ বাক্যানুসারে বিশ্বকর্ম্মার অপটুতাকেই যে তাহার কারণ কহিবেন তাহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। কেননা, যে বিশ্বকর্ম্মা স্বকীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ক্ষমতানুসারে কএক খানি সামান্য কাষ্ঠদ্বারা তৈলযন্ত্র (ঘানিগাছ) নির্ম্মাণ করিয়া জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন; যে যন্ত্রের দর্প চূর্ণ করিতে গিয়া ইংরাজ বাহাদুরেরা হতবুদ্ধি হওত দুই তিন বারে অনেক লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়াছেন, সেই ঘানিগাছ নির্ম্মাণকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা যে কএকটি পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতে গিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগের গলা রাখিতে ভুলিয়াছিলেন, একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ইহার কারণ কি?—আপনারা যদি ইহার কারণ কহিতে পারিলেন না, তবে আমি কহিতেছি শ্রবণ করুন। ইহার কারণ গড্ডলিকা প্রবাহ। অর্থাৎ সকলে জগন্নাথ দর্শন করিতেছে আমিও দর্শন করিলাম, সকলে ফুল কলা কিনিয়া দিতেছে আমিও কিনিয়া দিলাম, কেহ জগন্নাথের আকারের কথা জিজ্ঞাসা করে না, আমিও জিজ্ঞাসা করিব না। এই প্রকারে সকলেই সকলের ভাবের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইতে অভিলাষী, তিনি এতদ্রূপ আচরণ না করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবেন; নচেৎ তাঁহার আশা কোনক্রমে ফলবতী হইতে পারিবেক না।

এক্ষণে জগন্নাথের পেটে মুখে একাকার ও গলা নাই কেন, তাহা



কহিতেছি শ্রবণ করুন। জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তিটি ধ্যানের আকৃতি। বস্তুতঃ যৎকালে সাধক হৃদয়পদ্মে জগদীশ্বরকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইবেন, তৎকালে তিনি ধ্যানদ্বারা আপন মস্তককে হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়া আপনাকেই জগন্নাথস্বরূপ চিন্তা করিবেন। অর্থাৎ জগন্নাথের আকৃতি যে প্রকার পেটে মুখে একাকারবিশিষ্টা, সাধক অবিকল সেই ভাবে অন্তর্মুখচিত্ত হইয়া আপনাকেই জগন্নাথস্বরূপ চিন্তা করিবেন। নাভিপদ্মের উপরিভাগে যে ভাবে জগন্নাথের মুখ অঙ্কিত আছে, সাধক ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করিয়া হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক অবিকল সেই ভাব ধারণ না করিলে জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইবেন না। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ইন্দ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা ইন্দ্রিয় দমনকারী, অর্থাৎ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা শব্দাদি পঞ্চ বিষয় দমনকারী।

ধ্যানদ্বারা সম্মুখে জগন্নাথমূর্ত্তি দর্শন করিলে কস্মিনকালেও কেহ জগদীশ্বরকে অপরোক্ষে জ্ঞাত হইতে পারিবেন না; কিন্তু যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়কে শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে লয়প্রাপ্ত করিয়া হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত ধারণায় একাগ্রচিত্ত হওত অবিকল অন্তরে মুখপ্রবিষ্ট জগন্নাথের আকৃতির * ভাব অবলম্বন করিতে পারিবেন, তিনি আপন মনোমধ্যস্থিত জগন্নাথকে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইবেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

তত্রাদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রবাহঃ, ধ্যানং।

অর্থাৎ বিচ্ছিন্নং হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের যে বৃত্তি প্রবাহ তাহাকেই ধ্যান কহা যায়।

হে মহাশয়গণ! তালপটকায় অগ্নি প্রদান করিলে যে ভাবে পট্ করিয়া তালপটকা ফাটিয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কিছুদিন ধ্যান

* এতদ্দেশে যতগুলি জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাহেশ গ্রামের জগন্নাথটি বিশুদ্ধ ভাবযুক্ত।

করিতে২ প্রথমতঃ সাধকের হৃদয় ও মূলাধারস্থানহইতে অবিকল সেই ভাবে বায়ু উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবেক। পশ্চাৎ তিনি জানিতে পারিবেন যে, ভূমিকম্প হয় নাই, কিন্তু দেহ-মধ্যে আমি স্বয়ং আন্দোলিত হইয়া একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছি; যে আনন্দের সহিত সূর্য্য নারায়ণদেবের সম্পূর্ণ সংশ্রব রহিয়াছে। ঐ আন্দোলন ক্রিয়াই প্রকৃতির নৃত্য বা মায়াচক্র ভ্রমণ এবং ঐ সবিকল্প আনন্দ পদার্থই প্রকৃতিসংযুক্ত ব্যষ্টি জগদী-শ্বর। সৌর ফাল্গুণের শুক্ল প্রতিপদাবধি সৌর চৈত্রের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত কারণদেহের ঐ আন্দোলন ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হয় *। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা পূর্ব্বোক্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার বিধান বর্ণনা করিয়াছেন। এবং বোধ হয় তন্নিমিত্তই দোলের সময়ে ঘোষপাড়া গ্রামে কর্ত্তাভজাদিগের মহা সমারোহ হইয়া থাকে। ফলত আমি দুই বৎসর পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, শিবরাত্রি, শ্রীরামনবমী এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাস, দোল ও ফুলদোলপ্রভৃতি যতগুলি পর্ব্বদিবস প্রচলিত আছে সেই২ পর্ব্বকালে কারণদেহের আন্দোলন ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হয়।

সে যাহা হউক, যাহাদিগের উত্তমরূপে চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাঁহারা ধ্যান সাধনের পূর্ব্বে কিছুদিন দিবানিশি ভগবানকে স্মরণ করিবেন, অথবা ভগবানের নাম মনে২ জপ করিয়া মনে২ সংখ্যা নিরূপণ করি-বেন, এবং কৌশলক্রমে জ্ঞাত হইবেন যে এককালে ভগবানের নামোচ্চারণ ও সংখ্যা নিরূপণ এই উভয় ক্রিয়া কে সম্পাদন করি-তেছে। এতদ্দ্বারা সাধক আপনার মন যে দুই অংশে বিভক্ত তাহা পরোক্ষরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবেন, অপরোক্ষরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কিছু দিবস জপদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া (ঈশ্বর প্রবণচিত্ত হইয়া) তাহার পর কিছুকাল দিবা নিশি ধ্যান সাধন করিবেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট

* বোধ হয় ইংরাজদিগের আবিষ্কৃত নেপচুন নামক গ্রহের আকর্ষণ সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবান্তর হয়। আর্য্যদিগের জ্যোতিগ্রন্থ প্রকাশের সময় ঐ গ্রহ ছিল না।

ধ্যানের বিষয় স্পষ্ট করিয়া কহিলাম, অতঃপর ধ্যান ও সমাধির সহকারী ধারণার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ করুন।

ধারণা।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

অদ্বিতীয় বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা।

অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের যে অভিনিবেশ তাহাকেই ধারণা কহা যায়।

বস্তুতঃ যাহাতে চিত্ত অবধারণ করিয়া ধ্যান করিতে হয় তাহাকেই ধারণার বিষয় কহা যায়। সগর্ভ ও অগর্ভ ভেদে ধারণা দুই প্রকার। এতন্মধ্যে সপ্ত মুখবিশিষ্ট অনন্ত নাগের ক্রোড়ে বিষ্ণু শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এবং বিষ্ণুর নাভিপদ্মের উপরিভাগে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উপবিষ্ট; এতদ্রূপ যে একখানি শাস্ত্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ আছে * তাহাই সগর্ভ ধারণার প্রতিকৃতি। সপ্তম অধ্যায়ে যে দুইটি সূক্ষ্ম দেহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে দেহটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কাবধি মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, ধমনী-নির্ম্মিত সেই দেহটিকে সপ্ত মুখবিশিষ্ট অনন্তনাগ বলিয়া জানিবেন। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও বদন কমল এই সাতটি ইন্দ্রিয়দ্বার অনন্ত নাগের সপ্ত মুখ। অর্থাৎ ঐ সাতটি ইন্দ্রিয়দ্বার পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মদেহে ধমনীদ্বারা সম্বন্ধ আছে। আর যে দেহটি হৃদপিণ্ডহইতে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সেই দেহটিকে অনন্ত নাগের ক্রোড়ে শয়িত বিষ্ণু বলিয়া জানিবেন। যদি কেহ এমত আপত্তি করে যে, "প্রথম দেহটি নাগ বলিয়া কথিত হইবার কারণ কি?,, তবে তাহার উত্তর এই যে; অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দর্শন করিলে পুরুষের এক ফোঁটা বীর্য্যমধ্যে যে চারি পাঁচটি সর্পা-

* এতদ্দেশে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকারের নির্ম্মিত যে একখানি অনন্তদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত আছে তাহার ভাব বিশুদ্ধ নহে, যেহেতুক ঐ প্রতিমূর্ত্তির পুরোভাগে যে সাতটি মুখ আছে তাহাই যথার্থ পশ্চাদ্ভাগে যে কতকগুলি মুখ অঙ্কিত আছে, সেইগুলি অশুদ্ধ। পাদরি ওয়াৰ্ড সাহেব ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দেবালয়স্থিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির আদর্শসহ হিণ্ডু রিলিজন (হিন্দুধর্ম্ম) নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থে যে একখানি অনন্তদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে সেইগুলি বিশুদ্ধ।

ক্কৃতি দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই সর্পাকার দেহই স্ত্রীলোকের গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে২ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়। দুই তিন মাসের গর্ত্ত দর্শন করিলে দৃষ্ট হইবেক যে, তন্মধ্যে হস্ত পাদহীন প্রায় সর্পাকার বা বেঙাচির ন্যায় একটি দেহ রহিয়াছে। তদনন্তর স্ত্রী লোকের রজোদ্বারা ক্রমে২ ঐ দেহটি হস্ত পাদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যাকারে পরিণত হয়। যদিও ঐ সর্পাকার দেহটি পুরুষের দেহহইতে বিনির্গত হইয়া স্ত্রীগর্ত্তে প্রবিষ্ট হওত মনুষ্যাকারে পরিণত হয় বটে, তথাচ মস্তিষ্ক স্থানাবধি মূলাধার স্থানপর্য্যন্ত যাবজ্জীবন ঐ দেহটি প্রায় সর্পাকারই থাকে। এই দেহমধ্যে অহঙ্কার সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অহং জ্ঞানযুক্ত জীব নানা প্রকার অথচ সংখ্যাতীত (অনন্ত অপরিমিত) এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা জীবকে অনন্ত নাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

•অপিচ বাইবেল শাস্ত্রে সর্পের প্ররোচনায় ইব নাম্নী নারী উদ্যানের মধ্যস্থিত সদসজ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া পাপপঙ্কে পতিত হইল বলিয়া যে লিখিত আছে. তাহারও অর্থ এই যে, সর্পাকার মনের বাক্যে (ইচ্ছানুসারে) বুদ্ধিরূপা নারী একেবারে মুগ্ধা হইয়া দেহরূপ উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল (দেহের ঠিক মধ্যস্থিত ইন্দ্রিয়সুখ) ভোগ করিলেন। এতন্নিমিত্ত জগদীশ্বর ইব নারীকে বলিলেন যে, " যে হেতুক তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াছ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়াছ, অতএব তুমি বেদনার সহিত বহু কষ্টে গর্ভমোচন করিবা এবং আদমকেও কহিলেন " অতঃপর তুমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ভোজন (ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ) করিবা!

সে যাহা হউক, যে দেহটি হৃদপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেহটিতে চক্ষুঃ কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয়-দ্বার নাই; কিন্তু তন্মধ্য জগদীশ্বর (বিষ্ণু) সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করিয়া জীবের সমুদায় দৈহিক কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। দেহের যে স্থানে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, জগদীশ্বর একমাত্র ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ হইতে সেই২ দ্রব্য

উৎপন্ন করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ এবং জীবের ইচ্ছানুসারে গমনাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, এই জন্যে শাস্ত্রকারেরা এই দেহটিকে বিষ্ণু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! জগদীশ্বর যদি সমুদায় কার্য্য পরিচালন করেন, তবে কি জীবের কিছুমাত্র কৃতিসাধ্য নাই?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! জীব যৎকালে স্বভাবের অধীন হইয়া কোন প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হয়, তৎকালে জগদীশ্বর স্বয়ং তাহার কৃতিসাধ্যরূপে পরিণত হয়েন। অর্থাৎ কারণদেহের আন্দোলন ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত জীব গমনাগমন ও বাক্যকথনাদি কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন না, সুতরাং শক্তিরূপে জগদীশ্বর সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিন্তু জীবের ইচ্ছাকেই সেই সমস্ত কার্য্যের কারণ বলিয়া জানিবেন। এই স্থলে কোন্ মহাজনের রচিত একটি গীত শ্রবণ করিয়া সন্দেহ নিরাশ কর।

তাল্ আড়া ঠেকা।

"সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
আপনার কর্ম্ম আপনি কর, লোকে বলে করি আমি॥
কারেও বা দেও পঙ্গু করে; পারে গিরি লঙ্ঘিবারে;
কারেও বা দেও শিবত্ব পদ; কারেও কর অধোগামী॥"

জগদীশ্বর যে কেবল জীবের ইচ্ছানুসারে তাহার কৃতিসাধ্যরূপে পরিণত হয়েন, এমত নহে। জীবের ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি তাহার পাপ পুণ্যানুসারে সুখ দুঃখ বিধান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন তুমি নিদ্রিত হও (অথবা জাগ্রত থাক) তখন তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তের গতিবিধি কার্য্য কে পরিচালন করেন? এবং নিদ্রাকালীন ঈশ্বরধারণা রহিত হইবামাত্র তোমার দুইটি মনঃ (মনোবুদ্ধি উভয়ে) স্বাধীন হইয়া যখন তাহার একটি মন ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করে, তখন অন্যটি (যে মনটির মধ্যে অহঙ্কার থাকে সেইটি) ব্যাঘ্র দৃষ্টে ভয়ে পলায়ন করিতে থাকে; কিন্তু মস্তিষ্ক স্থানে ঐ দুইটি দেহের পরস্পর

সংযোগ থাকাতে তাহার একটি মনঃ কোনক্রমে পলায়নপর বা লুক্কায়িত হইতে পারে না। অর্থাৎ স্বপ্নকালে কেহ কখন পলায়ন বা আত্মগোপন করিতে সক্ষম হয়েন না। প্রত্যুতঃ যখন অত্যন্ত ভয়ে অভিভূত হয় তখন চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে ধারণ পূর্ব্বক তত্তুভয়ের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া অহঙ্কারকে মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। এতদ্রূপ স্বপ্ন-ত তোমরা বহু দিবস অনুভব করিয়াছ। অতএব সমস্ত কার্য্য জগদীশ্বর যে পরিচালন করিতেছেন তাহাতে সংশয় কি আছে?

অবোধভট্ট। মহাশয়! আপনার মতে জগদীশ্বর যদি স্বয়ং চুরি করিতেছেন, ডাকাইতি করিতেছেন, মিথ্যা কথা কহিতেছেন; তবে আবার মনুষ্যগণ যে কেন তাহার ফল ভোগ করে, তাহা বোধগম্য হইতেছে না, আপনি এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিউন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! বুদ্ধিমান ইংরাজ বাহাদুরেরাও এই মতের প্রতি যখন দোষারোপণ করিয়া থাকেন, তখন এ সকল বিষয় বোধগম্য করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। বেদশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে বলিয়া আমি যে ইহা প্রকাশ করিতেছি কেবল তাহা নহে; কিন্তু শক্তিরূপে সমুদায় কার্য্য জগদীশ্বর যে স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছেন তাহা অপরোক্ষে জ্ঞাত হইয়া কহিতেছি, অতএব এতদ্বিষয়ে তুমি কোন প্রকার সংশয় করিও না। ভাল, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি তুমি এক ব্যক্তিকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া শক্ত্যভাবে অন্য এক ব্যক্তির সাহায্যে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হও; তবে বিচারানুসারে হত ব্যক্তির প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাণদণ্ড হওয়া বিধেয় তাহা তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া দেখ। এতন্নিয়মে জগদীশ্বর জীবের ইচ্ছানুসারে তাহার শক্তিরূপে সমুদায় কার্য্যের পরিচালক হইলেও জীবগণ যে তাহাদিগের সদসৎ কার্য্যের ফলভাগী হয় তাহা তোমার প্রত্যক্ষরূপে বোধগম্য হইতে পারিবেক।

হে মহাশয়গণ! এক্ষণে যে প্রকারে সগর্ভ ধারণার ফল লাভ করিতে

হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। অনন্ত নাগের ক্রোড়ে যে ভাবে বিষ্ণু শয়ন করিয়া আছেন, এবং বিষ্ণুর নাভিপদ্মের উপরিভাগে যে ভাবে ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সাধক ধ্যানদ্বারা (অন্তর্মুখচিত্ত হইয়া) দুই ঐ সূক্ষ্মদেহকে অনন্ত ও বিষ্ণুস্বরূপ এবং আপনাকে (অহঙ্কারকে) ব্রহ্মাস্বরূপ ভাবিয়া ক্রমেং দেহাভিমান পরিত্যাগ করিবেন। যদি সর্ব্বতোভাবে দেহাভিমান পরিত্যক্ত না হয়, তবে ব্রহ্মার চারি দিগে যে ভাবে চারিটি মুখ আছে সাধক অবিকল সেই ভাব ধারণ করিয়া অখণ্ডমণ্ডলাকার পরমাত্মাকে চিন্তা করিতেং তাঁহাতেই (অখণ্ড মণ্ডলাকার আকাশমধ্যে) আপনি লয়প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাবে থাকিবেন। কিছুদিন এইরূপ স্থিরভাবে থাকিতেং যদ্যপি তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে প্রণব (ওঁ) শব্দ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ সূত্রকর্ত্তন সময়ে চরকাহইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হইয়া থাকে, সেই প্রকার অবিচ্ছেদ (দীর্ঘ ঘণ্টার শব্দের ন্যায়) শব্দ উচ্চারিত হয়* ; তবে তিনি সেই শব্দে মনঃসংযোগ করিয়া সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে লক্ষ্য করত সর্ব্বব্যাপি ভাব ধারণ করিবেন। তথাচ শাস্ত্রে—

প্রণবোধনুঃ শরহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ প্রণবকে ধনু ও জীবাত্মাকে (মনকে) শর এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম পদার্থকে লক্ষ্যস্থানস্বরূপ বিবেচনা করিয়া অপ্রমত্ত ভাবে জীবাত্মারূপ শরকে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যস্থানে বিদ্ধ করত ব্রহ্মময় হইয়া অবস্থিতি করিবেন। সূক্ষ্মদেহের ঐ ওঁ শব্দকে ইংরাজ ব্যবচ্ছেদকেরা "মস্কিউলার ব্রুক্স" বলিয়া নাম প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপ স্থিরভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতেং যখন তাঁহার সেই ভাব অপগত হইবে তখন তিনি জানিতে পারিবেন যে, আমি যে আনন্দসলিলে অবগাহন করিয়া আনন্দময় হইয়া ছিলাম তাদৃশ আনন্দ কস্মিনকালেও উপভোগ করি নাই। ফলতঃ সেই আনন্দ পদার্থই পরমাত্মা, প্রথমতঃ প্রকৃতির সহিত সূক্ষ্মদেহের ওঁ শব্দরূপে সবিকল্পে প্রকাশিত

* সাধকের অঙ্গ স্পর্শ করিলে ঐ শব্দ অন্য ব্যক্তির বোধগম্য হয়।

হইয়া তৎপরে নির্ব্বিকল্পরূপে প্রকাশিত হয়েন। ঐ শব্দের অববোধার্থ মহাদেব ও বলরামের হস্তে শিঙ্গা এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বাঁশী আছে; নচেৎ কুচনী বা গোপিনীদিগের মনোরঞ্জনার্থ নহে। কুচনী ও গোপিনীকে পরমার্থতঃ প্রকৃতি বলিয়া জানিবেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যে শ্রীবৎসলাঞ্ছন নামক চিহ্ন আছে তাহা কি প্রকার, এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? ইহা আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! তুমি যদি আমার বক্তৃতার মর্ম্মানুসারে সাধনা করিয়া জগদীশ্বরকে অপরোক্ষরূপে জ্ঞাত হইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আর এ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না। তুমি শাস্ত্রসিদ্ধ যে বিষয়ের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা স্বয়ং জানিতে পারিবে। ভাল, সম্প্রতি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে চতুর্দ্দল পুষ্পের ন্যায় যে একটি চিহ্ন আছে শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ চিহ্নটি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের যে স্থানে অঙ্কিত আছে, মনুষ্যের হৃদয়ের ঠিক সেই স্থানের অভ্যন্তরে ঐ আকারে আকারিত হৃদপিণ্ড বা অন্তঃকরণ রহিয়াছে। সেই চারি অংশে বিভক্ত অন্তঃকরণমধ্যে জীবের রক্ত গমনাগমন করিতেছে। ঐ রক্ত কোন্ অংশহইতে কোন্ অংশে গমন করিতেছে, ইহা যিনি যখন স্থিরচিত্তে অনুভব করিতে পারিবেন, তিনি তখন আপনাকে প্রশান্তচিত্ত বলিয়া অবগত হইবেন। অপিচ বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ নামক যে একটি মণি আছে তাহা যে প্রয়োজনোদ্দেশে শাস্ত্রকারেরা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিয়া কহিব না। যিনি দিবানিশি ধ্যান ধারণা সমাধিপ্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিবেন, তিনি আপন হৃদয়মধ্যে সেই মণি দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন! এই আমি আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎস লাঞ্ছনের কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম;

অতঃপর দুই তিন সপ্তাহ দিবানিশি যে ধারণায় ধ্যান সাধন করিলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন।

এতদ্দেশে অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া যে একখানি শাস্ত্রসিদ্ধ হরগৌরীর প্রতিমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রতিমূর্ত্তিতে যে ভাবে দক্ষিণার্দ্ধে মহাদেবের ও বামার্দ্ধে ভগবতীর দেহ অঙ্কিত রহিয়াছে, সাধক ঠিক সেই ভাবে আপন দেহের অর্দ্ধাংশে থাকিয়া (অভিমান রাখিয়া) অপরার্দ্ধাংশে জগদীশ্বরকে চিন্তা করিবেন। দুই তিন সপ্তাহ এতদ্রূপ ধারণায় ধ্যান করিতে২ যখন তাঁহার সূক্ষ্মদেহের একটি (টিক২) শব্দ অনুভূত হইবেক, তৎকালে তিনি সেই শব্দ কোন্ স্থানে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতেছে তাহা উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত হরগৌরীরূপে কখন বামাঙ্গে কখন বা দক্ষিণাঙ্গেও অহঙ্কারের সহিত অবস্থিতি করিবেন। ঘটিকাযন্ত্র হইতে যে প্রকার টিক২ করিয়া শব্দ নির্গত হয়, জীবের দুইটি সূক্ষ্ম দেহহইতে অবিকল সেই প্রকার শব্দ সর্ব্বদা নির্গত হইতেছে। রক্তের গতিবিধিদ্বারা হৃদপিণ্ডে যে শব্দ উৎপন্ন হয় আমি আপনাদিগকে সে শব্দের কথা কহিতেছি না। এ শব্দ মূলাধার স্থানে দুইটি সূক্ষ্ম দেহহইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই শব্দের সহিত রক্তের গতিবিধি শব্দের অনেক বিভিন্নতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের শব্দ ও রক্তের গতিবিধিশব্দ বিশেষরূপে ভিন্ন২ হইয়া প্রকাশিত হয়। সূক্ষ্ম দেহের ঐ দুইটি শব্দের অববোধার্থ মহাদেবের হস্তে ডম্বুর নামক একটি বাদ্যযন্ত্র আছে; যে যন্ত্র দুই দিগহইতে যোড়া২ করিয়া শব্দ উৎপন্ন করে।

কতিপয় দিবস ঐ শব্দে মনঃসংযোগ করিলেই স্থূল সূক্ষ্মদেহমধ্যে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত ঊর্দ্ধাধোভাবে কারণদেহ যে নৃত্য করিতেছেন ইহা অনুভূত হয়। তদনন্তর কৌশলক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়ামদ্বারা যখন২ কারণদেহকে অচল করিতে পারা যায় তখন২ ঐ শব্দ লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই২ সময়েই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা অনুভবগম্য হয়েন। ইংরাজ ব্যবচ্ছেদকেরা কারণদেহের ঐ নৃত্য ক্রিয়াকে জার্কিং নাম প্রদানপূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে, ঐ ক্রিয়া রহিত হইলেই,

মনুষ্যের মৃত্যু হয়। অপিচ ৺গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব গোস্বামী মহাশয় স্বীয় রচিত অমৃতরসাবলি নামক গ্রন্থে কারণদেহ বিষয়ে এতদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে " চিনিলে যদি ধরিতে পারে। জীবন থাকিতে তখনি মরে॥ পুনঃ সে বাঁচয়ে আপন গুণে। যাহার হইয়াছে সেই তা জানে॥" এবং আমিও কত দিবস রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে কারণদেহের নৃত্যক্রিয়াকে অচল ভাবে রাখিয়া প্রাতঃ কালে প্রবুদ্ধ হওত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। অর্থাৎ ঐ আট নয় ঘণ্টা কাল আমার এক মিনিট বলিয়াও বোধ হয় নাই; অথচ আমি নিদ্রিতও হই নাই। সুতরাং ঐ নির্ব্বিকল্প অবস্থাকে এক প্রকার মৃত্যু বলিলেও বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঐ দুই শব্দকে ভ্রমরা ভ্রমরী বলিয়া কোন এক মহাজন একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন শ্রবণ করুন। যথা—

" গুরু আমায় দিয়েছেন এক মন।
আমার ভাঙলে চটকা হয় চেতন॥
আমার দেহভূমি ছিল শ্মশানবন,
গুরু এসে কর্লে সিংহাসন; তাতে
ভ্রমরা ভ্রমরী বিরাজ করে দেহ কর্লে
বৃন্দাবন"॥ ইত্যাদি

যে প্রকারে ঐ দুইটি শব্দ এক সপ্তাহের মধ্যে জ্ঞাত হইয়া কারণ-দেহকে জানিতে পারা যায় তাহার একটি কৌশল গুরু-পরম্পরায় এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ সহস্র জ্ঞানগুরুর মধ্যে দুই এক জন তাহা অবগত আছেন। এবং আমিও সেই কৌশল কোন মহা-জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

বোধাচার্য্য। কেন মহাশয়! যদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হয়, এমত শ্রুত বিষয় প্রকাশ করিতে বাধা কি আছে?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! এক্ষণে আমি তোমাকে যে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে

আর আগ্রহ প্রকাশ করিও না। ভারতবর্ষের বিখ্যাত কোহিনুর নামক মণি অধুনা ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তগত হওয়াতে তদ্দ্বারা তিনি আপন মুকুট সুশোভিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেক আম্রবৃক্ষের আম্র ফল সমূহ জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এক্ষণে যদি কহিনুর মণিসদৃশ হইয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হয়, তবে কি ইংলণ্ডেশ্বরী কহিনুর মণিকে আর মুকুটে স্থান দান করিবেন? বোধাচার্য্য! উৎকৃষ্ট রত্নকে যত্নপূর্ব্বক গোপন করিতে নীতিবিদেরা ভূয়২ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; যেহেতু তদ্দ্বারা উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন সিদ্ধি ও তৎ সহ রত্নেরও মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, নচেৎ তাহার গৌরব বৃথা হয়।

হে মহাশয়গণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সগর্ব্ভ ধারণার বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া কহিলাম, এক্ষণে অগর্ব্ভ ধারণার বিষয় এতদ্রূপে সহস্রবার কহিলেও কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতুক তাহাতে ধ্রুবতারা এবং অশ্বিনীপ্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র দর্শনদ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও অন্য কএকটি নক্ষত্র রাশি এবং শনি মঙ্গল বৃহস্পতিপ্রভৃতি গ্রহগণকে অগ্রে দর্শন করিতে হয়। কেননা ঐ সমস্ত গ্রহ নক্ষ-ত্রাদির গতিবিধিদ্বারা সময়ে২ কারণদেহের আন্দোলনক্রিয়ার ভাবা-ন্তর বুঝিতে পারা যায়। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা প্রতিপদ অষ্টমী ও দ্বাদশীপ্রভৃতি কএকটি তিথিকে পরমার্থ সাধনার্থ প্রশস্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ঐ২ তিথিতে স্ত্রীসহবাস ও অধ্যয়নাদি করাও নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যাহা হউক, এক্ষণে বাক্যদ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন (গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করাণ) হইতে পারে না। অতএব যিনি অগর্ব্ভ ধারণার বিষয় জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইবেন, অথবা যিনি ইংরাজী এটলাসে অঙ্কিত সমুদায় নক্ষত্র রাশি দর্শন করিতে চা-হেন তিনি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুণ ও চৈত্র এই ছয় মাসের প্রতি সোমবারে কলিকাতায় আমার নিকট আগমন করিলে সূর্য্য-ভোগ্য রাশিভিন্ন অন্য একাদশ রাশিস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন সহকারে

অগর্ভ ধারণার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে সমাধির বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন।

সমাধি।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! অগ্রে ধ্যান ধারণাদ্বারা সূক্ষ্ম দেহমধ্যে জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইতে না পারিলে সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে অথবা অনন্ত অপরিমিত ব্রহ্মপদার্থকে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কেহ সমাধি সাধন করিবেন না। সোপানদ্বারা যেমন ক্রমেং ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, তদ্রূপ প্রথমে ধ্যান ধারণাদ্বারা আপন মন ও মনোমধ্যস্থিত জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইতে পারিলে পরমাত্মা একং বার অনুভবগম্য হয়েন। তদনন্তর বহু দিবস পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যরূপ (অগর্ভ ধারণায়) সমাধি সাধন করিতেং যখন সাধকের চিত্ত একেবারে দ্রবীভূত হইয়া যায় তখন পরমাত্মা স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং সেই সময়াবধি পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধন করিলে ভাল হয়। নচেৎ সমাধি সাধন করিলে আপন চিত্তশুদ্ধিব্যতীত পরমাত্মার অথবা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, শম দমাদি সাধন সম্পত্তি * ও মুমুক্ষুত্ব এই চারি প্রকার বিশেষণযুক্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

এই স্থলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি ভাবও উত্তমরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। অর্থাৎ যিশু (জগদীশ্বর) কহিয়াছিলেন যে, আমিই আমার পিতার গৃহের দ্বারস্বরূপ, সুতরাং আমার নিকট দিয়া গমন না করিলে কোন ব্যক্তি আমার পিতার (পরব্রহ্মের) সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

ধ্যান ও সমাধি প্রায় এক প্রকার বটে, তবে তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ধ্যানকালে সাধকের এতদ্রূপ বোধ থাকে যে, আমি জগন্নাথের

* শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা।

আকৃতিস্বরূপে হৃদয়ে স্থিত হইয়া (অন্তর্মুখ চিত্ত হইয়া) ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি জগদীশ্বরকে ধ্যান করিতেছি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ জগদীশ্বরই আমার ধ্যেয় বস্তু। কিন্তু যে কালে সাধক জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া পরমাত্মাকে মেঘান্তর্গত চপলার ন্যায় একং বার অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন, অর্থাৎ পুর্ব্ব কথিত অতীন্দ্রিয় সুখপদার্থকে যিনি যখন একং বার নিশ্চল অথচ সর্ব্বব্যাপীরূপে বোধগম্য করিতে সক্ষম হয়েন তৎকালে তিনি সেই অচল পরমাত্মাকে ভাবনা করিতেং যতক্ষণ তাঁহার মন লয়প্রাপ্ত থাকে, অর্থাৎ তাঁহার ধ্যেতা ও ধ্যান এই দুই বিষয়ের জ্ঞান না থাকিয়া কেবল তিনি ধ্যেয় বস্তু পরমাত্মস্বরূপে যতক্ষণ অবস্থিতি করেন, ততক্ষণ তাঁহার সেই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যে প্রকার স্থিরভাবে থাকে, তদ্রূপ নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে সাধকের অন্তঃকরণ (মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদির সহিত নিশ্বাসবায়ু) নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে।

সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। এতন্মধ্যে নির্ব্বিকল্পক সমাধির বিষয় আমি আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া কহিলাম, এক্ষণে সবিকল্পক সমাধির লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। নির্ব্বিকল্পক সমাধি সাধন করণার্থে যখন সাধকের মন অগর্ত্তক ধারণায় অবস্থিতি করিয়া অখণ্ড মণ্ডলাকার পরমাত্মার ভাব অবলম্বন করে, তৎকালে সাধকের চিত্তমধ্যে যে একং বার গ্রহ নক্ষত্রাদির অবয়ব স্ফুর্ত্তি হয় বা তাহার পরেও সেই ভাব থাকে, তাহাকেই সবিকল্পক সমাধি কহা যায়। অর্থাৎ তৎকালে সাধকের চিত্ত একেবারে লয়প্রাপ্ত না হইয়া পুনঃং গ্রহনক্ষত্রাদির রূপ ধারণ করত বিকল্পে অবস্থিতি করে; সুতরাং তাহাকে সবিকল্পক সমাধি অথবা এক প্রকার সূক্ষ্ম ধ্যান বলিলেও বলা যায়। এই আমি আপনাদিগের নিকট বন্ধুভাবে ধ্যান ধারণা ও সমাধিপ্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগ সাধনের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিলাম। শাস্ত্র হইতে কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ পূর্ব্বক বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই;

যেহেতু তদ্দ্বারা সাধকের অন্তঃকরণে নানা প্রকার ভাবোদয় হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে যাহারা সত্য বাক্যের প্রতি লক্ষ না করিয়া কেবল কতক গুলি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিতে ভাল বাসে, তাহারা দুই আনা মূল্যের এক খানি হনুমানচরিত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক কবিতা শিক্ষা করিয়া মানসিক ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিবেন। আজি কালি উত্তর-পূর্ব্বদেশে প্রতি মাসে ন্যূনাধিক পাঁচ শত হনুমানচরিত্র গ্রন্থ বিক্রীত হইতেছে!! দক্ষিণপশ্চিম দেশের নিমিত্ত অদ্যাপি কোন গুণপুরুষ মেড়াচরিত্র গ্রন্থ রচনা করেন নাই বলিয়া তত্তদ্দেশের বীর পুরুষেরা বহুমূলে তাল ঠুঁকিয়া মানসিক ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন!!

হে মহাশয়গণ! দুইটি বস্তুর একত্র হওয়ার নাম যোগ। সুতরাং এস্থলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যরূপ সাধনকেই যোগসাধন কহা যায় এবং তাহার অনুষ্ঠান যে প্রকারে করিতে হয় তাহা আমি আপনাদিগকে এক প্রকার বর্ণনা করিয়া কহিলাম। এক্ষণে বেদান্ত বাক্য শ্রবণ মনন ও তদ্বিষয় নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা যে প্রকারে পরব্রহ্মের স্বরূপতা লাভ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারা যায়, তাহা আপনারা স্বীয়২ দীক্ষাগুরুর নিকট অথবা শাস্ত্র পাঠ করিয়া অবগত হইবেন। কেননা, আমি কএক বৎসরাবধি সমাধি সাধন করিয়াও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; সুতরাং সত্যধর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদানার্থ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেবল শাস্ত্র-সাহায্যে তদ্বিষয় আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। ফলত এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে, সংসারে থাকিয়া তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। এতন্নিমিত্ত মুনি ঋষিগণ নির্জ্জন বনপ্রদেশে অথবা পর্ব্বতের গুহামধ্যে অবস্থিতি করিয়া সমাধি সাধন করেন। অধিকন্তু মহাভারতেও এতদ্রূপ বর্ণিত আছে যে, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী সিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করিলেন, কিন্তু বিষয়াসক্ততা-নিমিত্ত ব্যাসদেব তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

হে মহাশয়গণ! এক্ষণে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যে সহজ ব্যাপার নহে, তাহা আপনারা এক প্রকার শাস্ত্রবাক্য দ্বারা জ্ঞাত হইলেন। অতএব পরমার্থ-জ্ঞানরত্নাকর গ্রন্থের পরিশিষ্টে জগদানন্দ ব্রাহ্মভ্রাতার প্রতি যে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত কি না, ইহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ইতি পরমার্থ সাধন (অষ্টাঙ্গ যোগসাধন) কথন
নামক অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

[সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় আপনার বক্তৃতা এক প্রকার শেষ করিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিশেষ জ্ঞানার্থ এক্ষণে যাহা কহিতেছেন পাঠক মহাশয়েরা তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! আর্য্যশাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণার্থ আমি আপনাদিগের নিকট একটি বক্তৃতা করিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা এক প্রকার সমাধা করিলাম। এক্ষণে আপনাদিগের মনোমধ্যে যদি কোন সংশয় থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! কারণদেহের নৃত্য বা আন্দোলনকে আপ' যে সুখপদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার প্রমাণ কি?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! তুমি কি কখন আন্দোলনদ্বার সুখভোগ কর নাই? যদি না করিয়া থাক তবে কহিতেছি শ্রবণ কর। ক্ষীরকণ্ঠ বালকেরা দুগ্ধ পান করত মৃদু শয্যায় শয়ন করিয়া আহ্লাদে নৃত্য (হস্ত পদ আস্ফালন) করিতে থাকে, অথবা তাহাকে তুলিয়া দণ্ডায়মান করিলেও আপনি নাচিতে থাকে। কোন বালক

অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইলে তৎক্ষণাৎ ধেইং করিয়া নৃত্য করে। কোন মনুষ্যের কোন প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হইলেই তিনি হস্তপদ বা সমুদায় দেহ আন্দোলন করিতে থাকেন; এমত স্থলে অনেক কৃতবিদ্য লোকেও এককালে দুইটি হস্ত নাড়িয়া অথবা হাততালি দিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন। কোন বালক রোদন করিলে পরিচারকেরা তাহাকে আন্দোলন করিয়া হৃষ্টচিত্ত করে। বৈষ্ণবগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতেং হৃষ্টচিত্ত হইলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। দূরদেশ-জাত পক্ষীসমূহ (কাকাতুয়া নুরি চন্দনা প্রভৃতি) ঋতুবিশেষে হৃষ্টচিত্ত হইলেই পুরোভাগে আন্দোলিত হইয়া থাকে। স্ত্রীসম্ভোগ-কালে যে আনন্দ ভোগ করা যায়, তাহাও তেজঃ সহকারে দুই চারিবার জীবাত্মার আন্দোলন ক্রিয়া মাত্র। যদি কেহ ভ্রান্তি-বশতঃ সেই সুখকে বীর্য্যস্খলন নিমিত্ত বলিয়া আপত্তি করে, তবে তাহার উত্তর এই যে, বীর্য্যস্খলনে যদি সুখলাভ হইত, তবে প্রমেহরোগির অধিক পরিমাণে সুখোৎপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই; বরং তদ্দ্বারা (বীর্য্যস্খলনদ্বারা) প্রমেহরোগির বিলক্ষণ দুঃখ বোধ হইয়া থাকে ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অপিচ সকলেই কহিয়া থাকে যে, ফলনা আহ্লাদে নেচে বেড়াইতেছে এবং সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বিবিধ প্রকার দোলনা সুখোৎপাদিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এতাবতা প্রকৃতির আন্দোলন-ক্রিয়াতে যে সুখপদার্থ প্রকাশিত হয় তাহার শতং লৌকিক প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! কারণদেহের আন্দোলন-ক্রিয়াতে যে সুখ-পদার্থ প্রকাশিত হয়েন, তিনি পরমাত্মা কি জগদীশ্বর, এতদ্বিষয়ে আমাদিগের গুরুতর সংশয় রহিয়াছে। অতএব ঐ সুখপদার্থ পরমাত্মা কি জগদীশ্বর তাহা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! প্রকৃতি সংযুক্ত ঐ সুখপদার্থ অহঙ্কারের সহিত প্রকাশিত হইলে জীবাত্মা নচেৎ তিনি জগদীশ্বর, অতএব কারণদেহের আন্দোলনক্রিয়া অবগত হইতে পারিলেই সাধ-

কের অপরোক্ষরূপে জগদীশ্বরকে জানা হইল। অপিচ ঐ সুখ-পদার্থ যখন অচল অথচ সর্ব্বব্যাপীরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখন তিনি পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ সুখস্বরূপ চৈতন্য পদার্থ যখন সবিকল্পরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখন তিনি জীবাত্মা অথবা ব্যষ্টি জগদীশ্বর এবং নির্ব্বিকল্পরূপে প্রকাশিত হইলেই পরমাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! মন ও বুদ্ধি এতদুভয়কেও আপনি মজ্জা ও মেদোধাতুতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব ইহাঁরাও সুখস্বরূপ জগদীশ্বর বলিয়া কথিত না হয়েন কেন? অপিচ জগদীশ্বর ও জীবচৈতন্য এতদুভয়কেও আপনি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু জীব ও ঈশ্বর এতদুভয় যদি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়েন, তবে তদুভয়ের মধ্যে নিয়ন্তৃ নিয়ম্য ভাব থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই সকল বিষয়ে আমাদিগের গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের ঐ দুইটি সংশয় অপনোদন করিয়া চিরস্মরণীয় হউন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান, নচেৎ এতদ্রূপ প্রশ্ন অন্য কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম হয়েন না। যাহা হউক, উপযুক্ত সময়ে আমি যে বিষয় কহিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম সে বিষয় তোমার স্মরণ থাকাতে আমি তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রহ্মের তটস্থাশক্তি যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, যদ্দ্বারা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে তিনি বিশুদ্ধ (কেবল সত্ত্বগুণ) ও অবিশুদ্ধ (রজস্তমো মিশ্রিত সত্ত্বগুণ) এতদুভয় অংশে বিভিন্না হয়েন। শাস্ত্রে প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশকে মায়া বা বিদ্যা এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশকে অবিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতন্মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে (মায়া বা বিদ্যাতে) প্রতিফলিত যে চৈতন্য তিনি ঈশ্বর ও অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে (অবিদ্যাতে) প্রতিফলিত চৈতন্য জীব বলিয়া কথিত হয়েন। বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ উপাধি থাকাতে জগদীশ্বর মায়াকে বশীভূত করিয়া জগৎ

সৃজনপূর্ব্বক তাহার আধিপত্য ভোগ করিতেছেন, এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশতা-নিমিত্ত জীব মায়ার অধীন হইয়া সদসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এতন্নিমিত্ত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ; ঈশ্বর নিয়ামক, জীব নিয়ম্য; ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, জীব সৃষ্ট বস্তু; ঈশ্বর সেব্য, জীব সেবক; ঈশ্বর জগদ্ব্যাপী, জীব দেহব্যাপী; কিন্তু ঐ জীব বিদ্যাদ্বারা (কেবল সত্ত্বগুণাবলম্বনদ্বারা) অবিদ্যাকে জয় করিয়া জগদীশ্বর পরমাত্মা অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদার্থকে জ্ঞাত হইতে পারিলে তত্তচ্চৈতন্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্যাদ্বারা যে অবিদ্যাকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা আপনারা লৌকিক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বস্তুত একমাত্র অনন্ত অপরিমিত ব্রহ্ম চৈতন্য প্রকৃতির আধাররূপে প্রকাশিত হইয়া পরমাত্মা, প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে প্রতিফলিত হইয়া জগদীশ্বর, প্রকৃতির অবিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে প্রতিফলিত হইয়া জীব, জীবের মেদোধাতুর সহিত প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধি ও মজ্জাধাতুর সহিত প্রকাশিত হইয়া মনঃ বলিয়া কথিত হয়েন। এতন্মধ্যে কোন২ শাস্ত্রে পরমাত্মা ও জগদীশ্বর এক পদার্থ বলিয়া বর্ণিত আছেন। আবার সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে জগদীশ্বর ও জীবাত্মা এতদুভয়ও এক পদার্থ। এক্ষণে আমি আপনাদিগের এতদ্বিষয়ের সন্দেহ নিরাশার্থ মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কহিতেছি শ্রবণ করুন।

মহাভারত।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

এক পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

"জন্মেজয় কহিলেন, তপোধন! পুরুষ এক না বহু? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে, এবং সকলের উৎপত্তি স্থানই বা কে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে যেমন ঘট-পটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেই রূপ পরমাত্মাই সমস্ত পুরুষের কারণরূপে অভিহিত হন। এক্ষণে আমি তপঃপরায়ণ পরম পূজনীয় মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছেন, সেই সর্ব্ববেদ-প্রথিত এই সত্য বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আমার গুরু মহর্ষি বেদব্যাস সংক্ষেপে পুরুষের একত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই স্থলে ত্রৈম্ব্যকব্রহ্মসম্বাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে. তুমি অবহিত মনে উহা শ্রবণ করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে স্বুবর্ণসপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা* প্রতিদিন ঐ পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকী অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তাঁহার ললাটদেশ-সমুৎপন্ন ভগবান মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশপথ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরাৎ কমলযোনির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিলোচনকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহারে গ্রহণপূর্ব্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন এবং তাঁহারে বহুকাল বিলম্বে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, মহাবাহো! কেমন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত। এক্ষণে তোমার তপ ও বেদাধ্যয়নেরত কুশল।

রুদ্র* কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার তপ ও

* বৈদিক মতে ব্রহ্ম বীর্য্যরূপী ও রুদ্র মনোরূপী এবং ব্রহ্মলোক মস্তক ও বৈজয়ন্ত শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ধ্বজ। এতদনুসারে পাঠক মহাশয়েরা এই ইতিহাসটির যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইবেন।

বেদাধ্যয়নের কুশল। সমস্ত জগৎও নির্ব্বিঘ্নে আছে। আমি ব্রহ্ম-লোকে আপনার বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলাম। এক্ষণে আপনারে এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমার মনে যাহার পর নাই কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে। কেননা বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কারণে এই পর্ব্বতবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্তে সেই সুরাসুরসেবিত, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাশূন্য, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পর্ব্বতবাস করিতেছেন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পর্ব্বতে বাস করিয়া একাগ্রমনে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বহু সংখ্যক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু আপনি যাঁহারে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে? আমার এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিবারণ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র! আমি বহু পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা যথার্থ বটে এবং বেদমধ্যেও ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষের চিন্তা করিতেছি তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের কারণ। ঐ সমস্ত পুরুষেরা ঐ বিরাটহইতে উদ্ভূত হইয়া সাধনবলে নিগুর্ণ হইতে পারিলে সেই নিগুর্ণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! পণ্ডিতেরা ভগবান নারায়ণকে শাশ্বত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কি তুমি,

কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহারে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়-সম্পন্ন শম দমাদি বিহীন মূঢ়দিগের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সমুদায় লোকের শরীরে অবস্থান করিয়াও শুভাশুভ কার্য্য সমুদায়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষিস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইতে পারি না। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভুজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরম সুখে সর্ব্বদেহে বিচরণ করিতেছেন। শরীররূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় ও কিরূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। আমি সাঙ্খ্য, বিধি ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্ব চিন্তায় তৎপর হইয়াছি, কিন্তু কোনরূপেই সেই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আত্ম জ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন এক মাত্র হুতাশন বিবিধরূপে প্রজ্বলিত হন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান, শুভাশুভ কার্য্য এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই নির্গুণ হইয়া থাকেন। যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর

পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের* একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। যোগবিদ্ পণ্ডিতেরা সেই পরম পুরুষ পরমাত্মারে জীবাত্মাহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাংখ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতেরা পরমাত্মারেই নির্গুণ, সর্ব্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্র যেমন সলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। জীবাত্মা কখন মোক্ষ প্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন। তাঁহারে লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেব মনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ একমাত্র। সেই সর্ব্ব-প্রকাশক পুরুষই মন্তা ও মন্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্ত্তা ও রসনীয়, ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রেয়, স্পর্শকর্ত্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দর্শনীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষহইতেই মহত্তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহারেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনিই সমুদায় বৈদিক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লোকে তাঁহারই প্রীতি সাধনার্থ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ তাঁহারেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন। আমি সেই নারায়ণহইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভগবান নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। জীবাত্মা আত্মজ্ঞান-প্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায় লীন হইয়া

* মনের সহিত বুদ্ধি, বুদ্ধির সহিত অহঙ্কার, এবং অহঙ্কারের সহিত চিত্তের।

থাকেন। হে পুত্র! সাঙ্খ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরমতত্ত্ব ব। চ
আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।"

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! এই আমি আপনাদিগকে মনো বুদ্ধি জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিশেষ ও অবিশেষ এতদুভয় তত্ত্ব প্রকাশার্থ দুই অধ্যায় মহাভারত (সিংহ মহোদয়ের বিরচিত মহাভারতের সারসংগ্রহ করিয়া) শ্রবণ করাইলাম, সম্প্রতি আর কোন বিষয়ে যদি কোন সংশয় থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! সূর্য্যমণ্ডলে যে জগদীশ্বর বিরাজমান আছেন ইহা আপনি মহাভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি প্রবন্ধদ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অতএব তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া আমাদিগের সংশয়াপনোদন করুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় শান্তিপর্ব্বীয় মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে, " মোক্ষধর্ম্মে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যতগুলি প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ক বৈদিক মতের মীমাংসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সুতরাং যদি কাহারো জগদীশ্বরে বিদিত হইবার অভিলাষ থাকে, যদি পরলোক ও পরিণামের তত্ত্বজ্ঞ হইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে এই মহাভারতেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন।" ইহা কি তোমরা পাঠ কর নাই?

বোধাচার্য্য। মহাশয়! আমরা পুনঃ২ মহাভারত পাঠ করিয়াও সিংহ মহোদয় কোন্ প্রবন্ধের উদ্দেশে ভূমিকায় যে ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। অতএব সেই প্রবন্ধ কহিয়া আপনি আমাদিগের বুভুৎসা নিবৃত্তি করুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! আপনারা যদি চক্ষুঃ থাকিতে অন্ধ ও কর্ণ থাকিতে বধির এবং বুদ্ধি থাকিতে নিতান্ত অবোধের ন্যায় না হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তবে তৎক্ষণাৎ জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া ভক্তিদ্বারা ক্রমে২ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়েন। ভাল, এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা

করিতেছ তাহা সিংহ মহোদয়ের বিরচিত মহাভারতহইতে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কহিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

মহাভারত

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়াবধি মোক্ষধর্ম্মের শেষপর্য্যন্তের সারসংগ্রহ।

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! "ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ভীষ্মদেবের মুখে নারায়ণ-মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! আপনি আমার নিকট সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, অধুনা আশ্রমবাসিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সকল আশ্রমেই স্বর্গাপবর্গ-প্রদ নানাবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি বিবিধ প্রকার উপায়াবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্মক্রিয়া কদাচ নিষ্ফল হয় না। এতন্মধ্যে যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে পর, দেবরাজ তাঁহারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! আপনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষির ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন, সুতরাং আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনি যদি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। দেবর্ষি নারদ দেবরাজকর্ত্তৃক এতদ্রূপে অভিহিত হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

চতুষ্পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

পূর্ব্বে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরস্থ মহাপদ্ম নগরে অত্রিবংশ সম্ভূত সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদপারদর্শী, সত্যানুরক্ত অতিশয় সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং ন্যায়পথে অবস্থিতি করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতেন। ঐ সদ্বৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল। কালক্রমে পুত্রগুলি উপযুক্ত হইলে পর ঐ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্ট সমাচরিত ধর্ম্ম এই তিন প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহার কোন প্রকার ধর্ম্ম আমার পক্ষে কল্যাণকর, এক্ষণে আমি কোন্ ধর্ম্মই বা অবলম্বন করিব। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বহু দিবস অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। কিছু কাল পরে এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলে তিনি যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অতিথি সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মিত্রভাবে আপনারে কিছু কহিতেছি আপনি অনন্য মনে তাহা শ্রবণ করুন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সমস্ত ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মময় ভেলা কোথায় পাইব? এক্ষণে আপনি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া আমারে কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপথে নিয়োগ করুন।

ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ এতদ্রূপ কহিলে মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় আমারও কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে; কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। ইহলোকে কোন মাহাত্মা মুক্তির, কেহ২ বা যজ্ঞফলের, সবিশেষ প্রশংসা করেন এবং কেহ২ গার্হস্থ্য, কেহ২

বানপ্রস্থ, কেহ২ রাজধর্ম্ম, কেহ২ জ্ঞানধর্ম্ম, কেহ২ গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম ও কেহ২ বাক্‌সংযমকে প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকেন। কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ২ অহিংসা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, কেহ২ সত্য প্রতিপালন, কেহ২ সম্মুখযুদ্ধে দেহপরিত্যাগ, কেহ২ উঞ্ছব্রত সাধন এবং কেহ২ বেদব্রত পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনবরত বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন২ সরলপ্রকৃতি মহাত্মা কুটিল ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবলোকে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন্! এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে কিন্তু কোন্‌টি শ্রেয়ঃ তাহা স্থির করিতে গিয়া আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

ষটপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ধর্ম্ম এইরূপ নিতান্ত দুরবগাহ বটে; কিন্তু আমার গুরুদেব আমারে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আপনার নিকট তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বসৃষ্টি সময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে স্থানে সুরগণ সমবেত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গোমতী তীরস্থিত নৈমিষারণ্যে একটি নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মপরায়ণ মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের হিত সাধন করেন এবং তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করুন। তিনি অবশ্যই আপনারে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন।

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অতিথি এই কথা কহিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য আমার যাহার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছে। এক্ষণে আপনি যেরূপ কহিলেন, আমি

অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। আপনি এই রজনী আমার আলয়ে অতিবাহিত করুন। প্রভাতে গমন করিবেন।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, সেই আগন্তুক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ন্যাসধর্ম্মের কথোপকথন করিতে২ দিবসের ন্যায় পরম সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার আলয়হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণও স্বজনগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই নাগরাজের আলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আবাসহইতে বহির্গত হইয়া নৈমিষাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে২ বিচিত্র বন, পর্ব্বত ও সরোবর সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক এক মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে সেই নাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ সেই নাগের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে নাগরাজ স্বীয় আবাসে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবৎসলা পতিব্রতা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমারে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন্।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার নিকট আমার কিছু প্রয়োজন নাই। মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তাঁহার দর্শন লাভ করিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্! আমার পতিরে এক বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যের রথ বহন করিতে হয়। এক্ষণে তিনি সেই নিয়মানুসারে আদিত্যের রথ বহন করিতে গমন করিয়াছেন। আ-

পনি পঞ্চদশ দিন এই স্থানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! আমি নাগরাজের দর্শন লাভের নিমিত্ত এই গোমতীতীরে নিরাহারে অবস্থান করিব। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তুমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হইও না।

ঊনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেই নাগরাজের ভার্য্যা, বন্ধু বান্ধব ও ভ্রাতৃগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীরবর্ত্তি বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া নিরাহারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ছয় দিন হইল এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না; এই বনে অনাহারে অবস্থান করিয়া আমাদিগের সমুদায় পরিবারকে অধর্ম্মে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদিগের প্রযত্নেই আমার আহার করা হইয়াছে। নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে নাগরাজ আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আহার করিব। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায় অবগত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিবায় দুঃখিত মনে স্বস্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর নিয়মিত কাল পরিপূর্ণ হইলে, পন্নগরাজ কৃতকার্য্য ও সূর্য্যকর্ত্তৃক সমনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদ প্রক্ষালনাদির নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নাগরাজ পতিব্রতা পত্নীকে সমীপে সমুপস্থিত দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে দেবতা

ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত ?

তখন নাগভার্য্যা কহিলেন, নাথ ! আপনি স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া আমারে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি নিমিত্ত আমি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত দেবতাদিগের পূজা ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। অদ্য পঞ্চদশ দিবস হইল এক ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোনরূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গোমতী-তীরে কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ মহাত্মা গমনকালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনারে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিয়াছি। অতএব এক্ষণে অবিলম্বে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

নাগপত্নী এইরূপ কহিলে, নাগরাজ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া কি স্থির করিয়াছ : তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মনুষ্যাকার ধারণপূর্ব্বক সমাগত হইয়াছেন।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে অবগত হইয়াছি তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্তভক্ত। অতএব নৈসর্গিক রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে ! আমার জাতি-নিবন্ধন কিছুমাত্র অভিমান নাই। অন্যান্য ভুজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান হই না। আমার যে নৈসর্গিক অল্পমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে

তোমার বচনানলে দগ্ধ হইয়াছে। অতঃপর আমি গোমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলিলাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতে সক্ষম হইবেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

অনন্তর ভুজগরাজ, ব্রাহ্মণ কোন্ কার্য্যানুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনেং ইহাই আন্দোলন করিতেং সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থে গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক আপনার এ স্থানে আগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন্। আপনি এই নির্জ্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্য্যানুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার আলয়ে শুনিলাম, তিনি সূর্য্যের নিকট গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেই রূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহারই ক্লেশ ও অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাগের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন; আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন্, আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আমি পরমাত্মারে জ্ঞাত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অনুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি শশাঙ্ক-কর-সঙ্কাশ আত্ম প্রকাশিত যশঃ সমু-

হদ্দ্বারা আপনারে প্রখ্যাত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সূর্য্যলোকে গমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনারে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলে পশ্চাৎ আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিব।

ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি পর্য্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন। যদি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

নাগ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান ভাস্কর বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তাঁহাহইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে। তাঁহাহইতে সমীরণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয় পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিরূপে পরিণত করিয়া প্রজাগণের হিত সাধনের নিমিত্ত বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উহাঁর রশ্মিজালে দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন। পরমাত্মা উহাঁর মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। উহাঁর শুক্র নামে কৃষ্ণবর্ণ একটী রশ্মি আছে*। ঐ রশ্মি জলদরূপে নভোমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। দিবাকর বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে বারি বর্ষণ করেন, আট মাস কিরণজাল-দ্বারা পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন। অনাদি-নিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত

* যে রাশিতে শুক্র থাকে সেই রাশিতে চন্দ্র বৃহস্পতি শনিপ্রভৃতি কোন গ্রহ আগত হইলেই আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত ও অল্প পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং যে সময়ে শুক্রের নিকট দুই তিনটি গ্রহ আগত হয় সেই সময়ে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া থাকে; ইহা আমি অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কোন কোন বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ অথবা পৌষ মাঘ মাসে যে অতিশয় বৃষ্টি হয় তাহার কারণ এই।

থাকিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাও শ্রবণ করুন্। একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণ জাল বিস্তারপূর্ব্বক লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন; এমন সময়ে আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাষণপূর্ব্বক গগণতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন সূর্য্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহারে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিলে তিনিও দিনকরের সম্মানরক্ষার্থে স্বীয় দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিলেন। তৎ-পরে তিনি গগণতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার আর কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিল-ক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন, ইনি কে?

চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূর্য্য কহিলেন, তোমরা এই যেঁ তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অসুর নহেন। ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তি ব্রতসিদ্ধ মহর্ষি। ইনি উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ এবং সলিল পান, উঞ্ছবৃত্তিব্রত ধারণ, স্বর্গফল কামনা ও সংহিতাপাঠদ্বারা মহাদেবের প্রীতি সম্পাদন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতিশয় নিরীহ ও সর্ব্বভূতের হিতাভিলাষী। যাঁহারা সদ্গতি লাভ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব অসুর ও পন্নগ-মধ্যে কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

হে ব্রহ্মন্! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছেন।

পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই। আপনার অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে সৎপথ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনি ভৃত্য প্রেরণ করিয়া মধ্যেং আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্! স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি যে নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেই আপনি আমারে সম্ভাষণ করিয়া গমন করিবেন। এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমারে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই। যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি? আপনাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। দেবগণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। যখন কি আপনি, কি আমি, কি অন্যান্য প্রাণিগণ সকলকেই একমাত্র পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাতে ও আমাতে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহার আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, পূর্ব্বে আমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে আপনি পরম সুখে কাল যাপন করুন, আমি চলিলাম। অতঃপর আমি পরমার্থ লাভের প্রধান সাধন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিব, সন্দেহ নাই।

ষটষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ নাগরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথাহইতে প্রস্থান করিয়া দীক্ষা লাভের অভিলাষে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে উঞ্ছবৃত্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমত মহর্ষি চ্যবন জনকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করেন। পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। পরশুরামের সহিত আমার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় বসুগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমারে আশ্রমীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।"

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে যে পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, তাহা কএক অধ্যায় মহাভারতদ্বারা প্রতিপন্ন করিলাম। সূর্য্য নারায়ণদেব যে এই জগতের অধিপতি এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ভূমিকাতে যে ঈশ্বরে বিদিত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনারা এক প্রকার জ্ঞাত হইলেন। এক্ষণে আপনাদিগের মনোমধ্যে যদি কোন সংশয় থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! নাগরাজ কে? এবং তিনি যে বৎসরের মধ্যে কেবল এক মাস সূর্য্যের রথ বহন করেন ইহার তাৎপর্য্যই বা

কি ? এবং সূর্য্যের এক চক্রা রথই বা কি প্রকার ? ইহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে ঐ তিন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিউন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! পরমারাধ্য মহর্ষি ব্যাসদেব বাহ্য পদার্থের সহিত দৈহিক পদার্থের সমন্বয় দেখাইবার নিমিত্ত দ্বিজরাজকে (চন্দ্রমণ্ডলকে) নাগরাজ এবং জ্যোতিঃপদার্থকে সূর্য্যের রথ ও পৃথিবীকে ঐ রথের চক্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন চক্র আবর্ত্তিত না হইলে রথের গতি হয় না তদ্রূপ পৃথিবী আবর্ত্তিত না হইলে সূর্য্যের উদয়াস্ত দৃষ্ট হইতে পারিত না। আর জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাশিচক্র খানি বর্ষচক্র বলিয়া কথিত আছে। যেহেতু দৃষ্টতঃ সূর্য্যের (যথার্থতঃ পৃথিবীর) দ্বাদশ রাশি ভোগ হইলেই সম্বৎসর পরিপূর্ণ হয়, অতএব ঐ রাশিচক্রই বর্ষচক্র। এক্ষণে দ্বিজরাজ সার্দ্ধ সপ্তবিংশতি দিনে ঐ রাশিচক্র একবার পরিভ্রমণ করেন বলিয়া বৎসরে এক মাস (চান্দ্রমাস) সূর্য্যের রথ বহন করা সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ চন্দ্র মেষরাশিহইতে গমন করিয়া সমুদায় রাশি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মেষরাশিতে আগমন করিতে যে ২৭॥ দিন হয়, তাহাকেই চান্দ্রমাস কহা যায়, এবং ঐ ২৭॥ দিনে সূর্য্য বা পৃথিবীর যে এক রাশি ভোগ হয়, আকর্ষণ-সূত্রে তৎসহ চন্দ্রেরও এক রাশি ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ এক রাশি ভোগের কাল ২॥ দিন ধরিয়া লইলে ২৭॥ দিনের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিংশদ্দিবস (সৌর মাস) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। চান্দ্র মাস ও সৌর মাসে এই বিশেষ থাকাতেই প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর তদুভয়ের ঐক্যতা বিধানার্থ শাস্ত্রকারেরা মলমাসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বস্তুত জীবের দেহমধ্যে বাম ও দক্ষিণাঙ্গ আশ্রয় করিয়া চন্দ্র দিবা নিশি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মায়াচক্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহা পদ্ম পুরাণে বর্ণিত আছে। রতিশাস্ত্র ও সম্ভোগ-রত্নাকর গ্রন্থে তিথিবিশেষে দেহস্থিত চন্দ্রের স্থানবিশেষে যে অবস্থিতির বিবরণ লিখিত আছে, বোধ হয় তাহাও পদ্মপুরাণহইতে সঙ্কলিত। এই আমি আপ-

নাদিগের নিকট নাগরাজের (চন্দ্রের) বর্ষমধ্যে সূর্য্যের এক মাস রথ বহন করার বিষয় স্পষ্ট করিয়া কহিলাম, সম্প্রতি দেহস্থিত নাগরাজ (চন্দ্র) ও তাহার পত্নীই বা কে, তাহা আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়া কহিয়াছি; সুতরাং এ স্থলে আর পুনর্ব্বার কহিবার প্রয়োজন নাই। যিনি দেহমধ্যস্থ জগদীশ্বরের (কারণদেহের) সহিত সূর্য্যমণ্ডলের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইবেন, তিনি অগ্রে দেহস্থিত নাগরাজের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যত্নবান হউন।

ইতি শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন নামক নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।



[শ্রোতাগণের মধ্যে যাহারা নাস্তিক তাহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সুবোধসিদ্ধান্ত মহাশয় অবোধভট্টের প্রশ্নানুসারে পুনর্ব্বার যাহা কহিতেছেন, পাঠক মহাশয়গণ তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! বেলা শেষ হইতেছে, আমি ত্বরায় স্বস্থানে গমন করিব। অতএব আপনাদিগের মধ্যে এখনও যদি কাহারো কোন বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

অবোধভট্ট। মহাশয়! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা যে এক জন পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন, এতদ্বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় রহিয়াছে। কেননা আমার বোধ হয়, যে প্রকার বৃক্ষের বীজহইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, জীবগণের বীর্য্যরূপ বীজ হইতেও সেই প্রকারে জীব সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পরমেশ্বরের

অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। অতএব আপনি কোন উৎকৃষ্ট প্রমাণদ্বারা আমার এই গুরুতর সংশয় নিরাকরণ করুন্।

সুবোধ সিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! সাতকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণপূর্ব্বক সীতা কাহার ভার্য্যা বলিয়া প্রশ্ন করার ন্যায় তোমার এই প্রশ্ন শ্রবণে আমি সমধিক দুঃখিত হইলাম। হায়! পূর্ব্বাবধি তুমি যদি নাস্তিক ছিলে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে যদি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, তবে তুমি উপযুক্ত সময়ে ইহা জিজ্ঞাসা কর নাই কেন? যাহা হউক, এক্ষণে তোমার তুল্য অবোধ জনগণের নিমিত্ত আমি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন বিষয়ে প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণদ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা নিরূপণ করিয়া কহিতেছি; তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিয়া উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে বুদ্ধিরূপ জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আধ্যাত্মিক প্রমাণ।

ওহে অবোধ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার এই যে শরীর ইহা পাঞ্চভৌতিক; অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত। কিন্তু মৃত্তিকাদি ঐ পঞ্চ মহাভূতের কোন এক ভূতেও চৈতন্য নাই*; অথচ ঐ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত এই যে তোমার ক্ষুদ্র দেহ, ইহাতে চৈতন্য থাকা উপলব্ধি হইতেছে, যাহাকে জীবাত্মা বলা যায়। ভাল, যখন পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের কোন এক ভূতেও চৈতন্য নাই তখন ঐ পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাংশদ্বারা বিনির্ম্মিত এই যে তোমার ক্ষুদ্র দেহ, ইহাতে কোথা হইতে কি প্রকারে চৈতন্য আগত হইল? এক্ষণে বিচার করিলে এই শারীরিক চৈতন্য বিষয়ে দুইটী কোটি উপস্থিত হইতে পারে; অর্থাৎ হয়ত ঐ পঞ্চভূত একত্রে

* চৈতন্যপদার্থ সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সকল ভূতে সমভাবে বিরাজিত আছেন, কিন্তু যে পদার্থের জীবচৈতন্য আছে জীবলোকে তাহাই সচৈতন্য বা সজীব বলিয়া কথিত হয়েন।

মিলিত হইলেই তন্মধ্যে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। না হয়ত, সকল দেহের পৃথক২ চৈতন্যের (পৃথক২ জীবের) আমূল কোন এক বৃহৎ অপার মহিম চৈতন্য আছেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটী কোটির মধ্যে প্রথম কোটি প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণদ্বারা* অপ্রমাণ হইতে পারে। কেননা, ভিন্ন২ দ্রব্য মিশ্রিত হইলে যে গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক দ্রব্যের স্বাভাবিক যে গুণ থাকে তাহার মতই হয়; কিম্বা প্রত্যেক দ্রব্যের গুণের হ্রাস কি বৃদ্ধি অথবা অন্য প্রকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কদাচ তাহার বিপরীত হয় না। যেমন গন্ধক পীতবর্ণ ও পারদ শ্বেতবর্ণ; কিন্তু এই দুই বস্তু মিশ্রিত করিলে কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলী অথবা রক্তবর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়। কিন্তু বর্ণের বিপরীত হয় না, অর্থাৎ গন্ধক ও পারদের শ্বেত পীত বর্ণ রহিত হইয়া এককালে বর্ণাভাব জন্মে না। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ, পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ ইহার প্রত্যেক ভূতে যখন চৈতন্যের অভাব দৃষ্ট হইতেছে, তখন ঐ পাঁচ ভূত জড় পদার্থ। সুতরাং ঐ পাঁচ প্রকার জড়ের সংযোগে জড়ত্বের অভাব যে চৈতন্য তাহার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এতাবতা প্রথম কোটি যদি অসিদ্ধ হইল, তবে দ্বিতীয় কোটি প্রমাণ রহিল, অর্থাৎ এই সকল পৃথক২ দেহস্থ পৃথক২ চৈতন্যের আমূল কোন এক বৃহৎ অপারমহিম চৈতন্য আছেন, তিনিই সর্ব্বব্যাপী এবং তাঁহাহইতে শারীরিক পঞ্চভূতের অবস্থা বিশেষে জীব চৈতন্যের আবির্ভাব হয় ও অবস্থান্তরে সেই মহান্ চৈতন্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ওহে অবোধ! সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য পদার্থকেই তুমি পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার কর।

* প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণ এই প্রকার, যথা— রামদাস শ্যামদাসপ্রভৃতির মৃত্যু দর্শন বা শ্রবণ করিয়া হরিদাসের মৃত্যু না দেখিলেও অনুমানদ্বারা এরূপ নিশ্চয় বোধ হয় যে রামদাস শ্যামদাসের ন্যায় হরিদাসও এক দিবস মহানিদ্রায় অভিভূত হইবেন।

আধিভৌতিক প্রমাণ।

সুবোধ সিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্তাবিষয়েও দুইটি কোটি উপস্থিত হইতে পারে; অর্থাৎ হয়ত ইহার আদি ছিল, না হয়ত ইহার আদি নাই, চিরকাল সমানভাবে আছে। এতন্মধ্যে তুমি প্রথম কোটি অবলম্বন করিয়া যদি বল "জগতের আদি ছিল;" তবে তোমার প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জগতের আদি ছিল, তবে সেই আদি অবস্থার পুর্ব্বে অবশ্যই কোন সত্য পদার্থ ছিলেন; যাঁহার কার্য্য এই জগৎ। সুতরাং সেই আদি অবস্থায় যিনি এই অচিন্ত্য অনুপম বিশ্ব-সংসার বিরচন করিয়াছেন, তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার কর।

আর যদি দ্বিতীয় কোটি গ্রহণ কর; অর্থাৎ এই বিশ্বের আদি নাই, অনাদি, চিরকাল সমানভাবে আছে বল; তবে এই অচিন্ত্য অনাদি বিশ্বকার্য্যের সমকালীন কোন এক অনাদি অনন্ত শক্তিমান কারণ আছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। যেহেতুক কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বাক্য। সুতরাং অনাদি কালাবধি যিনি এই জগতের স্থাপয়িতা ও নির্ব্বাহক তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস কর।

আধিদৈবিক প্রমাণ।

সুবোধ সিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, এই আকাশপদার্থ * অনন্ত ও অপরিমিত। এই অপরিমিত আকাশে সহজ দৃষ্টির দ্বারা অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পারি, তাহাতে গ্রহ নক্ষত্রাদি অসংখ্য অবয়ব দেখিতে পাই। আর ঐ আকাশস্থ অবয়বসমুহ অতি বেগে আপন আপন বিশেষ২ পথে গমন করিতেছে ইহাও প্রতি দিবস অনেকের নয়নগোচর হইতেছে। অধিকন্তু ঐ সকল নক্ষত্র ও বুধ

* যে পদার্থকে সাধারণ লোক আকাশ কহে তাহাই পরমাত্মা, আকাশ সৃষ্ট বস্তু, সুতরাং অপরিমিত নহে।

শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ এরূপ দ্রুত গমনেও একটি অবয়ব অন্য একটিতে সংলগ্ন হইয়া ভগ্ন হইতেছে না, বরং একটি জীবদেহের হস্ত পদ মস্তকাদি পৃথক২ অবয়বের ন্যায় ঐ সমস্ত গ্রহাদি পরস্পর অন্যোন্যের অনুকূল ও আশ্রয় হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে ঐ আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির গমনের প্রতি কারণ বিষয়ে দুইটি কোটি উপস্থিত হইতে পারে। অর্থাৎ হয়ত ঐ সকল অবয়বের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে জীবাত্মার ন্যায় এক একটী শক্তি আছেন, যদ্দ্বারা জীবদেহের ন্যায় উহারা আপন আপন দেহ স্বয়ং পরিচালন করিয়া উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে। আর তাহা না হয়ত উহাদিগের বহিঃস্থায়ী কোন শক্তি অবশ্যই আছেন, যিনি নৌকা অথবা গাড়ীর ন্যায় উহাদিগকে (সমুদায় গ্রহ নক্ষত্রদিগকে) সুনিয়ম পরিচালিত করিতেছেন। এক্ষণে সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রথম কোটিটি কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেননা, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ঐ সমস্ত নক্ষত্রাদি অবয়ব সমূহ পৃথক২ হইয়াও যেন একটী যন্ত্রের ন্যায় গমন করিতেছে। অর্থাৎ যেমন মনুষ্যাদি জীব শরীরের হস্ত পদ মস্তকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পৃথক২ হইলেও গমনাদি কালে কেহ কাহারো ব্যাঘাত না জন্মাইয়া পরস্পর অনুকূল ও আশ্রয়ভাবে গমন করে, তদ্রূপ ঐ সকল আকাশস্থ অবয়বও অনুকূল ও আশ্রয়ভাবে গমন করিতেছে। অতএব যেমন এক শরীরের হস্ত পদাদি ভিন্ন২ অবয়বের প্রয়োজন ও শক্তি ভিন্ন২ হইলেও গমনাদি ক্রিয়াতে সমুদায় শরীরব্যাপী এক শক্তিকে মানিতেছে; যাঁহাকে জীবাত্মা বলা যায়, তদ্রূপ ঐ সকল গ্রহ নক্ষত্রাদি পৃথক২ অবয়বের প্রয়োজন ও শক্তি পৃথক২ হইলেও গমনাদি ক্রিয়াতে তাহাদিগের সমুদায় শরীরব্যাপী এক মহান্ শক্তিকে মানিতে হইবেক। যাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়া সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানীলোকমাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

ওহে অবোধ! এই আমি তোমার নিকট আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন বিষয়ে প্রত্যক্ষমূলক অনুমান

প্রমাণদ্বারা প্রাচীন মুনি ঋষিগণের মতানুসারে পরমেশ্বরের সত্তা নিরূপণ করিলাম। এক্ষণে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে তোমার দৃঢ় জ্ঞান হইল কি না, তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

অবোধভক্ত। মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে আমার যে সংশয় ছিল, তাহা আপনার বক্তৃতানলে সম্প্রতি দগ্ধ হইল। এক্ষণে যে প্রকারে জগদীশ্বরকে দর্শন করিতে পারা যায়, তাহা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে অবোধ! যে প্রকারে দেহমধ্যে ব্যষ্টি জগদীশ্বরকে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা আমি শাস্ত্রবাক্যের সহিত ঐক্যতা রাখিয়া যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া কহিয়াছি, সম্প্রতি তোমার স্মরণার্থ পুনর্ব্বার সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর।

সাধক শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের সহিত মনেতে লয় প্রাপ্ত করিয়া অন্তর্মুখচিত্ত হওত দেহমধ্যে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ জগদীশ্বরকে দিবা নিশি অনুসন্ধান বা ধ্যান করিবেন। এই প্রকারে অনুসন্ধান করিতে২ যখন তাঁহার ঈশ্বরপ্রবণ চিত্ত সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্ম্মলীকৃত হইবেক, তখন জগদীশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবেন। অর্থাৎ তখন তাঁহার এতদ্রূপ বোধ হইবেক যে, আমি আনন্দনীরে ভাসমান হইয়া আন্দোলন সহকারে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছি, যে আনন্দ আমার সমুদায় নিরানন্দকে নিরাকৃত করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। ঐ আনন্দ পদার্থই জগদীশ্বর বা পরমাত্মা।

যদি কেহ একাগ্রচিত্ত হওত প্রতিদিবস পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল সাধনা করেন, তবে তিনি বহুকালে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। কিন্তু যিনি সাধ্যানুসারে একাগ্রচিত্ত হওত দিবানিশি সাধনা করিবেন, তিনি সত্যানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, সদাশয় অথচ বুদ্ধিমান্ হইলে দুই মাসের মধ্যে আপনার কারণদেহ ও তৎসহ সূর্য্যমণ্ডলের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহাশয়গণ! এই আমি আপনারদিগের নিকট আত্মীয়ভাবে সনাতন ধর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদানার্থ বক্তৃতাদ্বারা কিঞ্চিৎ নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া কহিলাম। এক্ষণে আপনারদিগের অন্য কোন বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

ইতি বিচাররূপ জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা পরমেশ্বর দর্শন নামক দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়

[সম্প্রতি সুবোধ সিদ্ধান্তের বাক্যানুসারে বোধাচার্য্য যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পাঠক মহাশয়েরা তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্।]

বোধাচার্য্য। মহাশয়! এক্ষণে এই বঙ্গদেশের স্থানে২ মেলেরিয়া নামক এক প্রকার জ্বররোগ মারিভয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর প্রজা ক্ষয় করিতেছে। এতন্নিমিত্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের মনে সুখ নাই। বিশেষতঃ মনুষ্যের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল না থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান বা অন্য কোন মহদ্বিষয়ে চিত্ত ধাবিত হয় না, এতাবতা অনেকেই বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতেছেন। অধিকন্তু যাহারা মেলেরিয়ার হস্তে পতিত হইয়া বহু কষ্টে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিকৃত কলেবর অবলোকন করিলেও সরলচিত্ত ব্যক্তিবর্গের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঐ জ্বরের প্রভাবে কত শত গৃহস্থ যে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে এবং এক্ষণেও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর কিছু দিবস উহার এতদ্রূপ প্রাদুর্ভাব থাকিলে বোধ হয় এই সোনার বঙ্গদেশ এককালে জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লূ-

কাদি হিংস্র জন্তুগণের আবাসস্থল হইয়া উঠিবে। যাহা হউক, কোথা হইতে ঐ রোগ কি প্রকারে এতদ্দেশে আগত হইল এবং কি প্রকারেই বা উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়, আপনি তাহা আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! মেলেরিয়া নামক যে জ্বর (আকাশ বা বায়ুবিকার) তাহা এতদ্দেশের প্রাচীন রোগ; তবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে মেলেরিয়া বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগসমূহ মারিভয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর প্রজাক্ষয় করিতেছে তাহার নিগূঢ় কারণ আমি আপনাদিগকে দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া বহিয়াছি। সম্প্রতি ঐ সমস্ত রোগোৎপত্তির স্থূল বিবরণ (যাহা তোমাদিগের বোধগম্য হইতে পারিবেক তদ্বিষয়) কএক দফায় কহিতেছি আপনারা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহার প্রতীকার করিতে সত্বরে যত্নবান্ হউন, নচেৎ শমনভবনে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

১। আর্য্যশাস্ত্রমতে ম্লেচ্ছ সংস্পৃষ্ট দূষিত জল চিরকাল অশুদ্ধ, সুতরাং তাহা পান করা অবিধেয়। বেদশাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যে সমস্ত প্রতারকেরা কল্পিত সাধু নাম ধারণপূর্ব্বক দূষিত জল পান করিতে বিধি দেন, তাঁহারা আর্য্য নহেন।

২। সময়ক্রমে কোন উপায়ে লবণ বিশুদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা ম্লেচ্ছদেশহইতে আনীত এবং এতদ্দেশেও যবনাদিদ্বারা প্রস্তুতীকৃত হইতেছে। যেহেতুক সাধারণ লবণ পদার্থ লবণাক্ত জল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুতীকৃত হয়, অতএব তাহা শোধন করিয়া ভক্ষণ করা বিধেয়। এতন্নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা সৈন্ধব লবণকে বিশুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। যাঁহারা অহিফেণ ভক্ষণ করেন, তাহারা জল ও বস্ত্রদ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। যেহেতুক তাহা ম্লেচ্ছ সংস্পৃষ্ট ও তন্মধ্যে ক্ষুদ্র২ লৌহশলাকা দৃষ্ট হয়। ঐ শলাকা উদরে প্রবিষ্ট হইলে আমাশয়ে বিদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রকার রোগোৎপাদন করে।

৪। যাঁহারা অকারণে ইচ্ছানুরূপ কারণ সেবন করেন, তাঁহারা

অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ করুন, নচেৎ যমরাজের আঁস্তাকুড়েও তাঁহা-দের স্থান প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ হইয়া উঠিবে।

৫। কতিপয় বৎসর গত হইল এতদ্দেশের আমড়াগাছে প্রায় পাতা থাকে না; এক প্রকার সবিষ কীট আসিয়া সমুদায় পত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ঐ কীটগুলি বরটীর ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কাল২ গোলাকার দাগ আছে। ছুরিকাদ্বারা উহাদের অর্দ্ধাংশ দেহ কাটিয়া ফেলিলেও উহারা কোন প্রকার যাতনা প্রকাশ করে না. বরং যে অর্দ্ধাংশে পাখা থাকে সেই অর্দ্ধাংশ উড়িয়া যায়। হস্তদ্বারা ধরিতে গেলে কিম্বা ধরিলেও পলাইবার চেষ্টা করে না। ভাল, ঐ নিরীহ বিষাক্ত কীটগুলি কোথাহইতে এতদ্দেশে আগত হইল এবং কি প্রকারে উহাদিগকে দূরীভূত করিতে পারা যায় আপনারা তা-হার কারণানুসন্ধানে ত্বরায় যত্নবান হউন। কতিপয় বৎসর গত হইল চুণেখালির আম্রহইতে বহু সংখ্যক কীট জাত হইয়া এত-দ্দেশের সমুদায় মিষ্ট আম্রকে দূষিত করিয়াছিল। এমন কি, ভাল আম্র কাটিবামাত্র তন্মধ্যে দুই একটি কীট ও প্রচুর পরিমাণে তাহা-দের মল দৃষ্ট হইত। আশ্বিন ও কার্ত্তিকে ঝড়ের প্রভাবে উহারা এতদ্দেশে প্রায় নির্ব্বংশ হইয়াছে।

৬। কতিপয় বৎসর গত হইল এতদ্দেশে এক প্রকার সবিষ শম্বুক আসিয়াছে। এই শম্বুকের দুইটি রসোৎপাদক শৃঙ্গ ও বৃহৎ বদন দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্তু অতিশয় বিষাক্ত, দিবানিশি শাকাদি বিবিধ প্রকার পত্র ভোজন করিয়া প্রচুর পরিমাণে মল ত্যাগ করে এবং যে স্থান দিয়া গমন করে উহাদিগের গাত্ররসদ্বারা সেই স্থানের তৃণ বৃক্ষ পত্রাদি সমুদায় পদার্থ বিষাক্ত হইয়া যায়। সেই সমস্ত বিষদ্বারা অনেক গো মনুষ্য পীড়িত হইতেছে। ভাল, ঐ জন্তু কোথাহইতে এতদ্দেশে আগত হইল এবং কি প্রকারেই বা উহারা দূরীভূত হইতে পারে আপনারা তাহার কারণান্বেষণে ত্বরায় যত্নবান হউন।

৭। এতদ্দেশের ক্ষুদ্র২ পুষ্করিণীতে প্রতি দিবস স্ত্রীলোকেরা প্রায়

দুই কলসীর অধিক মূত্র পরিত্যাগ করে, সুতরাং প্রতি বৎসর তাহাতে ৭৩০ কলসীরও অধিক মূত্র পতিত হয়। কিন্তু চৈত্র বৈশাখ মাসে সেই সকল পুষ্করিণীর প্রত্যেকটায় সহস্র কলসীর অধিক জল থাকে না। এতাবতা তৎকালে পুকুরের বারো আনা (সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ষোল আনা) জল মূত্র বলিয়া লোণতা হইয়া থাকে, এবং তদুপরি যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ানক এক প্রকার ছেতলা (শৈবাল) ভাসিয়া বেড়ায়। এতদ্দ্বারা যে এতদ্দেশের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিতে গেলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা বালককালে প্রতি বৎসর অনেক স্থানে অনেক লোককে নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু রেইলওয়ে হওয়াবধি অন্নাদি দ্রব্যসমূহ দুর্ম্মূল্য হইবায় প্রায় কোন স্থানে তদ্রূপ কাহাকেও নূতন পুষ্করিণী খনন অথবা পুরাতনের পঙ্কোদ্ধার করিতে দেখিতে পাই না। এতন্নিমিত্ত সেই সমস্ত পচা পুষ্করিণীহইতে বর্ষে২ কত শত প্রকার কোটি২ কীট ও বিষাক্ত বাস্প উৎপন্ন হইয়া এতদ্দেশে মারিভয়রূপে বিচরণ করত নিরন্তর যে কত লোকের প্রাণ সংহার করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিশেষতঃ বিসূচিকা বা ওলাউঠা নামক যে ভয়ানক ব্যাধি সে কেবল ক্ষুদ্র২ কীটমাত্র। ঐ কীটসমূহ মনুষ্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ী চ্ছেদন করিলেই দেহের সমস্ত রক্ত আমাশয়ে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জীর্ণ হওত ঊর্দ্ধাধোদেশে প্রধাবিত (পুনঃ২ ভেদ বমি) হইয়া থাকে। বশিষ্ঠপুরাণের সপ্তমাধ্যায়ে লিখিত আছে যে পুরাকালে কর্কটী নাম্নী প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্টা এক রাক্ষসী ছিল। সেই রাক্ষসী এক কালে তিন লক্ষ জীব ভক্ষণ করিত, কিন্তু তত্রাচ তাহার উদরের এক কোণও পরিপূর্ণ হইত না। এতদ্রূপে সেই রাক্ষসী দিন২ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া মনে২ এই প্রকার যুক্তি স্থির করিল যে, আমি এক্ষণে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারহেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করি। তদনন্তর সেই রাক্ষসী স্বকীয় মন্ত্রণানুসারে বহুকাল

তপস্যাদ্বারা লোকপতি ব্রহ্মার তুষ্টি সম্পাদন করিলে পর, তিনি যখন তাহাকে বরদান করিতে আগত হইলেন, তখন রাক্ষসী তাঁহারে প্রণামপূর্ব্বক করপুটে বিনীতভাবে কহিল " হে লোকপতে! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতরা, সম্প্রতি আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন " যেন আমার উদর পরিপূর্ণ হয়, আমি সূচিপ্রায় আকারবিশিষ্ট লৌহজীব হইয়া স্বেচ্ছানুসারে লোকের উদরে প্রবেশপূর্ব্বক ইচ্ছামত যেন রক্ত মাংস ভোজন করিতে পাই।"

রাক্ষসীর এতদ্বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা কহিলেন—

ব্রহ্মোবাচ।

এবমস্ত্বিতিতামুক্ত্বা পুনরাহ পিতামহঃ।
সূচিকাঃসোপসর্গত্বাং ভবিষ্যসি বিসূচিকা॥
দুর্ভোজনা দুরাবস্থা দুঃখদুঃস্থিত যশ্চ যে।
দুর্দ্দেশবাসিনো দুষ্টাস্তেষাং হিংসাং করিষ্যসি॥

অর্থাৎ তাহাই হউক, ব্রহ্মা ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে নিশাচরি! সূচিকা-উপসর্গহেতু অদ্যাবধি তুমি আমার বরে নানা উপসর্গযুক্ত বিসূচিকা ব্যাধি হইবে এবং যাহারা অশুদ্ধ দ্রব্য বা অতিশয় ভোজনাভিলাষী, অথবা যাহারা অগম্যাতে উপরত কিম্বা যাহারা অতিশয় দুঃখ নিমিত্ত সর্ব্বদা চিন্তাশীল অথচ কদর্য্য স্থানবাসী, অথবা যাহারা দূরতর দেশবাসী বা কদাচাররত ও অতিশয় দুরাত্মা হইবে, রক্তমাংস ভক্ষণহেতু তুমি তাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিসূচিকা ব্যাধিরূপে বিবিধ প্রকার হিংসা সাধন করিবে।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা ব্যাধিরূপা এই কর্কটী রাক্ষসীকে আর্য্যমহিলারা ওলাচণ্ডী বলিয়া পূজা করেন এবং বোধ হয় তদ্দৃষ্টে এতদ্দেশীয়া মুসলমানীরা ও হিন্দুস্থানীয়া যশোদারা ওলাউঠা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ওলাবিবি বলিয়া নাম প্রদান করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই সভ্য সময়ে ওলাচণ্ডী বা ওলাবিবির পূজা দিলে কোন ফল দর্শিবেক না ; বরং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া অর্থদ্বারা—অপার্য্যমাণে না হয় রক্ষাকালী এবং দলাদলি, ঢেলাঢেলি, ও

চলাচলির টাকা গুলি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা সমুদায় পচা পুকুর গুলি পরিষ্কৃত করিতে সত্বরে যত্নবান্ হউন, নচেৎ এককালে সকলকার গমনের নিমিত্ত পরকালের পথ প্রস্তুত হইবার আর বড় বিলম্ব নাই। হে মহাশয়গণ! আমি কটূক্তি সহ্য করিয়াও অনেক স্ত্রীলোককে পুষ্করিণীর মধ্যে মূত্র ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এক জনের কথায় ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন। হায়! কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! হে আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ! আপনারা প্রতি দিবস বেদনিন্দিত এই গর্হিত কার্য্যটি সচক্ষে দেখিয়াও স্ত্রীলোকদিগকে নিবারণ করেন না কেন? আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রধারি ভট্টাচার্য্যেরা কোথায়? ইহাঁরা যদি চিরকালই কৃত্রিম পণ্ডামি ও প্রকৃত ভণ্ডামি এবং অনর্থক ষণ্ডামি ও সার্থক মণ্ডামি লইয়াই কাল যাপন করিবেন, তবে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? বরং গবর্ণমেণ্টের শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক অনার্য্য কাহাকে কহে তাহার অর্থ শিক্ষা করুন্।

৮। নিমন্ত্রণাদি স্থানে অসময়ে ভোজন ও যাত্রা পাঁচালি শ্রবণার্থ রাত্রি জাগরণাদি দ্বারাও অনেক লোক পীড়িত হইয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বে এক প্রকার বলা হইয়াছে।

৯। যে দ্রব্য সচরাচর ভোজন করিতে না পাওয়া যায়, তাহা প্রাপ্ত হইলে হঠাৎ অধিক পরিমাণে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতুক তদ্দ্বারা রোগোৎপত্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

১০। বেশ্যা ও ম্লেচ্ছ যবনাদি দূষিত (আর্য্যধর্ম্ম-বহির্ভূত) লোকের অন্ন ভোজন করা অবিধেয়। উপরোধানুরোধে যিনি তাহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করেন্ তাঁহার সেই অন্ন জীর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া বিবিধ প্রকার রোগোৎপাদনের কারণ হয়।

১১। এতদ্দেশের প্রজাগণের বাটীর চতুষ্পার্শ্বে যে অনাবৃত স্থান আছে, একেত তাহাতে বিবিধ প্রকার বন জঙ্গলাদি জন্মিয়া সর্ব্বদা বায়ুকে দুষিত করিয়া রাখে, আবার সেই বনমধ্যে সকলেই মলত্যাগ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারাও সময়ে২ নানা স্থানের বায়ু দূষিত

হইয়া বিবিধ প্রকার রোগোৎপাদনের কারণ হয়। বিশেষতঃ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে জেলার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞানুসারে প্রজার বাটীর চতুর্দ্দিগে ওল কচু আশশাওড়া ও ভেরাণ্ডা প্রভৃতি যে সকল বন জঙ্গল কাটা হয়, সেই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি পচিয়া বিবিধ প্রকার রোগোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। কৃতবিদ্য সাহেবেরা এতদ্বিষয় জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্তে যে কেবল বর্ষাকালে বন জঙ্গল কাটিতে আজ্ঞা প্রচার করেন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি না। তবে এই মাত্র নিশ্চয় করিতে পারি যে, কতিপয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের স্থানে২ জ্বররোগদ্বারা যে শতং লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং সহস্রং লোক যে বিকৃত কলেবরে এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া কাল যাপন করিতেছে তাহার কারণ কেবল অসময়ে বনকাটা। আর একবার বলি, অসময়ে বনকাটা। আবার বলিব? বর্ষাকালে বন জঙ্গল কাটাইয়া বায়ু দুষিত করা মাত্র!!!

১২। বর্ষাকালে খানা ডোবা বিলাদি নিম্ন স্থানে যে সমস্ত তৃণাদি পচিয়া যায়, তদ্দ্বারা কার্ত্তিক মাসাবধি এক প্রকার যে গ্যাস উত্থিত (আকাশ বায়ু দূষিত) হয়, তাহাই মেলেরিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্দ্বারা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ এই কএক মাসে অনেক লোক পীড়িত হইযা থাকেন। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে অল্প পরিমাণে মেলেরিয়া উৎপন্ন হইত, এক্ষণে পচা পুকুরের শৈবালাদির সহায়তা-দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মারিভয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ঐ মেলেরিয়া নিবারণের নিমিত্ত কার্ত্তিক মাসের অমাবশ্যা তিথিতে পাঁকাটী (পাটকাটী) প্রভৃতি পোড়াইয়া আঁজুপুঁজু করিবার বিধি দিয়াছেন। বস্তুতঃ যে স্থানে মেলেরিয়া থাকে সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্ব-লন করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দেশের কৃষাণেরা গ্রীষ্মকালে মাঠের ধারে যে বন জঙ্গল ও বাঁশপাতা প্রভৃতি পোড়াইয়া তত্তৎ স্থানের বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন, কেবল তাহা না করিয়া তদ্দ্বারা যদি উপযুক্ত সময়ে স্বীয়২ আবাস স্থানেরও চতুর্দ্দিগের বায়ু বিশুদ্ধ করেন, তাহা হইলে মেলেরিয়া আর মারি-

ভয়ঙ্কর রূপে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। হে ধর্ম্মশাস্ত্রধারি ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! আপনারা যদি বেদের মর্ম্মানুসারে স্বদেশের উপকার সাধন করিতে নিতান্ত অক্ষম হইলেন, তবে ত্বরায় বেদের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মামীর মার খেলটি বজায় রাখিতে যত্নবান হউন। হায়! এতদ্দেশে যত বেদে (বেদ-এ!!!) ছিল, তাহারা কোন প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হইয়া বিলাত গমনপূর্ব্বক ধনাভাবে এতদ্দেশে পুনরাগমন করিতে না পারিবায় সেই স্থানেই পটোল তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কএক বৎসর অতীত হইল আমরা আর তত মামীরমার খেল দেখিতে পাই না*। হায়! কি বিড়ম্বনা! এতদ্দেশের লোকসমূহ এক্ষণে সেই বাজীওয়ালাদের অনুসন্ধান করিলেন না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ বেদের বিদ্যা সাহেবদিগের দ্বারা উন্নতিলাভপূর্ব্বক ভারতবর্ষে এক প্রকার নূতন বিদ্যা বলিয়া প্রকাশিত হইবেক। এবং বোধ হয় সেই সময়াবধি এতদ্দেশীয় ইয়ং বেঙ্গালেরা ইংরাজদিগকে সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়া দুই হস্তে সেলাম করিবেন।

১৩। পুরাকালে ব্যভিচারিণীকে শাস্ত্রানুসারে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইত বলিয়া এতদ্দেশে বেশ্যার সংখ্যা অত্যল্প ছিল। এক্ষণে ইংরাজাধিকারে ব্যভিচারিণীকে কোন প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হয় না, সুতরাং বেশ্যার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বিংশতি গুণ অধিক হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ষোড়শ বর্ষীয় যুবকাবধি পঞ্চাশদ্বর্ষীয় মনুজগণ যে কত প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালে শমনালয়ে গমন করিতেছে, ও কত শত জনগণ যে নির্বীর্য্য হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করিতেছে, ও কত শত ব্যক্তি যে দরিদ্রতা নীরে নিমগ্ন হইয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, ও কত লক্ষ গৃহস্থকে যে মুষ্টি ভিক্ষাদ্বারা বৃদ্ধ বেশ্যার (তপস্বিনীর?) প্রাণরক্ষা

* ইতোমধ্যেই ইয়োরোপহইতে অনেক সাহেব বাজিওয়ালা এতদ্দেশে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের বাজিওয়ালাদিগের এক পয়সার বাজি প্রদর্শনের স্থলে চারি আনা, আট আনা এক টাকা লইয়া বাবুদিগকে বাজি দর্শন করাইতেছেন

করিতে হইতেছে এবং কত প্রকার দুষ্ক্রিয়ার যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদ্বিষয়ে রাজা প্রজা উভয়েই এক্ষণকার ন্যায় যদি আর কিছু দিবস প্রশ্রয় দান করেন, তবে শত বর্ষের মধ্যে এই হরিকেলীয় দেশ একেবারে নরকেলীয় দেশ (বেশ্যারাজ্য) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেক।

১৪। অন্নাদি যে সকল খাদ্য দ্রব্য বিকৃত হইলে হঠাৎ তন্মধ্যে কীট জাত হয়, সেই সমস্ত দ্রব্য ঈষদ্বিকৃত হইলেও ভোজন করা অকর্ত্তব্য। এবঞ্চ সহজে অভিযোগ করিবার উপায় না থাকাতে দোকান্দারেরা ঘৃত প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যে যে ভাঁজাল মিশ্রিত করে তাহাকেও রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবেন।

১৫। সময়ে ভোজন, নিয়মিত পরিশ্রম ও স্নানোৎসাদন না করণ, অথবা তাহার বিপরীতাচরণ (আতিশয্য) এতদুভয়কেই রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজাধিকারে সদ্বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইবায় ডাইন ভূত শাঁখচূর্ণী প্রভৃতি দূরীভূত হইলেও সম্প্রতি এতদ্দেশে যে কতকগুলি রাক্ষস রাক্ষসী মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া বাস করিতেছে ইহারাও অস্মদাদির রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া অভিহিত হওয়া অবিধেয় নহে।

১৬। বিবিধ প্রকার রাজকর, প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের জ্ঞানাভাবে উপধর্ম্মানুষ্ঠানে নিস্বতা ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মাহার্ঘ্যতা এই সকলকেও রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবেন। হে মহাশয়গণ! কএক বৎসরের মধ্যে ঘরামী প্রভৃতি ক্ষুদ্র মসীজীবি পর্য্যন্তের বদনকমল একেবারে শুখাইয়া গেল কেন? আপনারা ইহার কারণানুসন্ধানে যত্নবান হউন। নচেৎ সাহেব সাজিয়া সভ্যাভিমান প্রকাশ করিলেই সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না। সভ্যতা যে পদার্থ তাহা কিঞ্চিৎ জ্ঞান সাপেক্ষ। যিনি বিদ্বান হইয়া সর্ব্ব সাধারণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক সকলের কল্যাণকর কার্য্যে কায়মনোবাক্যে যত্নবান হয়েন, তিনিই যথার্থ সভ্য। হে মহাশয়গণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট বিবিধ প্রকার রোগোৎপত্তির কতকগুলি স্থূল

কারণ প্রকাশ করিয়া কহিলাম, এতদ্ভিন্ন কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যপ্রভৃতি বর্দ্ধিত হইলে ইহাদিগকেও রোগোৎপত্তির এক একটি প্রধান কারণ বলিয়া জানিবেন।

ইতি হরিকেলীয় স্থানের বিবিধ প্রকার রোগোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ নামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

[সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিশেষ উপকারার্থ বোধাচার্য্যের প্রশ্নানুসারে সম্প্রতি সুবোধসিদ্ধান্ত যাহা কহিতেছেন পাঠক মহাশয়েরা তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।]

বোধাচার্য্য। মহাশয়! আপনার নিকট আমরা অনেক বিষয়ের অনেক কথা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি সংসারাশ্রমীদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্মোপদেশ এবং গুটিকতক সন্নীতিপ্রদ কবিতা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইতেছে। আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছাটি পরিপূর্ণ করিবেন?

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! শাস্ত্রকারেরা বিশেষ২ গুণাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রমধ্যে বিশেষ২ কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ধর্ম্ম্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি অধর্ম্ম্য বলিয়া অভিহিত হয়। শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে জড় প্রকৃতি লোকের চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান লাভ সহকারে মোক্ষ বা সুখ প্রাপ্তি ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে তমোগুণ বৃদ্ধি সহকারে ঘোরতর নরক বা দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী লোকের পক্ষে সংসারে এমত একটী

কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নাই যে, যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য করিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতএব আপনারা সর্ব্বতো ভাবে জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ বাহুল্যরূপে শ্রবণ করিতে হইবেক না। ওহে বোধাচার্য্য! এই জগতের সমুদায় পদার্থ সার ও অসার (চিজ্জড়) এতদুভয় অংশে মিশ্রিত, এতন্নিমিত্ত যে পদার্থে যে পরিমাণে গুণ আছে সেই পরিমাণে তাহাতে দোষেরও সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, অত্যুজ্জ্বল হীরক প্রস্তর একপক্ষে বহু মূল্যবান্ পদার্থ হইলেও পক্ষান্তরে তাহা বিষময় পদার্থ, ঐ বিষদ্বারা জীবের প্রাণ নাশ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এবঞ্চ কাল সর্পের বিষ এক পক্ষে অতিশয় হেয় পদার্থ হইলেও পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত জনগণের জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। এতাবতা সংসারের সমুদায় পদার্থ সময়ানুসারে যেমন প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তদ্রূপ সংসারের সমুদায় কার্য্যকদম্বও দেশ কাল পাত্রানুসারে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্যরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সকল শাস্ত্রে নরহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সময়ানুসারে নরহত্যা না করিলে (যে স্থলে এক জন দুরাত্মার প্রাণদণ্ড না করিলে বহুতর ভদ্র লোকের প্রাণ নাশ হইবার সম্ভাবনা আছে এমত স্থলে) মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। তদ্রূপ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ গুরুতর পাপ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সময়ানুসারে মিথ্যা কথা না কহিলে (যে স্থলে একটি মিথ্যা কহিলে দুই চারি জন ভদ্র লোকের জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে সেই স্থলে) গুরুতর মহাপাতক হইবার অসম্ভাবনা নাই*। এতদ্রূপে জগতের সমুদায় কার্য্যই দেশ কাল পাত্রানুসারে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, বিদ্বান্ অথচ পরহিতৈষী হয়েন, তিনি উপস্থিতমতে আপনার কার্য্যটী কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে

* সংসারী লোকের পক্ষে এইরূপ বিধি সঙ্গত হইলেও সত্যান্বেষী লোকের সম্পূর্ণরূপে সত্যাবলম্বন করা বিধেয়।

সক্ষম হয়েন, সন্দেহ নাই। অজ্ঞ ব্যক্তি যদিও সূক্ষ্মরূপে তদ্রূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে সক্ষম না হউক, তথাচ সকল জীবের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর যে ন্যায়পরতা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই সুনিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করিলে স্বাভাবিক ন্যায়ানুবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অপরাপর লোকে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। এমন কি, নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তিও যৎকালে আপনার লাভের নিমিত্ত কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে সে ব্যক্তিও ন্যায়ানুগত হইয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেনা। অধিকন্তু একটি পশু বা পক্ষির প্রতি অপর কোন পশু পক্ষী অন্যায়াচরণ করিলে অপরাপর পশু পক্ষী ঐ ন্যায়পরতা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকে, ইহা অনেকবার অনেক স্থানে অনেক মনুষ্য দর্শন করিয়াছেন। অতএব উপস্থিত-মতে আপনারাও সেই ন্যায়পরতা বৃত্তিদ্বারা আপনং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন এবং সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র পাঠ করিতেও বিরত হইবেন না। সম্প্রতি আমি আপনাদিগের বিশেষ বোধার্থ রত্নস্বরূপ কএকটি সন্নীতিপদ প্রাচীন কবিতা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত মনে শ্রবণ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই।

পঞ্চরত্ন।

নাগোভাতি মদেন কংজলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী।
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগোনিত্যোৎসবৈর্ম্মন্দিরং॥
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ।
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা॥ ১।

অস্যার্থঃ।

মদদ্বারা হস্তী শোভা পায় অতিশয়। প্রফুল্ল কমলে জল সুশোভিত

হয়॥ পূর্ণচন্দ্রদ্বারা হয় শোভিতা রজনী। বেগদ্বারা তুরঙ্গ, সুস্বভাবে কামিনী॥ ব্যাকরণে বাক্য, নিত্যোৎসবেতে মন্দির। হংস হংসী দ্বারা শোভা হয় তটিনীর॥ পণ্ডিতের দ্বারা সুশোভিতা হয় সভা। সুপুত্র হইতে বৃদ্ধি হয় কুলপ্রভা॥ পৃথিবী নৃপতিদ্বারা সুশোভিতা হয়। শোভা পায় বিষ্ণুদ্বারা ত্রিলোকী নিশ্চয়॥ ১॥

পোতোদুস্তর বারিরাশিতরণে দীপোহন্ধকারাগমে।
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ॥
ইত্থং তৎভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা।
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ॥ ২।

দুস্তর সলিলরাশি হইবারে পার। সৃষ্টি করেছেন বিধি নৌকা চমৎকার॥ অন্ধকার নিবারণ-হেতু দীপশিখা। বায়ু সঞ্চারের জন্য করেছেন পাখা॥ মদান্ধ করির দর্প চূর্ণ করিবারে। অঙ্কুশের সৃষ্টি করেছেন এ সংসারে॥ জগতে এমন কিছু দেখিতে না পাই। যাহার উপায় চিন্তা বিধি করে নাই॥ কিন্তু দুর্জ্জনের চিত্ত রঞ্জন করিতে। দেখিতে না পাই কোন উপায় জগতে॥ বোধ হয় এ বিষয় সাধ্যাতীত জানি। ভগ্নোদ্যম হয়েছেন বিধাতা আপনি॥ ২।

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং।
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকং॥
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং।
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ৩।

মদ্যপান রত বৈদ্য, কুশিক্ষিত নট। অধ্যয়ন হীন দ্বিজ, কাপুরুষ ভট॥ অশ্ব বেগ-রহিত, সন্ন্যাসী জ্ঞানহীন। কুমন্ত্রি বেষ্টিত যেই রাজা চিরদিন॥ উপদ্রবগ্রস্ত দেশ, আর ভার্য্যা যিনি। যৌবন গর্ব্বিতা পরপুরুষ-গামিনী॥ অতি শীঘ্র বুধগণ এই সকলেরে। অনর্থের হেতু জানি পরিত্যাগ করে॥ ৩।

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোস্তি চেদ্দেহিনাং।
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলং॥

কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমু ধনৈর্ব্বিদ্যানবদ্যা যদি।
ব্রীড়াচেৎ কিমুভূষণেন কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং॥ ৪ ॥

ক্ষমা যার আছে তার কবচে কি করে। ক্রোধ যার আছে তার কি কায শত্রুরে॥ জ্ঞাতি যার আছে তার কি করে অনল। সুহৃৎ থাকিলে দিব্য ঔষধে কি ফল॥ দুর্জ্জন সমীপে যার থাকে নিজ ভাবে। সর্প তার কাছে থেকে আর কি করিবে॥ যাহার নির্ম্মল বিদ্যা প্রকাশিতা আছে। ধন কিবা কার্য্যকর হয় তার কাছে॥ লজ্জা যার থাকে তার কি করে ভূষণ। কবিত্ব থাকিলে রাজ্যে কিবা প্রয়োজন? ৪ ॥

শক্যোবারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ।
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলৌ দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ॥
ব্যাধির্ব্বৈদ্যক ভেষজৈরমুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্বিষং।
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মুর্খস্য নাস্ত্যৌষধং॥ ৫ ।

জলসেকদ্বারা অগ্নি হয় নির্ব্বাপিত। আতপ ছত্রের দ্বারা হয় নিবারিত॥ শাণিত অঙ্কুশে শান্ত হয় দন্তাবল। দণ্ডদ্বারা দান্ত হয় গো-খর চঞ্চল॥ বৈদ্যের ঔষধদ্বারা রোগ পায় ক্ষয়। মন্ত্র প্রভাবেতে বিষ নিবারিত হয়॥ এরূপ ঔষধ সব আছে শাস্ত্রমতে। মুর্খের ঔষধ কিন্তু নাহি এ জগতে॥ ৫ ।

ষড়রত্ন।

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিশঙ্কনীয়া
শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতৌচ কুতো বশিত্বং॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

সুন্দর রূপেতে শাস্ত্র থাকিলে চিন্তিত। পুনঃ২ চিন্তা তার করাই

উচিত ॥ পরিতুষ্ট থাকিলেও নৃপতি সেবিত। সর্ব্বদা তাঁহারে শঙ্কা করাই বিহিত ॥ ক্রোড়স্থিতা হইলেও যুবতি রমণী। সতত তাহারে রক্ষা করিবে আপনি ॥ যেহেতুক শাস্ত্র নৃপ আর নারীজন। ইহারা কদাচ কারো বশীভূত নন ॥ ১ ॥

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িনঃ কস্যাপদস্তং গতা স্ত্রীভিঃ
কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কোনাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচারান্তরগতঃ কোঽর্থী গতোগৌরবং কোবা
দুর্জ্জন বাগ্রসে নিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ২ ॥

কোন্ ব্যক্তি অর্থলাভে গর্ব্বিত না হয়?। কোন্ বিষয়ি লোকের আপদ না রয়?॥ স্ত্রীগণ কাহার মন খণ্ডিত না করে?। কোন্ ব্যক্তি রাজাদের প্রিয় হতে পারে?॥ কোন্ ব্যক্তি কালের বিষয়ীভূত নয়?। কোন্ যাচকের কোথা গৌরব বা রয়?॥ দুর্জ্জনের বাক্য জালে হইয়া পতিত। কোন্ নর হয়েছেন কল্যাণ সংযুত?॥ ২ ॥

মূর্খোদ্বিজাতিঃ স্থবিরোগৃহস্থঃ কামী দরিদ্রো ধনবান্ তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যঃ লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি ॥ ৩ ॥

দ্বিজের মূর্খতা আর গৃহির বৃদ্ধতা। দরিদ্রের অতিশয় ভোগাভিলাষিতা ॥ তপস্বিলোকের অতি বিভবশালিতা। কুলটা নারীর যদি হয় কুরূপতা ॥ নৃপতির কদর্য্যতা দোষ থাকে নানা। এই ছয়, সংসারে জানিবা বিড়ম্বনা ॥ ৩ ॥

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তির্যূনাং তপোজ্ঞানবতাঞ্চ মৌনং।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখাশিতানাং দয়াচ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ৪ ॥

দরিদ্র করিলে দান অতি অল্প বৃত্তি। সমর্থ লোকের হলে ক্রোধাদি নিবৃত্তি ॥ যুবকগণের হলে তপস্যা প্রভাব। পণ্ডিতের মৌন আর ইচ্ছার অভাব ॥ সুখভোগিদের সর্ব্বভূতে দয়া হয়। স্বর্গের প্রাপক এই সকল নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন
রোগাঃ।

কংশ্রীর্ন দর্পয়তি কংন নিহন্তি মৃত্যুঃ কংস্ত্রীকৃতা ন বিষয়ানন্নু-
তাপয়ন্তি॥ ৫॥

কুমন্ত্রী যাহার থাকে অনর্থের কোষ। এমত কাহার নাহি জন্মে নীতিদোষ?॥ রোগগণ বল কোন্ কুপথ্য-সেবিরে। অতিশয় সন্তাপ প্রদান নাহি করে?॥ ধন প্রাপ্ত হলে কেবা না হয় গর্ব্বিত?। বল দেখি মৃত্যু কারে না করে নির্জ্জিত?॥ অবনীতে স্ত্রীকৃত বিষয় বল কারে। অতিশয় সন্তাপ প্রদান নাহি করে?॥ ৫॥

লোভোপ্যস্তি গুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ, সৌজন্যং
যদি কিং পরৈঃ সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেত্তপসাচ কিং শুচিমনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং, সদ্বিদ্যা যদি
কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা॥ ৬॥

জীবের যদ্যপি লোভ থাকে অতিশয়। তবে তার গুণে কোন্ প্রয়োজন হয়?॥ খলতা যাহার আছে হৃদয় ভাণ্ডারে। পাতক তাহার আর কি করিতে পারে? সৌজন্য যাহার আছে দেহের ভূষণ। কি করিতে ক্ষম হয় তার শত্রুগণ? সুমহত্ত্ব আছে যার অবনী ভিতরে। ভূষণ তাহার কিবা শোভা বৃদ্ধি করে? সকলেরে সত্য বাক্য কহে যেই জন। তপস্যায় তার আর কিবা প্রয়োজন? বিশুদ্ধ যাহার মন হইয়াছে জ্ঞানে। কি ফল তাহার আর তীর্থ পর্য্যটনে? আছেন উত্তমা বিদ্যা যাহার শরীরে। ধন তার সুখবৃদ্ধি কি করিতে পারে? অপযশ আছে যার জগতে নিশ্চয়। মৃত্যু তার অধিক কি ক্লেশপ্রদ হয়?॥ ৬॥

সপ্তমরত্ন।

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা।
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ং॥
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে।
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যোনমঃ॥ ১

অস্যার্থঃ।

সজ্জনের সহবাস যাহার মনন। পরকীয় গুণে প্রীতি করে যেই জন॥ গুরুজন-সমীপে নম্রতা যার হয়। বিদ্যাতে আসক্তি যার চিরদিন রয়॥ আপনার ভার্য্যাতেই রতি থাকে যার। লোকাপ-বাদের ভয় থাকে যে জনার॥ বিষ্ণুতে যাহার থাকে অতিশয় ভক্তি। আর যার থাকে মন নিগ্রহের শক্তি॥ খলের স্বভাব মন্দ জানিয়া নিশ্চয়। যে জন তাহার সঙ্গ পরিত্যক্ত হয়॥ যাঁরা হন এ সব নির্ম্মল গুণধারী। তাঁহাদের প্রতি আমি নমস্কার করি॥ ১।

রাজা ধর্ম্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানংবিনা যোগিনঃ।
কান্তা সত্যবিনা হয়োগতিবিনা ভূষাচ জ্যোতির্ব্বিনা॥
যোদ্ধা শূরবিনা তপোব্রতবিনা ছন্দোবিনা গীয়তে।
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরোহরিবিনা মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ২।

ধর্ম্মহীন রাজা আর দ্বিজ অনাচারী। জ্ঞানহীন যোগী, সত্য বাক্য হীনা নারী॥ গতিহীন তুরঙ্গ, আলোকহীন ভূষা। বলহীন যোদ্ধা আর অব্রত তপস্যা॥ ছন্দোহীন গীত, স্নেহহীন সহোদর। হরিভক্তি-বিহীন যে মনুষ্য বর্ব্বর॥ জগতে অসার জানি এই সক-লেরে। অতি শীঘ্র বুধগণ পরিত্যাগ করে॥ ২।

ছেদশ্চন্দনচূত চম্পকবনে রক্ষাচ সাকোটকে।
হিংসা হংসময়ূর কোকিলগণে কাকেচ নিত্যাদরঃ॥
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়োঃ।
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩।

যে দেশের লোকগণ; চম্পক চূত চন্দন;
এ সকল সুবৃক্ষের বন।
ছেদন করিয়া পরে; সাকোটকে রক্ষা করে;
অতিশয় করিয়া যতন॥
হংস ময়ূর পিকেরে, অতিশয় হিংসা করে;
কাকপ্রতি করে সমাদর।

বহু মূল্য কার্য্যকর; দিয়া হেন করীবর;
পরিবর্ত্তে ক্রয় করে খর॥
কর্পূরের সহকারে, কার্পাস তুলনা করে;
গুণিগণ-পক্ষে এ প্রকার।
বিপরীত ব্যবহারে; যে দেশে বিচার করে;
সে দেশের প্রতি নমস্কার॥ ৩।

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ।
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপাঃ দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ॥
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ।
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কোবল্লভঃ॥ ৪।

ফলহীন বৃক্ষ ত্যাগ করে পক্ষিগণ। সারসেরা শুষ্ক সরে না করে গমন॥ পর্য্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করে অলিচয়। মৃগগণ দগ্ধ বনান্তকে নাহি রয়॥ বেশ্যাগণ ত্যাগ করে ধনহীন নরে। মন্ত্রীগণ ত্যাগ করে ভ্রষ্টশ্রী রাজারে॥ কার্য্যহেতু লোকেরা লোকের প্রিয় হয়। বাস্তবিক কেহই কাহারো প্রিয় নয়* ॥ ৪ ॥

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে।
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ॥
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ।
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ॥ ৫।

দীন প্রতি যদি নাহি থাকে বিতরণ। তবে তার ধনে আর কিবা প্রয়োজন?॥ পরোপকারেতে যদি যত্ন নাহি রয়। রাজার সেবাতে তবে কিবা ফলোদয়? সন্তানের মুখ যদি দেখিতে না পায়। কান্তা সঙ্গ করে তবে কিবা কামনায়? প্রিয়াসঙ্গে যদি হয় বিচ্ছেদ ঘটন। তবে আর যৌবনের কিবা প্রয়োজন? ৫।

* এ জগতে একমাত্র আত্মা ভিন্ন আর কোন প্রিয় পদার্থ নাই, এতন্নিমিত্ত যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি আত্মার উপকারী হয় সেই সমস্ত লোক বা বস্তু প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিং বা বিভূষা বিধিঃ।
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগর্ব্বা গিরঃ॥
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জ্জনেষ্বনতিঃ কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা।
প্রেপ্সেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমিরুহৈঃ॥ ৬।

নিজ ভার্য্যা যার অতি প্রিয়তমা হন। স্বর্গেতে তাহার আর কিবা প্রয়োজন? স্বাভাবিক লাবণ্য দেহের যদি রয়। ভূষণ ধারণে তার কিবা ফলোদয়? শৃঙ্গার রসঘটিত যে কহে বচন। চন্দ্রের কিরণে তার কোন্ প্রয়োজন? অবনত থাকে যেবা দুর্জ্জনের কাছে। তাহার মৃত্যুর আর অপেক্ষা কি আছে? যাচ্ঞা করিতে যদি হয় দ্বারং। তদপেক্ষা অতিশয় কি আছে ধিক্কার? অভীষ্ট করিয়া লাভ গৃহেতে যে জন। করিয়াছে মদমত্ত হস্তিরে বন্ধন॥ তার আর কল্পবৃক্ষে কোন্ কার্য্য হয়? সকল কামনা পূর্ণ ধনেতে নিশ্চয়॥ ৬॥

ধনেন কিং যোন দদাতি যাচকে।
বলেন কিং যশ্চ রিপুন্ন বাধতে॥
শ্রুতেন কিং যোন চ ধর্ম্মমাচরেৎ।
কিমাত্মনা যোন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥ ৭॥

যাচকে দেখিয়া দান না করে যে জন। তবে তার ধনে আর কোন্ প্রয়োজন? বিপক্ষগণেরে যদি নাহি করে জয়। তবে তার শক্তি কোন্ কার্য্যকর হয়? ধর্ম্ম আচরণে যদি নাহি থাকে মন। তবে তার কি নিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন? যে জন ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারে। কি ফল তাহার আর বাঁচিয়া সংসারে॥ ৭॥

অষ্টরত্ন।

অর্থাগমো নিত্য মরোগিতাচ প্রিয়াচ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনীচ।
বশ্যশ্চ পুত্ত্রোঽর্থকরীচ বিদ্যা ষড়্‌জীবলোকেচ সুখানি তাত॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

অর্থের আগম যদি হয় প্রতিদিন। আর এই দেহ যদি থাকে রোগ-হীন॥ প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যদি হয়। আর যদি নিজ পুত্ত্র

বশীভূত রয়। আর অর্থকরী বিদ্যা অমূল্য রতন। এ ছয় সংসারে তাত সুখের কারণ॥ ১॥

ব্যোমৈকান্ত বিহারিণোপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং বধ্যন্তে নিপু
ণৈরগাধ সলিলাৎ মৎস্যঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কুতঃ সুচরিতং কঃস্থানলাভে গুণঃ কালোহি
ব্যসন প্রসারিত করো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥ ২॥

গগণমণ্ডলে চরে যেহ পক্ষিচয়। তাহারাও কখন আপৎ প্রাপ্ত হয়॥ সুনিপুণ জনগণ অগাধ সাগরে। কৌশল করিয়া মৎস্যগণে বধ করে॥ অতএব বিধাতা বিমুখ হলে পরে। পুরুষের সুচরিত্র কি করিতে পারে? উপযুক্ত স্থানলাভে হয় বা কি গুণ? বিধাতা হইলে বাম সকলি বিগুণ॥ দূরহইতে দুঃখরূপ কর বাড়াইয়া। গ্রহণ করেন কাল তাহারে ধরিয়া॥ ২॥

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতি নখলিখনং পাদয়োরল্প পূজা দন্তানামল্প-
শৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাং।
দ্বেসন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসন শয়নং গ্রাস হাসাতিরেকঃ স্বাঙ্গে
পীঠেচ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং॥ ৩॥

প্রতিদিন নিরর্থক তৃণের ছেদন। কররুহদ্বারা ভূমিতলেতে অঙ্কন॥ চরণদ্বয়ের অল্প সংস্কার করা। কেশ রুক্ষ রাখা ও মলিন বস্ত্র পরা॥ দশনের অতি অল্প শুচিত্ব করণ। সূর্য্যাস্ত উদয়কালে নিদ্রায় মগন॥ বিছানায় দিগম্বর হইয়া শয়ন। অতিশয় হাস্য আর অধিক ভোজন॥ আপন শরীর ও আসন বাদ্য করা। এ সকল অলক্ষণ ত্যজিবেক ত্বরা॥ ধনপতি কুবের ও শ্রীপতি কেশব; ইহাঁদেরও লক্ষ্মী হরে লয় ঐ সব॥ ৩॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে।
বিষ্ণুর্যেন দশাবতার গহনে ন্যস্তো মহাশঙ্কটে॥
রুদ্রোযেন কপালপাণিরটনং ভিক্ষাটনং কারিতঃ।
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগণে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥ ৪॥

যদ্দ্বারা বিধাতা কুম্ভকারের মতন। নিযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করিতে

রচন॥ যদ্দ্বারা শ্রীবিষ্ণু মহাশঙ্কটে ভুবনে। নিযুক্ত আছেন দশা-বতার করণে॥ যদ্দ্বারা মহেশ হয়ে নৃকপালধারী। করিছেন পর্য্য-টন হইয়া ভিখারী॥ যদ্দ্বারা গগণে নিত্য সূর্য্যের বিহার। আমি সেই কর্ম্মকেই করি নমস্কার॥ ৪॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্য মেবাভয়ং॥ ৫ ।

ভোগে আছে রোগভয়, কুলে কুলহানি। ধনে রাজভয়, মানে দীনতাকে মানি॥ বলে শত্রুভয়, রূপে যুবতি নিশ্চয়। শাস্ত্রাধ্যয়নেতে কেবল বাদিভয়॥ গুণে আছে খলভয় দোষ দেয় পাছে। কলেবর ধারণে যমের ভয় আছে॥ এরূপে সকল বস্তু ভয়ান্বিত হয়। কেবল বৈরাগ্য-মাত্র জীবের অভয়॥ ৫॥

শশিনি খলু কলঙ্কঃ কন্টকং পদ্মনালে যুবতিকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে।
জলধি জলমেপয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং বয়সি ধনবিবেকো নির্ব্বিবেকো বিধাতা॥ ৬ ।

সুধাকরে কলঙ্ক, মৃণালে কাঁটাচয়। যুবতির স্তনদ্বয় নিপাত যে হয়॥ কেশের পক্কতা, আর সমুদ্রের ঘন। লবণ মিশ্রিত, আর পণ্ডিত নির্ধন॥ সুখোপভোগের উপযুক্ত যে সময়। সে সময়ে ধন চিন্তা করিতে যে হয়॥ করেছেন এ সকল ঘটনা যে বিধি। তিনিত নির্ব্বোধ অতি ইহা কি সুবিধি? ৬॥

শশী দিবস ধূসরো গলিত যৌবনা কামিনী সরোবিগত বারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভু ধনপরায়ণঃ সততং দুর্গতিঃ সজ্জনো নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানিমে॥ ৭॥

দিবসে যে চন্দ্র হয় ধূসর বরণ। আর যে গলিত হয় যুবতি যৌবন॥ আর সরোবরেতে যে পদ্ম নাহি রয়। সুন্দর ব্যক্তির মুখ অনক্ষর

হয়॥ প্রভু হয়ে যিনি হন ধন-পরায়ণ। সর্ব্বদা দুর্গতি ভোগ করেন সজ্জন॥ খলের বসতি হয় রাজার অঙ্গনে। এই সাত শল্য হয়ে আছে মম মনে॥ ৭॥

নিঃস্বোব্যষ্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো লক্ষেশঃ ক্ষিতি পালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং বাঞ্ছতি।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি ব্রহ্মা শৈবপদং শিবোহরিপদং হ্যাশাবধিং কোগতঃ॥ ৮॥

শত মুদ্রা বাঞ্ছা করে যে জন নির্দ্ধন॥ সহস্র করেন বাঞ্ছা শতপতি জন॥ সহস্রপতির ইচ্ছা হতে লক্ষপতি। লক্ষপতি রাজ্য পায় এই তার মতি॥ রাজা সার্ব্বভৌম হৈতে করে অভিলাষ॥ সার্ব্বভৌম ইন্দ্রপদ করেন আশ্বাস॥ ইন্দ্রের কামনা এই পায় ব্রাহ্মপদ। ব্রহ্মার পাইতে ইচ্ছা শিবের সম্পদ॥ সদাশিব বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি ইচ্ছা করে। অতএব কে গিয়াছে আশানদী পারে? ৮॥

নবরত্ন।

মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতীং প্রেম্না সমৈর্ব্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্ব্বুধং বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশং॥ ১॥

অস্যার্থঃ॥

নির্ম্মলচিত্ততা-দ্বারা বিচক্ষণ জন। বশীভূত করিবেক মিত্রকে আপন॥ অরিকে করিবে বশ নীতি-সৈন্যদ্বারা। লোভিকে করিবে বশ ধন দিয়া ত্বরা॥ কার্য্যদ্বারা প্রভুকে, ব্রাহ্মণে সমাদরে। প্রণয়েতে বশ করিবেক যুবতীরে॥ করিবে বান্ধবগণে বশ সমভাবে। স্তুতিতে করিবে বশ অত্যুগ্র স্বভাবে॥ গুরুকে প্রণতিদ্বারা, মুর্খকে কথাতে।

বুধকে করিবে বশ বিদ্যার দ্বারাতে॥ রসিকে করিবে বশ রসেতে নিশ্চিত। শীলতায় সকলকে করিবে বশীভুত॥ ১॥

অর্থী লাঘব মুচ্ছ্রিতো নিপতনং কামাতুরো লাঞ্ছনং লুব্ধোঽকীর্ত্তিমসঙ্গরঃ পরিভবং দুষ্টোঽন্যদোষে রতিং।
নিঃস্বোবঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং শোকাকুলঃ সংশয়ং দুর্ব্বলাপ্রিয়তাং দুরোদরবশঃ প্রাপ্নোতি কষ্টং মুহুঃ॥ ২॥

ভিক্ষুক লাঘব প্রাপ্ত হয় যথোচিত। যে জন উচ্চতা পায় সে হয় পতিত॥ কামাতুর ব্যক্তিই লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হয়। লোভি লোক লাভ করে অকীর্ত্তি নিশ্চয়॥ যুদ্ধ না করিলে রাজা পায় পরাজয়। পাইলে পরের দোষ দুষ্ট তুষ্ট হয়॥ নির্দ্ধন যে জন সে বঞ্চনা লাভ করে। উন্মনস্ক ব্যক্তি লাভ করে বৈকল্যেরে॥ শোকাকুল ব্যক্তি পায় সংশয় ভুতলে। আর, সকলের প্রতি দুর্ব্বাক্য যে বলে॥ সে জন জগতে পায় অপ্রিয়তা ভারি। পুনঃ২ কষ্ট পায় দ্যুতক্রীড়াকারী॥ ২॥

নীতির্ভূমিভুজাং নতিগুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতি
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদোগিরাং।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতি সুমনসাং শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনং॥ ৩।

ভূপতিগণের হয় ভূষণ সুনীতি। গুণিসমূহের হয় ভূষণ বিনতি॥ কুল-কামিনীগণের লজ্জাই ভূষণ। ধৈর্য্য হয় দম্পতির ভূষণ শোভন॥ শিশুগণ গৃহের ভূষণ মনোরম। বুদ্ধির কবিতাশক্তি ভূষণ উত্তম॥ সরল স্পষ্টতা হয় বাক্যের ভূষণ। লাবণ্যই শরীরের ভূষণ শোভন॥ মনের ভূষণ স্মৃতি; ব্রাহ্মণের শান্তি। সমর্থ লোকের হয় বিভূষণ ক্ষান্তি॥ গৃহস্থ লোকের হয় বিভূষণ ধন। সাধুসমূহের হয় স্বাস্থ্যই ভূষণ॥ ৩।

ধর্ম্মঃ প্রাগেবচিন্ত্যঃ সচিবমতিগতির্ভাবনীয়া সদৈব।
জ্ঞেয়ং লোকানুবর্ত্তং বরচর নয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ং।

প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীয়ৌচ কালে
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোপিনাপেক্ষণীয়ঃ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মচিন্তা করিবেন সর্ব্বাগ্রে ভূপতি। বুঝিবেন সদা মন্ত্রিদের বুদ্ধি-গতি॥ জানিবেন সদা সকলের ব্যবহার। চারচক্ষে দেখিবেন রাজ্য আপনার॥ রাগ দ্বেষ উভয়েরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া। কালে মৃদু সময়ে বা কঠিন হইয়া॥ যত্নের সহিত দেহ করিবেন রক্ষা। না করিবে রণস্থলে তাহারো অপেক্ষা॥ ৪।

কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনানি বিপদা স্থৈর্য্যং প্রমাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়াচাত্ম প্রসাদো হতঃ॥ ৫।

নরের কার্পণ্যদ্বারা যশো নষ্ট হয়। ক্রোধদ্বারা হয় গুণসমূহের ক্ষয়*॥ দম্ভদ্বারা সত্য বাক্য, মান বুভুক্ষায়। দ্যূতাদি ব্যসনদ্বারা ধন নাশ পায়॥ বিপত্তিতে পুরুষের ধৈর্য্য নাশ হয়। প্রমাদে ব্রহ্মণ্য খলতায় কুলক্ষয়॥ মত্ততাতে নষ্ট হয় বিনয় সুধারা। পুরুষত্ব নষ্ট হয় দুশ্চেষ্টতা দ্বারা॥ নিস্বতায় সমাদর, মমতার দ্বারা। প্রসন্নতা বুদ্ধির বিনাশ পায় ত্বরা॥ ৫।

মূর্খোঽশান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্ম্মশীলো
দুঃস্থোমানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোগী
বৃদ্ধোরোগী দরিদ্রঃ সচ যুবতিপতি ধিগ্ধিগস্য প্রকারং॥ ৬।

তপস্বী যদ্যপি হয় অবোধ অশান্ত। ক্ষিতিপতি হন যদি অলস নিতান্ত॥ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যদি হয়েন মৎসর। মানি গৃহস্থের হলে দুঃস্থ নিরন্তর॥ প্রভু যদি আপনি কৃপণ হন অতি। শাস্ত্রজ্ঞের যদি হয় অধর্ম্মেতে মতি॥ নরপতি হন যদি অনুজ্ঞা রহিত। শুচি ব্যক্তি যদি হয় পরান্নে পালিত॥ যে জন দরিদ্র রোগী বৃদ্ধ অতিশয়। অথচ

* যতক্ষণ ক্রোধ থাকে ততক্ষণ জীবের সদগুণের স্ফূর্ত্তি থাকে না।

সে যুবতির পতি যদি হয়॥ সংসারেতে এ সকল জানিবা নিশ্চয়। ধিক্কার অপচরিড়ম্বনার বিষয়॥ ৬॥

স্ত্রীণাং যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং প্রতাপঃ সতাং
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসচ্চিত্তস্য বাগড়ম্বরঃ।
স্বাচারস্য মনোদমঃ পরিণতৈর্ব্বিদ্যা কুলস্যৈকতা
সেবায়াধনমুন্নতেগুর্ণচয়ঃ শান্তের্ব্বিবেকোবলং॥ ৭।

অবলাগণের বল কেবল যৌবন। ভিক্ষুকের বল দাতৃ পশ্চাতে গমন॥ ভূপতিগণের বল প্রতাপ প্রবল। সাধুসমূহের হয় সত্য ভাষা বল॥ অত্যল্প ধনির বল সঞ্চয় বিস্তর। অসচ্চরিত্রের বল বাক্য আড়ম্বর॥ সাধু আচারির বল মনের দমন। পরিণত বয়স্কের বল বিদ্যাধন॥ কুলের প্রবল বল ঐক্য পরস্পর। রাজার সেবার বল ধন তুষ্টিকর॥ উন্নতির বল হয় গুণ সমুদয়। শান্তির বিবেক বল জানিবা নিশ্চয়। ৭।

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো মানী দরিদ্রোগৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ সুখী পরবশো বৃদ্ধোন তীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ কুলভবো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতঃ
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে॥ ৮।

সভায় পণ্ডিত যদি পক্ষপাতী হয়। পরবশ যে জন সে মানী যদি কয়॥ গৃহস্থ যদ্যপি নিত্য হয় ধনহীন। ধনাঢ্য কৃপণ যদি থাকে অনুদিন॥ পরাধীন যদি হয় সুখী যেই জন। বৃদ্ধ যদি নাহি করে তীর্থের সেবন॥ নরপতি যদি কুমন্ত্রির প্রিয় হন। পণ্ডিতের কুলে যদি মূর্খের জনন॥ পুরুষ যদ্যপি হয় নারী-বশীভূত। বৈদান্তিক হন যদি সৎক্রিয়া বর্জ্জিত॥ উচিত বলিতে গেলে দোষ দেও পাছে। ইহাপেক্ষা হাস্যাস্পদ জগতে কি আছে? ৮।

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতাংশ্চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্ প্রোতুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
তীব্রান্ কন্টকিনো বহির্নিয়ময়ন্ ম্লানান্ মুহুঃসেচয়ন্ মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো রাজা চিরং নন্দতি॥ ৯॥

যে প্রকার মালাকার উদ্যানভিতরে। উন্মূলিত বৃক্ষগণে প্রয়োপণ করে॥ কুসুমিত বৃক্ষগণে করেন চয়ন। ক্ষুদ্র২ বৃক্ষগণে করেন বর্দ্ধন॥ উচ্ছ্রিত যে বৃক্ষ তারে করে অবনত। অবনত বৃক্ষগণে করেন উন্নত॥ পরস্পর যেং বৃক্ষ হয় সম্মিলিত। সে বৃক্ষ পৃথক করে দেন নিয়মিত॥ যেং বৃক্ষে অতিশয় তীব্র কাঁটা ধরে। সে সব বৃক্ষকে শীঘ্র বহির্ভূত করে॥ ম্লান বৃক্ষ সমূহকে করিয়া যতন। পুনঃ পুনঃ করে থাকে সলিল সেচন। সে প্রকার যে ভূপতি প্রয়োগ-কুশল। তিনিই আনন্দ ভোগ করেন অচল॥ ৯॥

সুবোধসিদ্ধান্ত। হে মহাশয়গণ! এই আমি আপনাদিগের প্রশ্নানুসারে কএকটী প্রাচীন সংস্কৃত কবিতা বঙ্গভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অর্থ বিবৃতি করিয়া কহিলাম। অতঃপর যাঁহার সন্নীতিপ্রদ অধিক কবিতা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ পাঠ করিয়া সে অভাব দুরীভূত করিবেন।

বোধাচার্য্য। মহাশয়! সংস্কৃত কোন্ জাতির মাতৃভাষা ইহা আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

সুবোধসিদ্ধান্ত। ওহে বোধাচার্য্য! সংস্কৃতভাষা কোন জাতির মাতৃভাষা নহে, তবে ঐ ভাষার সহিত যে জাতির মাতৃভাষার অত্যন্ত নৈকট্য সম্বন্ধ আছে; সেই আর্য্যজাতিরাই (বঙ্গদেশীয়েরা) আপনাদিগের মাতৃভাষাকে কোন সময়ে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। এই জন্যে ঐ ভাষার নাম সংস্কৃতভাষা। হিন্দুস্থানীয় লোকেরা আপনাদিগের হিন্দিভাষাকে যে সংস্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দি-সংস্কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যাহা হউক, সময়ক্রমে কএকটি অব্যর্থ প্রমাণদ্বারা আমি এ বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দিব; সম্প্রতি আমি সত্যধর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদানার্থ একটী বক্তৃতা করিতে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়াছি। ইহাতেও

যদি কোন২ ব্যক্তির কুসংস্কার পরিহার সহ সত্যধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তবে আর এক দিবস বক্তৃতা করিতে বিস্মৃত হইব না। এক্ষণে আপনারা পরম সুখে কালযাপন করুন, আমি পুনর্ব্বার শীঘ্র আসিতেছি।

ইতি সংস্কৃত রত্নাবলী কবিতার্থ প্রকাশ নামক দ্বাদশাধ্যায়ে এতদ্গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল॥

আত্ম পরিচয়।

হে পাঠক মহাশয়গণ! মনুজ রাজধানীর হৃদয়-দালানে বোধাচার্য্য ও অবোধভট্টপ্রভৃতি জনগণ যে সকল কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া কহিলাম। সম্প্রতি অবোধভট্ট, বোধাচার্য্য ও সুবোধসিদ্ধান্ত এবং আমিই বা কে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

অবোধ আমার মন, বোধ বুদ্ধি যিনি। সুবোধ পরম আত্মা; আমি বটে তিনি॥ অবোধ বোধেরে লয়ে হৃদয়-দালানে। দিবানিশি কথা কহে যত কথা জানে॥ অবোধের বোধ নাই, বোধের সুবোধ। যদি থাকে; তবে তিনি আপনি সুবোধ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা সত্যান্বেষি বিশুদ্ধচিত্ত জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যদি কেহ যোগকৌশল জ্ঞাত হইয়া এক সপ্তাহ অথবা দুই মাসের মধ্যে জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তিনি পর্ব্বদিবস ব্যতীত প্রতি সোমবাসরে কলিকাতার চিৎপুররোড বাঁদা বটতলার দক্ষিণ শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর লাহার পুস্তকালয়ে আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যোগকৌশল অবগত হইতে পারিবেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সম্ভবমত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিতে হইবেক। নিবেদন মিতি।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

সাং শ্রীরামপুর